CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-61 ■ 1 December, 2025 ■ আগরতলা ১ ডিসেম্বর, ২০২৫ ইং ■ ১৪ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

মন কি বাত অনুষ্ঠানে

বিকশিত ভারতের অন্যতম শক্তি দেশের জেন-জেড প্রজন্ম ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'-এর ১২৮তম পর্বে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, ভারতের জেন-জেড প্রজন্মই বিকশিত ভারতের অন্যতম বড় শক্তি। তিনি উল্লেখ করেন, "দৃঢ় সংকল্প, দলগত কাজ ও ব্যর্থতার পর উঠে দাঁড়ানোর সাহস — এই তিনটি গুণ কঠিন পরিস্থিতিতেও সাফল্য এনে দেয়।"

প্রধানমন্ত্রী ভারতের মহাকাশ গবেষণায় অগ্রগতির বিশেষ প্রশংসা করেন এবং পুনে-এর একদল তরুণ উদ্ভাবকের উদ্যোগকে তুলে ধরেন। ওই দলটি ইসরো আয়োজিত এমন এক ড্রোন প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় যা মঙ্গল গ্রহের পরিস্থিতি অনুকরণ করে তৈরি করা হয়েছিল। প্রতিযোগিতায় ড্রোন চালাতে হয় জিপিএস ছাড়া, কারণ মঙ্গলে জিপিএস সিগন্যাল পাওয়া যায় না। ফলে ড্রোনকে নিজের অনবোর্ড ক্যামেরা ও সফটওয়্যারের মাধ্যমে নেভিগেট করতে হয়।

মোদী জানান, ড্রোনগুলো বারবার ভেঙে পড়েছিল, কারণ সেগুলিকে নিজে থেকেই মাটির নকশা শনাক্ত করা, উচ্চতা পরিমাপ করা এবং বাধা এড়িয়ে চলাসবকিছুই করতে হয়। একাধিক ব্যর্থতার পরও পুনে-র দলটি মঙ্গল-সদৃশ পরিবেশে কিছু সময় ড্রোনটিকে সফলভাবে আকাশে ভাসিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "তাদের অদম্য প্রচেষ্টা ভারতের যুবসমাজের জেদ ও মনের জোরের প্রতিফলন।"

চন্দ্রযান-২ মিশনের ব্যর্থতার প্রসঙ্গও টেনে আনেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি জানান, ব্যর্থতার পর বিজ্ঞানীরা সঙ্গে সঙ্গে নতুন উদ্যমে চন্দ্রযান-৩ অভিযানের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তার সাফল্য ভারতের আত্মবিশ্বাসকে আরও উজ্জ্বল করেছে।

মোদী বলেন, "আজকের তরুণ বিজ্ঞানী ও উদ্ভাবকদের মধ্যেই আমি সেই একই উদ্যম ও অদম্য ইচ্ছাশক্তি দেখতে পাই। তাদের নিষ্ঠাই ভারতের উন্নয়নের অন্যতম চালিকা শক্তি।"

দেশের উন্নয়নের সঙ্গে মানুষকে সরাসরি যুক্ত হতে অনুপ্রাণিত করে মন কি বাত ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ নভেম্বর।। মান্দাই বিধানসভার ৩৫ নম্বর বুথে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান 'মন কি বাত' শ্রবণ করলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা। এদিন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠানটি শোনেন এবং জনজাতি অংশের মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

স্থানীয় জনগণের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতি ব্যাপক সাড়া ফেলে। তাঁকে কাছে পেয়ে স্থানীয় জনজাতি অংশের মানুষ অত্যন্ত আপ্লুত হন। তাঁরা জানান, রবিবারের এই বিশেষ মুহূর্ত তাঁদের মনে বিশেষ স্থান করে নেবে।

এই পর্বে প্রধানমন্ত্রী দেশের মানুষকে উদ্দেশ্য করে সংবিধান দিবসের গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করেন এবং বলেন, সংবিধান আমাদের গণতান্ত্রিক কাঠামোর ভিত্তি। পাশাপাশি 'বন্দেমাতরম' গান রচনার ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে দেশবাসীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করার আহ্বান জানান। তিনি রাম মন্দিরে ধর্মধ্বজ

আরোহণের বিষয়টি উল্লেখ করে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখার বার্তা দেন।

এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী আইএনএস মাহে রণতরীর উদ্বোধনের মাধ্যমে দেশের সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়টি তুলে ধরেন। প্রাকৃতিক কৃষি ও আধুনিক মৌমাছি পালনের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করার সম্ভাবনা সম্পর্কে বলেন। শীতকালীন পর্যটনের প্রসারে দেশের পর্যটন শিল্পে নতুন দিগন্ত উন্মোচনের কথা জানান।

পাশাপাশি জি-২০ সম্মেলনে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বিশ্বের মঞ্চে ভারতের উজ্জ্বল অবস্থানকে তুলে ধরেন। সর্বশেষে তিনি ক্রিকেটে ভারতীয় মহিলা দলের সাফল্যের জন্য প্রশংসা করেন এবং নারী শক্তির অগ্রগতির উদাহরণ হিসেবে তা তুলে ধরেন।

প্রধানমন্ত্রী মন কি বাতে দেশবাসীর দৃঢ় সংকল্প, স্বনির্ভরতা এবং উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাওয়ার বার্তা দেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই ধরনের উদ্যোগ মানুষকে দেশের উন্নয়নের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হতে অনুপ্রাণিত করে।

এদিকে, মান্দাই বিধানসভার ৩৫ নম্বর বুথে রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান শ্রবণ করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা। অনুষ্ঠান শেষে রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। মোট ৭টি পরিবারের ২৫ জন

☛৫ এর পাতায় দেখুন

ভোটার তালিকা পরিশোধন প্রক্রিয়ার সময়সীমা বাড়ল

১৪ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত তালিকা

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর ।। ভোটার তালিকা পরিশোধন ও বিশেষ নিবিড় পুনর্বিবেচনা প্রক্রিয়ার সময়সীমা আরও এক সপ্তাহ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল নির্বাচন কমিশন। আজ জারি করা এক তিন পৃষ্ঠার নির্দেশিকায় কমিশন জানিয়েছে, ১২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই প্রক্রিয়ার খসড়া তালিকা প্রকাশের নতুন তারিখ ১৬ ডিসেম্বর। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে।

আগে খসড়া তালিকা প্রকাশের তারিখ ছিল ৯ ডিসেম্বর, যা এখন পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে ১৬ ডিসেম্বর। একই সঙ্গে গণনার সময়সীমা ৪ ডিসেম্বর থেকে বাড়িয়ে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত করা হয়েছে।

শীতকালীন অধিবেশন শুরুর আগেই সংসদে এই বিষয়টি বড় রাজনৈতিক সংঘাতের ইঙ্গিত দিচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেসসহ একাধিক বিরোধী দলের নেতারা এই সপ্তাহে দিল্লিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে দেখা করে সময়সূচি পুনর্বিন্যাসের দাবি তোলেন। তাঁদের অভিযোগ, অত্যন্ত স্বল্প সময়ে ভোটার তালিকা যাচাইয়ের কাজ করতে গিয়ে বুথ স্তরের কর্মকর্তারা প্রচণ্ড মানসিক চাপে রয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশ থেকে একাধিক বিএলও-র আত্মহত্যার খবর সামনে এসেছে। আগামী বছর শুরুর দিকেই পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা, ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের কাজ প্রায় শেষের দিকে। ২৯ নভেম্বর সন্ধ্যা পর্যন্ত হিসেব অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে ১৮.৭০ লক্ষ মৃত ভোটার এখনও বর্তমান তালিকায় রয়েছে বলে কমিশন জানিয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের অনুমান, মোট ৩৫ লক্ষ ভোটারকে খসড়া তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হতে পারে। এই সংখ্যার মধ্যে রয়েছে ১৮.৭০ লক্ষ মৃত ভোটার, ডুপ্লিকেট ভোটার, যাঁদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, যারা স্থায়ীভাবে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরিত হয়েছেন।

নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, পরিশোধিত ও স্বচ্ছ ভোটার তালিকা প্রস্তুত করাই এই বিশেষ অভিযান-এর মূল লক্ষ্য।

ন্যাশানাল হেরাল্ড মামলা

রাহুল, সোনিয়ার বিরুদ্ধে নতুন এফআইআর

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর ।। ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী ও তাঁর পুত্র রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে নতুন করে ফৌজদারি ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনেছে দিল্লি পুলিশের অর্থনৈতিক অপরাধ শাখা। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট-এর অভিযোগের ভিত্তিতে এই আইনি পদক্ষেপ বর্তমান রাজনৈতিক ও আইনি বিবাদকে আরও তীব্র করেছে।

দিল্লি পুলিশের ইওডব্লিউ, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত একটি অভিযোগের ভিত্তিতে কংগ্রেসের এই দুই শীর্ষ নেতার বিরুদ্ধে নতুন করে এফআইআর দায়ের করেছে। অক্টোবর মাসের ৩ তারিখে নথিভুক্ত হওয়া এই পদক্ষেপটি সংবাদপত্রটির আর্থিক বিষয় এবং এর মূল সংস্থা অধিগ্রহণ সংক্রান্ত দীর্ঘদিনের আইনি লড়াইকে আরও গভীর করেছে।

প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট-এর ৬৬(২) ধারা অনুযায়ী ইডি দিল্লি পুলিশের কাছে অভিযোগটি জমা দেয়। এই ধারা ইডি-কে অন্য কর্তৃপক্ষকে একটি নির্দিষ্ট অপরাধ নথিভুক্ত করার অনুরোধ জানাতে দেয়। দুই প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ছাড়াও, আরও ছয়জন ব্যক্তি এবং তিনটি সংস্থাকে অভিযুক্ত হিসেবে নাম দেওয়া হয়েছে। এফআইআর-এ ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০বি (ফৌজদারি ষড়যন্ত্র), ৪০৬ (ফৌজদারি বিশ্বাসভঙ্গ), ৪০৩ (অসৎভাবে অস্থাবর সম্পত্তির অপব্যবহার), এবং ৪২০ (প্রতারণা) ধারাগুলি প্রয়োগ করা হয়েছে।

অভিযুক্তদের মধ্যে ইন্ডিয়ান ওভারসিজ কংগ্রেসের প্রধান স্যাম পিত্রোদা-ও রয়েছেন। এছাড়াও তিনটি সংস্থার নাম রয়েছে অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেড, ইয়াং ইন্ডিয়ান এবং ডটেক্স মার্চেন্ডাইজ প্রাইভেট লিমিটেড।

আগের তদন্তে কলকাতার সংস্থা ডটেক্স-কে একটি শেল সংস্থা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছিল, যারা ইয়াং ইন্ডিয়ান সংস্থায় ১ কোটি

☛৫ এর পাতায় দেখুন

আজ থেকে রাজ ভবনের নাম পরিবর্তে হচ্ছে লোকভবন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ নভেম্বর।। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুর নির্দেশ অনুযায়ী আগামীকাল থেকে অর্থাৎ ১ ডিসেম্বর, ২০২৫ থেকে রাজভবন লোক ভবন নামে পরিচিত হবে।

এবিষয়ে নিজ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে রাজ্যপাল বলেন, রাজভবন নামটি রাজতন্ত্র চলাকালীন সময়ে সময়োপযোগী নাম ছিল। কিন্তু

☛৫ এর পাতায় দেখুন

সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর

অভিযুক্তদের ৩ দিনের জেল হাজত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ নভেম্বর।। রাজধানী আগরতলায় মদ্যপ অবস্থায় রাজপথে তাণ্ডব চালিয়ে সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর এবং ফ্ল্যাগ-ফেস্টুন ছেঁড়ার অভিযোগে ৯ জন যুবককে গ্রেপ্তার করেছে এনসিসি থানার পুলিশ। গ্রেপ্তার হওয়া সকলেই কলেজের ছাত্র বলে জানিয়েছেন পুলিশ।

এসডিপিও সুব্রত বর্মণ জানান, শনিবার গভীর রাতে শহরের বিভিন্ন এলাকায় উশৃঙ্খল আচরণে লিপ্ত ছিল অভিযুক্ত

☛৫ এর পাতায় দেখুন

সংসদের শীতকালীন অধিবেশন চলাকালে

পৃথক রাজ্যের দাবিতে দিল্লিতে ধর্নায় বসবে আইপিএফটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ নভেম্বর।। রবিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত হলো আইপিএফটি দলের কোর কমিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠক। আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচন ও টিটিএএডিসি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দলীয় কৌশল, জোট সম্ভাবনা এবং বর্তমান সাংগঠনিক অবস্থান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন নেতৃত্ব।

২০ ডিসেম্বরের মধ্যে আন্দোলন জোরদার

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দলের সভাপতি প্রেম কুমার রিয়াং, রাজ্যের মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, সাধারণ সম্পাদক স্বপন দেববর্মা সহ দলের অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব।

বৈঠক শেষে সংবাদমাধ্যমকে সাধারণ সম্পাদক স্বপন দেববর্মা জানান, "টিটিএএডিসি ও ভিলেজ কমিটির নির্বাচনসহ রাজ্যভিত্তিক সম্মেলন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। ১২৫তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ২০২৬ সালের টিটিএএডিসি নির্বাচন যেন 'টিপ্রা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল' (টিটিসি) হিসেবে অনুষ্ঠিত হয়।

তিনি আরও বলেন, আইপিএফটি চায় তিপ্রা মথা ও বিজেপির সঙ্গে আসন ভাগাভাগির ভিত্তিতে জোটবদ্ধভাবে নির্বাচন লড়তে। তবে জোট না হলে দল নিজেদের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

এছাড়া তিনি জানান, সংসদের শীতকালীন অধিবেশন চলাকালে রাজ্য থেকে ১০০—১৫০ জন আইপিএফটি কর্মী পৃথক রাজ্যের দাবিতে দিল্লির যন্তর মন্ত্রণ্যে ধর্নায় বসবেন।

পার্লামেন্ট অধিবেশন শুরুর আগে এই আন্দোলনের মাধ্যমে দাবি জানানো হবে ১২৫তম সংবিধান সংশোধনী বিল পাস করা, বর্তমান টিটিএএডিসিকে উন্নীত করে টিপরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল গঠন।

এ দুই দফা দাবিতে আগামী ২০ ডিসেম্বরের মধ্যে আন্দোলন জোরদার করা হবে বলে জানান তিনি।

সঙ্গে তিনি আরও উল্লেখ করেন, ককবরক ভাষাকে রোমান লিপিতে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে আগরতলার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান বা অন্য কোনো উপযুক্ত স্থানে কয়েক হাজার কর্মী ও সমর্থক নিয়ে এক বৃহৎ জনসমাবেশের আয়োজন করা হবে। আইপিএফটির এই বৈঠককে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন আলোচনা শুরু হয়েছে।

জলের দাবিতে সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ নভেম্বর।। পানীয় জলের দাবিতে সড়ক অবরোধ করলো স্থানীয়রা। ঘটনা উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন কদমতলা-ধর্মনগর মূল সড়কের লোয়ার গেইট সংলগ্ন এলাকায়।

অবরোধকারীরা জানান, বিগত দুই মাস ধরে বিষ্ণুপুর ৪নং ওয়ার্ডে পানীয় জল নেই।ফলে এই বিষয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে প্রসাশনীক স্তরেও জানিয়ে কোনো ফল হয় নি। এরই রবিবার ফলস্রুতিতে সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ সড়ক অবরোধে বসেন ভুক্ত ভোগী গামবাসীরা। অবরোধ কারীদের অধিকাংশই প্রমিলা বাহিনী। তাদের একটাই দাবি জল চাই। এদিকে,পথ অবরোধের খবর পেয়ে কদমতলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং অবরোধ তুলার চেষ্টা করেও ব্যার্থ হয়।পরে ছুটে যান কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মিহির রঞ্জন নাথ। অপরদিকে, এই সড়ক অবরোধের ফলে পথ চলতি মানুষদের চরম ভুগান্তির শিকার হতে হয়। রাস্তার দুধারে যানবাহনের দীর্ঘ লাইন লেগে যায়।

মন্দিরে দুঃসাহসিক চুরি !

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ নভেম্বর।। চোরের হাত থেকে রক্ষা পেল না মন্দিরের প্রণামী বক্স। আমতলীর লাড্ডু চৌমুহনীস্থিত গৌরক্ষনাথ মন্দিরে ঘটে গেল দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা। মন্দিরের পেছনের বেড়া কেটে ঢুকে চোর

☛৫ এর পাতায় দেখুন

গাঁজা সহ আটক চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ নভেম্বর।। আসামগামী পথে চুরাইবাড়ি নাকা পয়েন্টে রুটিন চেকিং চলাকালীন সন্দেহজনক একটি কুরিয়ার সার্ভিসের বড় কন্টেইনার গাড়ি আটক করে পুলিশ। তল্লাশি চালিয়ে ওই কন্টেইনারের একটি বাক্স থেকে তিনটি প্যাকেটে মোট তিন কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়। সঙ্গে আটক করা হয়েছে গাড়ির চালককেও।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিনের মতোই রুটিন চেকিং চলছিল।

☛৫ এর পাতায় দেখুন

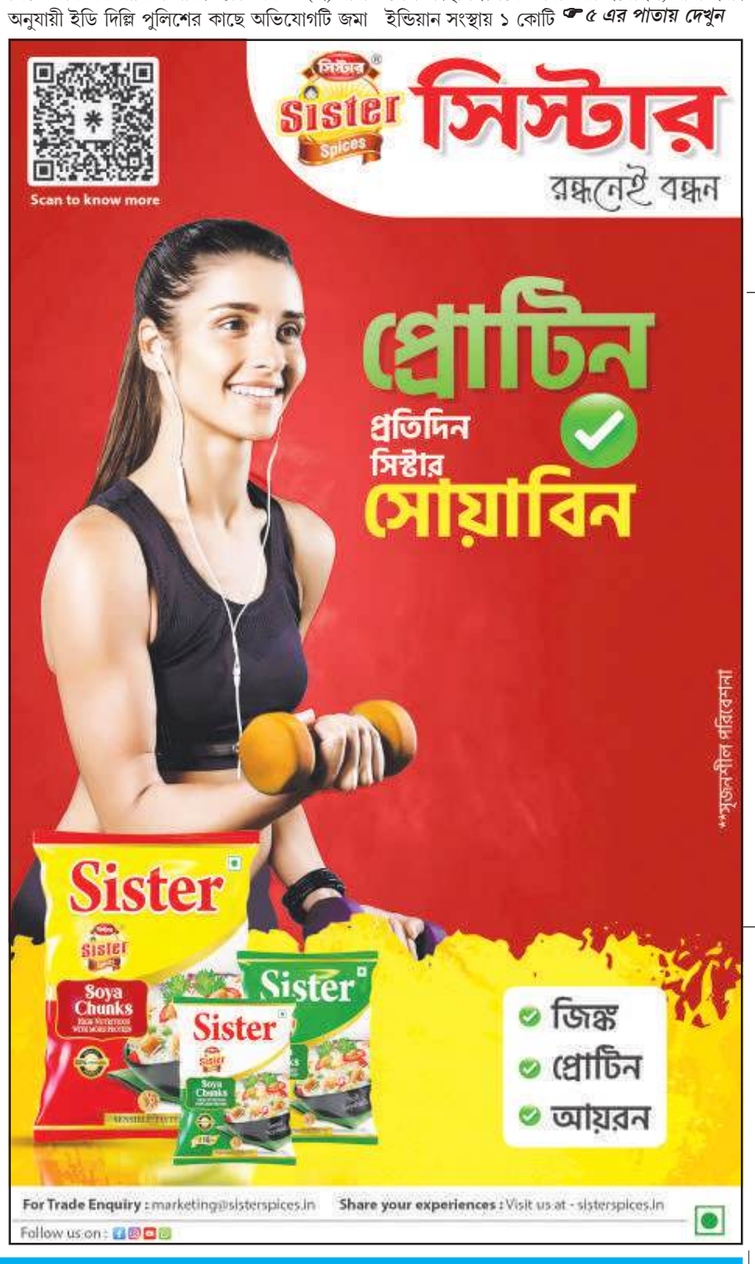

CMYK

Page 1.pmd 1 01-12-2025, 00:20

জাগরণ আগরতলা,১ ডিসেম্বর,২০২৫ইং
১৪ অগ্রহায়ণ, সোমবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

প্লাস্টিক দূষণের কবলে সভ্যতা

প্লাস্টিক দূষণ বর্তমানে ভারতের জন্য একটি মারাত্মক এবং ব্যাপক পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ। এর ব্যাপক ব্যবহার ও অব্যবস্থাপনার কারণে দেশ বিভিন্ন ধরনের সঙ্কটের সম্মুখীন হইতেছে।কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের হিসেব অনুযায়ী, ভারতে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২৬,০০০ টন প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে প্রায় ১০,০০০ টন প্লাস্টিকই সংগ্রহ করা হয় না এবং তা পরিবেশে মিশিয়া যায়।উৎপাদিত প্লাস্টিকের প্রায় ৫০ শতাংশই হল একবার ব্যবহারযোগ্য (যেমন: প্লাস্টিক ব্যাগ, স্ট্র, থালা, কাপ, ফয়েল), যাহা পরিবেশের জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর।প্লাস্টিক বর্জ্যের একটি বিশাল অংশ অপরিশোধিতভাবে খোলা জায়গায় ফেলা হয় (ডাম্পিং) অথবা জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। প্লাস্টিক পোড়ানোর ফলে বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হয়, যাহা পার্শবর্তী মানুষের স্বাস্থ্যের (বিশেষত প্রজনন ও শ্বাসতন্ত্রের) ওপর মারাত্মক ক্ষতি করে।

ভারতের প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার একটি বড় অংশ চলে অসংগঠিত কর্মীদের মাধ্যমে। উন্নত দেশগুলির মতো কার্যকর ও সংগঠিত বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের অভাব একটি বড় সমস্যা। পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব প্লাস্টিক দূষণ প্রকৃতি এবং মানব স্বাস্থ্যের ওপর বহুবিধ নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

জলপথ ও জলাবদ্ধতা: নদী, নালা ও নর্দমায় প্লাস্টিক জমে গিয়ে জলপ্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করে, যা বর্ষাকালে ভয়াবহ জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে।প্লাস্টিক বর্জ্যের শেষ গন্তব্য প্রায়শই হয় সমুদ্র। সামুদ্রিক কচ্ছপ, মাছ ও অন্যান্য প্রাণীরা এই প্লাস্টিককে খাদ্য মনে করিয়া গিলিয়া ফেলে, যাহার ফলে তাহাদের মৃত্যু ঘটে এবং সামগ্রিক সামুদ্রিক প্রতিবেশ বিপন্ন হয়।

মানব সভ্যতার ক্রমউন্নতির সঙ্গে পাল্লা দিয়া প্লাস্টিকের ব্যবহার আমাদের সমাজ জীবনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়াছে। যে কোন কাজে প্লাস্টিককে অপরিহার্য বলিয়াই আমরা ধরিয়া নিয়াছি। ফলশ্রুতিতে প্লাস্টিকের কুপ্রভাব আমাদের সমাজ জীবনে মারাত্মক সংশয়ের সৃষ্টি করিয়াছে। প্লাস্টিকের ব্যবহার অব্যাহত থাকিলে পরিবেশ ভয়ংকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হইবে। মানব সভ্যতাকে টিকাইয়া রাখা রীতিমতো চ্যালেঞ্জের বিষয় হইয়া উঠিবে। বিলম্বে হইলেও দেশের সরকার এবং পরিবেশবিদরা বিষয়টি অনুভব করিতে পারিয়াছেন। সেই কারণেই দেশের সর্বত্র পলিথিন ব্যবহার নিষিদ্ধ করার জন্য প্রয়াস শুরু হইয়াছে। এই প্রয়াসকে সার্বজনীন রূপ দিতে হইবে। অন্যতায় ভয়ংকর পরিণতি হইতে আমরা কোনভাবেই রেহাই পাইব না। উদ্ভূত পরিস্থিতি বিচার বিবেচনা করিয়াই প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহা একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ বলা যাইতে পারে।১জুলাই থেকে সারা দেশের সাথে আমাদের রাজ্যেও ৭৫ মাইক্রনের কম ঘনত্বযুক্ত এবং এক বার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক উৎপাদন, বিপণন, মজুতদার, বিক্রয় এবং ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হইয়াছে। রাজ্যের পরিবেশ দফতরের পক্ষ থেকে আইন ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবারও হুঁশিয়ারি দেওয়া হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। প্লাস্টিকের ক্যারি ব্যাগ আবিষ্কার হইবার আগে বাজার থেকে মাছ বা মাংস আনিবার জন্য ছিল কাপড় বা চটের থলি কিংবা কঞ্চি দিয়া বোনা কলসাকৃতির খালুই, তেল আসত গলায় দড়ি বাঁধা কাচের শিশিতে, আইসক্রিম নামক রঙিন বরফ ধরিবার জন্য থাকত বাঁশের কাঠি। উৎসব-অনুষ্ঠানে পাত পেড়ে খাওয়ার জন্যে পড়ত কলাপাতা, কোথাও বা পদ্মপাতা। গরম ভাত-তরকারির ভাপে আমরে ওঠা সবুজ পাতা থেকে অদ্ভুত সুন্দর গন্ধ ছড়াইত।দৈনন্দিন জীবন যাপনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হইয়া ওঠা প্লাস্টিক জল, বায়ু এবং মাটিকে প্রতিনিয়ত দূষিত করিয়া জল, স্থল, অন্তরিক্ষে বসবাসকারী অসংখ্য প্রাণী-উদ্ভিদের জীবন বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। মাত্রাহীন প্লাস্টিকের ব্যবহার শহুরে নিকাশিব্যবস্থা থেকে শুরু করিয়া বাস্তুতন্ত্রকে পর্যন্ত বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে শুধুমাত্র প্লাস্টিক জমা হইয়া ৬০০ বর্গকিলোমিটার ভাসমান দ্বীপের সৃষ্টি হইয়াছে। মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহার্য বহু সামগ্রীতেই প্লাস্টিকের ব্যবহার প্রায় অপরিহার্য। মগ, বালতি, জলের বোতল থেকে শুরু করিয়া কম্পিউটারের নানা যন্ত্রাংশ, এমনকি কারেন্সি নোটে পর্যন্ত ব্যবহৃত হইতেছে প্লাস্টিক। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ যে পরিসংখ্যান প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে দেখা গিয়াছে, এ দেশের ৬০টি বড় শহরের দৈনিক প্লাস্টিক বর্জ্য সৃষ্টির পরিমাণ প্রায় ২৫৯৪০ টন। প্রশ্ন হইল, শুধুমাত্র এক বার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক বন্ধ হইলেই কি আমরা প্লাস্টিকের কুপ্রভাব থেকে মুক্তি পাইব? প্রশ্নটির প্রাসঙ্গিকতা বুঝিতে বিভিন্ন পণ্যসামগ্রীর মোড়ক হিসেবে ব্যবহৃত প্লাস্টিকের দিকেও নজর ঘোরানো দরকার। 'প্লাস্টিক বর্জ্য নিয়া যখন সারা বিশ্বে 'গেল গেল' রব, তখন ভারতের চিত্রটা কেমন? কয়েক দশক ধরিয়া বেশ কিছু রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্লাস্টিক ব্যবহারের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের চেষ্টা করিয়া যাইতেছে। ৭৫ মাইক্রনের কম ঘনত্বযুক্ত প্লাস্টিক নিষিদ্ধকরণের পাশাপাশি প্লাস্টিক ম্যানেজমেন্টে কিছু উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে।

তবে এ কথাও সত্যি, শুধুমাত্র সরকারের উপর দায় চাপাইয়া হাত ধুইয়া ফেলা যায় না। ব্যাগ নিয়া দোকান-বাজারে যাওয়া কিংবা অনুষ্ঠানে কলাপাতা বা শালপাতার ব্যবহার কী এমন কঠিন কাজ? এ ব্যাপারে নিজেদের সচেতনতাই শেষ কথা। সাধারণ মানুষকে এই ব্যাপারে সচেতন করা সম্ভব না হইলে অদূর ভবিষ্যতেই এর ভয়ংকর পরিণতি আমাদেরকে ভোগ করিতে হইবে। অতএব সাধু সাবধান। এখনো সময় আছে পলিথিনের ভয়ংকর প্রভাব হইতে আমাদেরকে মুক্তির পথ অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই বিষয়ে শুধুমাত্র সরকার কিংবা পরিবেশবিদদের প্রচেষ্টায় যথেষ্ট বলিয়া মনে করি না। দেশের সমস্ত অংশের জনগণকে প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করার জন্য দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করিতে হইবে।

পলিব্যাগ নিষিদ্ধ করা হইলেও রাজ্যের বাজার গুলিতে এখনো পলিব্যাগের ছড়াছড়ি পরিলক্ষিত হইতেছে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ দপ্তর এই ব্যাপারে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া প্রচার করে নিও বাস্তবে ইহার বিন্দু বিসর্গ নজরে আসিতেছে না। আইনি কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিলে কি করিয়া এখনো পলিব্যাগ বাজারে কিভাবে বহাল তবিয়তে রহিয়াছে? এই প্রশ্নের জবাব কেউ দিবেন বলে মনে হয় না। প্রত্যেকেই দায় সারাভাবে দায়িত্ব পালন করিতেছেন। সেই কারণেই পলিব্যাগের কবল হইতে মুক্তি পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

ভারত বিভাজনের সময় জম্মুতে যেভাবে মুসলিমদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছিল

ওয়াকার মুস্তফা

ভারত বিভাজনের সময়, অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে কাশ্মীর উপত্যকায় বাংলা বা পাঞ্জাবের মতো রক্তপাতের কথা শোনা যায়নি। এই সময় ৯৩ দশমিক ৭ শতাংশ মুসলিম জনসংখ্যা অধ্যুষিত কাশ্মীর উপত্যকার সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও জম্মু প্রদেশের পরিস্থিতি কিন্তু একেবারে আলাদা ছিল। জম্মুর রাজনৈতিক কর্মী এবং দৈনিক কাশ্মীর টাইমসের প্রতিষ্ঠাতা এবং সম্পাদক বেদ ভাসিনের বয়স সেই সময় ছিল ১৮ বছর। ২০১৫ সালে প্রয়াত মি. ভাসিনের লেখা থেকে সেই সময়কালের জম্মুর একটা চিত্র পাওয়া যায়। তিনি ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জম্মু বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে "বিভাজনের অভিজ্ঞতা: জম্মু ১৯৪৭" শিরোনামের একটি গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেছিলেন। সেখানে মি. ভাসিন উল্লেখ করেন, 'মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা (ভারত বিভাজনের) ঘোষণার পরপরই জম্মুতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বাড়তে শুরু করে'। 'পুঞ্চে, মহারাজা হরি সিংয়ের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ এবং কর আরোপের কয়েকটা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এক ধরনের অসাম্প্রদায়িক আন্দোলন শুরু হয়েছিল। মহারাজার নেতৃত্বাধীন প্রশাসনের নির্মম বল প্রয়োগ মানুষের আবেগকে উস্কে দেয় এবং এই আন্দোলন অসাম্প্রদায়িক থেকে সাম্প্রদায়িক রূপ নেয়'।

বেদ ভাসিন তার গবেষণাপত্রে উল্লেখ করেছেন, 'মহারাজার নেতৃত্বাধীন প্রশাসন শুধু মুসলিমদের আত্মসমর্পণ করতেই বলেনি, ডোগরা বাহিনীর বিপুল সংখ্যক মুসলিম সৈন্য এবং মুসলিম পুলিশ অফিসারদেরও ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল যাদের আনুগত্য সম্পর্কে তাদের (প্রশাসনের) সন্দেহ ছিল'। মি. ভাসিন ব্যাখ্যা করেছেন কীভাবে জম্মুতে তীব্র সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। তিনি লিখেছেন, 'গুজব ছড়ানো হয়েছিল যে সাম্প্রদায়িক হত্যাযজ্ঞকে ন্যায্য প্রমাণ করতে মুসলিমরা অস্ত্র হাতে তুলে নেবে, তারা হিন্দুদের ওপর আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনা করছে'।

সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে বিসনা, আরএসপুরা, আখনুরের মতো সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ পাকিস্তানের শিয়ালকোট অঞ্চলে চলে এসেছিলেন।

এদিকে, প্রতিবেশী পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে সীমান্ত এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। 'উধমপুর জেলায়, বিশেষত উধমপুর, চেনানি, রামনগর এবং রিয়াসি অঞ্চলে বিপুল সংখ্যক মুসলিমদের হত্যা করা হয়। এমনকি ভাদেরওয়াহতে (উধমপুর থেকে প্রায় ১৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত) বহু মুসলিম ব্যক্তি সাম্প্রদায়িকতার শিকার হয়েছিলেন'। মি. ভাসিনের মতে এই হত্যাকাণ্ডে আরএসএস (রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ)-এর সদস্যরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং তাদের সাহায্য করেছিল সশস্ত্র শিখ শরণার্থীরা, 'যারা হাতে তলোয়ার নিয়ে জম্মুর রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল'। উধমপুর ও ভাদেরওয়াহর দাঙ্গার নেতৃত্ব দেওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ কেউ পরে ন্যাশনাল কনফারেন্সে যোগ দেয় এবং কেউ আবার মন্ত্রী হয়। ছাম্ব, দেবা বাটালা, মানুসার এবং আখনুরের অন্যান্য অংশে বসবাসকারী মুসলিম সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের হত্যার খবর পাওয়া গিয়েছিল যাদের অনেকেই জম্মুর বিভিন্ন অঞ্চলে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

কাঠুয়া জেলায় মুসলিমদের গণহত্যা এবং নারীদের অপহরণ ও ধর্ষণ করা হয়। প্রশাসনের মনোভাব সম্পর্কে মি. ভাসিন বলেন, 'সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড বন্ধ করে শান্তির পরিবেশ গড়ে তোলার পরিবর্তে মহারাজার নেতৃত্বাধীন প্রশাসন সাম্প্রদায়িক গুন্ডাদের সাহায্য করেছে এবং তাদের অস্ত্র দিয়েছে'। তিনি আরো জানিয়েছেন, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার বাইরে বসবাসরত বহু মুসলিম ব্যক্তিকে দাঙ্গাকারীরা নৃশংসভাবে হত্যা করে। শহরে সরকারিভাবে কারফিউ জারি করা সত্ত্বেও অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে অবাধে গাড়িতে চলাচল করছিল দাঙ্গায় সামিল এই লোকজন। বেদ ভাসিন উল্লেখ করেছেন, 'মুসলিমদের চলাচলে বাধা দেওয়ার জন্যই এই কারফিউ জারি করা হয়েছিল'।

এরপর তালাব খাতিকান এলাকায় মুসলিমদের আত্মসমর্পণ করতে বলা হয় এবং শেষপর্যন্ত নির্বিচারে হত্যার ওই ভয়াবহ ঘটনা ঘটে।

তাদের প্রথমে তাদের যোগী গেট পুলিশ লাইনে স্থানান্তরিত করা হয়, যেখানে এখন দিল্লি পাবলিক স্কুল রয়েছে। নিরাপত্তা দেওয়ার বদলে প্রশাসনের তরফে বলা হয়, তারা যেন নিজেদের নিরাপত্তার জন্য পাকিস্তানে চলে যান।

প্রথম ব্যাচে প্রায় ৬০টা লরিতে মুসলমান সম্প্রদায়ের হাজার হাজার মানুষকে বোঝাই করা হয় শিয়ালকোটে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

বিবিসি বাংলার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল ফলো করতে এখানে ক্লিক/ট্যাপ করুন

কী হতে চলেছে তা না জেনেই ওই পরিবারগুলো গাড়িতে উঠে বসে। বেদ ভাসিনের কথায়, 'ওই গাড়িগুলো সেনার নজরদারিতে ছিল। কিন্তু শহরের উপকণ্ঠে জম্মু শিয়ালকোট রোডের চাট্টায় পৌঁছানোর পর বিপুল সংখ্যক আরএসএস-এর লোক এবং শিখ উদ্বাস্তুরা ওই গাড়িগুলোকে নিজেদের কব্জায় নিয়ে নেয়। গাড়িতে সওয়ার ব্যক্তিদের থেকে টেনে বের করে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়'। এই সময় সৈন্যরা হয় হত্যাকাণ্ডে যোগ দিয়েছিল বা দর্শকের ভূমিকায় ছিল। গণহারে হত্যার খবর গোপন রাখা হয়।

একইভাবে পরেরদিন অন্যান্য পরিবারগুলোও আরো একটা গাড়িতে সওয়ার হয়। তাদেরও একই পরিণতি হয়েছিল। যারা কোনোরকমে হত্যাকারীদের হাত থেকে বেঁচে যান, তাদের মধ্যে কেউ কেউ শিয়ালকোটে পৌঁছে নিজেদের সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা শোনান।

এই হত্যাকাণ্ডে নিজেদের ভূমিকার কথা অস্বীকার করে প্রশাসন। এমনকি জম্মুর জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের কোনো পরিকল্পনার বিষয়েও অস্বীকার করে। তবে এই প্রসঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করেন মি. ভাসিন। তৎকালীন প্রশাসনের এক কর্মকর্তা সম্পর্কে তিনি বলেন, 'ভদ্র হওয়া সত্ত্বেও এর পরিণতি কী হতে পারে সে বিষয়ে তিনি আমাকে সতর্ক করেন'। 'তিনি আমাকে প্রথমে বলেন, আমি তোমাকে অপকর্মের জন্য জেলে পাঠাতে পারতাম। কিন্তু যেহেতু তুমি আমার মতো ক্ষত্রিয় এবং এখানে আমার আত্মীয় রয়েছে, তাই আমি শুধু তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি। এখন শান্তি কমিটি গঠন করে শান্তির প্রতিষ্ঠার কাজ করার সময় নয়'। 'হিন্দু ও শিখদের এখন মুসলিম সাম্প্রদায়িকদের হাত থেকে রক্ষা করার সময়, যারা তাদের হত্যা ও পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করে তোলার পরিকল্পনা করছে। আমরা ইতিমধ্যে এক হিন্দু-শিখ ডিফেন্স কমিটি গঠন করেছি। এই কমিটিকে সমর্থন করাই তোমার এবং তোমার সঙ্গীদের পক্ষে ভালো'। ওই কর্মকর্তা মি. ভাসিন এবং তার সঙ্গীদের প্রশিক্ষণ নেওয়ার কথা বলেন। মি. ভাসিন উল্লেখ করেছেন, 'ওই কর্মকর্তা বলেন, আমরা রেহারি এলাকায় হিন্দু ও শিখ ছেলেদের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। তুমি এবং তোমার সঙ্গীরা প্রশিক্ষণে যোগ দিলে ভালো হবে'। 'আমি আমার এক সঙ্গীকে প্রশিক্ষণ শিবিরে পাঠিয়েছিলাম, সে ফিরে এসে জানায় ওই শিবিরে আরএসএস-এর যুবা সদস্য এবং অন্যরা ৩০৩ রাইফেল ব্যবহারের জন্য সৈন্যদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে'। এই হত্যাকাণ্ডে হতাহতের সঠিক সংখ্যা জানা নেই, তবে অনুমান করা হয় এই সংখ্যা ২০ হাজার থেকে দুই লাখ ৩৭ হাজার। এই সময়ে, প্রায় পাঁচ লাখ মানুষ সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তান এবং পাকিস্তান শাসিত কাশ্মীরের কিছু অংশে চলে যান। জম্মুতে মুসলিম জনসংখ্যার অনুপাতে বদল দেখা দেয়। মি. ভাসিন বলেছেন, 'আমার একটা ঘটনা মনে আছে। মেহেরচাঁদ মহাজন (রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী), যিনি জম্মুতে পৌঁছনোর পর প্রাসাদে তার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হিন্দুদের প্রতিনিধি দলকে বলেছিলেন- এখন যেহেতু ক্ষমতা জনগণের কাছে হস্তান্তর করা হচ্ছে, তাদের উচিত সমতা দাবি করা'। 'ন্যাশনাল কনফারেন্সের সঙ্গে যুক্ত এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে জনসংখ্যার অনুপাতে এত বৈষম্য রয়েছে, তারা কীভাবে সমতার দাবি করতে পারে? নিচে রামনগর রাখ (জঙ্গল) এর দিকে ইঙ্গিত করে তিনি (মেহেরচাঁদ) বলেছিলেন- জনসংখ্যাগত গঠনও পরিবর্তন হতে পারে'।

ভারতীয় সাংবাদিক সাঈদ নাকভি তার বই "বিয়িং আদার: মুসলিমস ইন ইন্ডিয়া"তে লিখেছেন, '১৯৪১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, জম্মু প্রদেশের মুসলিম জনসংখ্যা ১ দশমিক ২ মিলিয়নেরও (১২ লাখ) বেশি ছিল এবং ওই প্রদেশের মোট জনসংখ্যা ছিল দুই মিলিয়ন (২০ লাখ)'। 'জম্মু জেলার মোট জনসংখ্যা ছিল ৪ দশমিক ৫ লাখ যার মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ১ দশমিক ৭ লাখ। রাজধানী জম্মুর জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৫০ হাজার যার মধ্যে মুসলিম ১৬ হাজার'। কাশ্মীর টাইমসের নির্বাহী সম্পাদক অনুরাধা জামওয়াল বলেন, জম্মু প্রদেশের ঘটনাবলী থেকে বোঝা যায় যে দেশভাগের জনতাত্ত্বিক গঠন পরিবর্তনের চেষ্টা করা হয়েছিল। ১৯৪৭ সালের গণহত্যার কারণে জম্মু জেলার অনেক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামে শুধু হিন্দু বা শিখ জনগোষ্ঠীই রয়ে গিয়েছিল।

শুধু জম্মু জেলাতেই (যা জম্মু প্রদেশের একটা প্রধান অংশ) মুসলিম জনসংখ্যা ছিল এক লাখ ৫৮ হাজার ৬৩০।

এদিকে ১৯৪১ সালে মোট জনসংখ্যা, অর্থাৎ চার লাখ ২৮ হাজার ৭১৯-এর ৩৭ শতাংশ ছিল মুসলিম সম্প্রদায়। ১৯৬১ সালে মোট জনসংখ্যা পাঁচ লাখ ১৬ হাজার ৯৩২-এর মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ৫১ হাজার ৬৯৩ জন, অর্থাৎ মাত্র ১০ শতাংশ।

"ক্যালকাটা স্টেটসম্যান"-এর সম্পাদক ইয়ান স্টিফেন্স তার বই "পাকিস্তান"-এ লিখেছেন যে 'আগস্ট থেকে ১১ সপ্তাহ ধরে পূর্ব পাঞ্জাব, পাতিয়ালা এবং কাপুরথালায় শুরু হওয়া পদ্ধতিগত নৃশংসতা মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষকে কার্যত নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল'। 'প্রায় দুই লাখ মানুষ নিখোঁজ হন যাদের সম্ভবত হত্যা করা হয়েছিল, মহামারী বা কঠোর আবহাওয়ার কারণে মারা যান। বাকিরা অসহায় অবস্থায় পশ্চিম পাঞ্জাবে পালিয়ে যান'। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সরকারি রেকর্ড অনুযায়ী, ১৯৫১ সালের ছয়ই মার্চ অনুষ্ঠিত ৫৩৪ নম্বর সভায় উল্লেখ করা হয়েছে- 'ভারতের দেশভাগের সঙ্গে সমসাময়িক ভয়াবহ গণহত্যার পরপর মহারাজা এক ধরনের প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন যার মাধ্যমে (টাইমস অফ লন্ডনের বিশেষ সংবাদদাতার ১৯৪৮ সালের দশই অক্টোবর প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুসারে) তার নেতৃত্বে অবশিষ্ট ডোগরা অঞ্চলে ডোগরা বাহিনী, হিন্দু ও শিখদের সাহায্যে পরিকল্পিতভাবে দুই লাখ ৩৭ হাজার মুসলিমকে হয় নির্মূল কর হয় বা তাদের সীমান্ত দিয়ে পাকিস্তানে পালিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়'। ওই একই প্রতিবেদনে এও উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৯৪৭ সালের অক্টোবরে পাঠানদের আক্রমণের পাঁচ দিন আগে এবং মহারাজার ভারতে অন্তর্ভুক্তির নয় দিন আগে এই ঘটনাগুলো ঘটে। হোরেস আলেকজান্ডার ১৯৪৮ সালের ১৬ই জানুয়ারি "দ্য স্পেক্টেটর"-এ উল্লেখ করেছিলেন জম্মুতে নিহত মুসলিমদের সংখ্যা দুই লাখ। বেদ ভাসিনের মতে, জম্মু শহরে তালাব খাতিকান এবং কনক মান্ডির মতো অঞ্চলে বিপুল সংখ্যক মুসলিম জনসংখ্যা ছিল, অন্যদিকে বেশিরভাগই হিন্দুরা থাকতেন। মহারাজার সেনাবাহিনী হিন্দুদের বাড়ির ভেতরে অবস্থান নিয়েছিল এবং সেখান থেকেই তারা মুসলিম বাসিন্দাদের ওপর গুলি চালায়। তিনি উল্লেখ করেছেন, আরএসএস লোকেরা এবং এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত অন্য ব্যক্তিরা শিশু এবং নারীদেরও রেহাই দেয়নি। নারীদের ধর্ষণ করা হয় এবং শিশু ও পুরুষদের হত্যা করা হয়। তবে মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা বিভাজন ছিল। মুসলিমদের একটা অংশ মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল এবং তাই তারা সুরক্ষিত ছিল। বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন দরিদ্র মুসলমানরা।

১৯৪৭ সালের ২৪শে অক্টোবর করাচীর সংবাদপত্র "ডেলি গেজেট"-এর সংখ্যায় কাশ্মীর টাইমসের হিন্দু সম্পাদক জি কে রেড্ডি বলেছিলেন, 'নিরস্ত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে ডোগরায় যে সহিংসতার উন্মাদ নগ্ন নৃত্য চলেছে তা যে কোনো মানুষকে বিব্রত করবে। আমি দেখেছি কীভাবে নৃশংসতা চালানো এই লোকগুলো এবং সৈন্যদের সশস্ত্র দল পাকিস্তানের উদ্দেশে রওনা হওয়া অসহায় মুসলিম শরণার্থীদের গুলি করেছে এবং তাদের টুকরো টুকরো করে ফেলেছে...'। 'জম্মুর যে হোটেল রুমে আমাকে আটক করা হয়েছিল, সেখান থেকে আমি এক রাতে ২৬টা গ্রাম পুড়িয়ে ফেলার কথা শুনেছি এবং আশেপাশের শরণার্থী শিবির থেকে সারা রাত ধরে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের শব্দ শোনা যাচ্ছিল'। ব্রিটিশ কূটনীতিক সিবি ডিউকও একই কথা বলেছেন যিনি অক্টোবর মাসে ওই অঞ্চল পরিদর্শন করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী ১৯৪৭ সালের ২৫শে ডিসেম্বর জম্মুর পরিস্থিতি সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন। সাঈদ নাকভি তার সংকলিত লেখার ৯০ তম খণ্ড থেকে উদ্ধৃত করেছেন, 'জম্মুর হিন্দু, শিখ এবং বাইরে থেকে আসা লোকেরা মুসলমানদের হত্যা করেছিল। সেখানে যা ঘটছে তার জন্য দায়ী কাশ্মীরের মহারাজা'।

মি. ভাসিনের মতে, জম্মুতে যে সাম্প্রদায়িক হিংসা হয়েছে তা একতরফা ছিল না। এই অঞ্চলের কিছু অংশে, বিশেষত রাজৌরি, মিরপুর এবং বর্তমানে পাকিস্তান শাসিত অঞ্চলে বিপুল সংখ্যক হিন্দু ও শিখকেও হত্যা করা হয়। কিন্তু এটাও বাস্তব যে আরএসএস- এর দ্বারা মুসলমানদের গণহত্যার নেপথ্যে সেখানকার প্রশাসনের স্পষ্ট সমর্থন ছিল।। আমস্টার্ডাম ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল হিস্ট্রির ফেলো ইদ্রিস কান্ট ১৯৪০-এর দশকের কাশ্মীরের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেছেন। তিনি বলেন, ডোগরা সরকার এই ঘটনার নথি নষ্ট করে দেশভাগের সময়কার এই ভয়াবহ গণহত্যাকে চাপা সমন্বিত চেষ্টা চালিয়েছিল। "দ্য হিস্টোরিক্যাল রিয়েলিটি অফ দ্য কাশ্মীর ডিসপিউট" বইয়ের লেখক পিজি রসুলের মতে, ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ও কাশ্মীরি নেতা শেখ আবদুল্লাহ যখন জম্মুতে মুসলিমদের এক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে দেখা করেন তখন তাদের এই "মর্মান্তিক ঘটনা" সম্পর্কে জানানো হয়েছিল। কিন্তু তখন তারা নীরব ছিলেন।

মি. রসুল বলেছেন, 'নিশ্চয়ই তারা ভেবেছিলেন কাশ্মীর হারালেও জম্মু তাদের হাতে থাকা উচিত এবং এর একমাত্র উপায় হলো সেখানে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা'। বেদ ভাসিনের মতে মহারাজার ভীম্বের সফরের পরে, পুঞ্চের কিছু অঞ্চলে যেমন পালান্দারি, বাগ এবং সুধৌতিতে গণহত্যা চালানো হয়। এরপরই ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লড়া সৈন্যরা মহারাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করেন। এই হত্যাকাণ্ডের ফলে সদ্য স্বাধীন দুই দেশ- ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধসহ বেশ কয়েকটা ঘটনার সূত্রপাত ঘটায়। এইভাবে কাশ্মীর নিয়ে সংঘাতেরও সূত্রপাত হয়। জম্মু হত্যাকাণ্ডের পাঁচ দিন পরে, পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (বর্তমানে খাইবার পাখতুনখোয়া) থেকে উপজাতি মিলিশিয়ারা কাশ্মীর আক্রমণ করে। জম্মুর অনেক মুসলিম পারিবারিক সম্পর্ক ছিল কাশ্মীরের সঙ্গে। উপজাতি বাহিনী কাশ্মীরের দিকে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডোগরা সেনাবাহিনী জম্মুর দিকে পালিয়ে যায়। হরি সিং দিল্লির সঙ্গে ইনস্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাকশন স্বাক্ষর করেন। এরপর ওই উপজাতি বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য দিল্লি থেকে সেনা পাঠানো হয়। কয়েক সপ্তাহ ধরে চলা এই লড়াই শেষ পর্যন্ত প্রথম ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের দিকে পরিচালিত হয়। এরপর ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে দিল্লি এবং ইসলামাবাদ যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়। সেই সময় জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য দুই দেশের মধ্যে বিভক্ত ছিল। তবে দুই দিকের কাশ্মীরিরাই ছয়ই নভেম্বর এই হত্যাকাণ্ডকে স্মরণ করেন।

ইতিহাসের হাতছানি নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাংলার হরপ্পা

কলকাতার কাছেই এক পৌরাণিক সৌধের ধ্বংসাবশেষ চন্দ্রকেতুগড়। এখানে মেলে চতুর্থ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের প্রাক মৌর্য যুগের নিদর্শন। উত্তর ২৪ পরগণার বেড়াচাঁপায় 'চন্দ্রকেতুগড়' তারই প্রমাণ। এটি বরাহমিহিরের ঢিপি নামেও পরিচিত। এটি আসলে ছিল এক বিশাল দুর্গ বেষ্টিত শহর। অনেকটা হরপ্পা মহেঞ্জোদারোর মতো। এটি খুব বেশি দিন আগে আবিস্কার হয়নি। ৬৫ বছর আগে আবিস্কার হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ সংগ্রহশালা ১৯৫৬-৫৭ সালে এখানে খনন কার্য চালান। উদ্ধার হয় খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর প্রাক মৌর্য যুগ থেকে দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দের পাল সাম্রাজ্যের সময়কাল পর্যন্ত বিশাল সময়ের ইতিহাস। খোঁজ মেলে সেই সময়ের সংস্কৃতির প্রমাণ। মেলে এর বিশাল ধ্বংসাবশেষের ইতিহাস, যা এক নিদর্শন হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

খনন কার্যে উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারটি ছিল একটি উত্তরমুখী বহুভুজাকৃতি ইটের মন্দির। মন্দিরিটির তিনদিকে প্রক্ষিপ্ত অংশ এবং এটি একটি বর্গাকার দালানে যুক্ত। প্রথমে গুপ্ত যুগের ভাবা হলেও মন্দিরটির নকশা, স্থাপত্যশিল্প ও সজ্জা পরিকল্পনা দেখে পরে এটি পাল যুগের বলে ধারণা করা হয়। খননকার্যের ফলে মাটির নিচ থেকে বুদ্ধের প্রতিমূর্তি, স্তূপ, পোড়ামাটির ফলক যাতে বুদ্ধ ও জাতকের গল্প প্রতিফলিত, মুদ্রা, পোড়ামাটির শিলমোহর, পৌরাণিক সময়ের বিভিন্ন ধরণের পুঁতি প্রভৃতি প্রত্ন সামগ্রী পাওয়া যায়। এই স্তূপটিকে ১৯৬৩তে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সৌধ ঘোষণা করা হয়।

অনেক ঐতিহাসিকের মতে গ্রীক দার্শনিক টলেমির বর্ণিত পৌরাণিক রাজ্য 'গঙ্গারিদাই' এর অংশ ছিল এই চন্দ্রকেতুগড় ও তার আশেপাশের অঞ্চল। মৌর্য যুগ থেকে শুরু করে শুঙ্গ, কুষান, গুপ্ত ও পরবর্তীকেলের পাল রাজত্বের ইতিহাসের সাক্ষী এই চন্দ্রকেতুগড়। গুপ্ত সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত ২ বা বিক্রমাদিত্যের সভার নবগ্রহের অন্যতম জ্যোতির্বিজ্ঞানী বরাহমিহির এবং কিংবদন্তী ভবিষ্যতদ্রষ্টা ও বাঙালি কবি খনার নাম জড়িত এই ঐতিহাসিক স্তূপের সাথে। খননকার্য্যের ফলে এই দুজনের নাম খোদিত একটি ফলক আবিষ্কৃত হয় ধ্বংসাবশেষের মধ্যে থেকে। কলকাতা থেকে অর্ধদিবসেই দেখে নেওয়া যায় চন্দ্রকেতুগড়। এই স্থানকে 'বাংলার হরপ্পা' বলাই যায়। বস্তুত কিছু সুপ্রাচীনকালের ইটের দেওয়াল ও ধ্বংসাবশেষ ছাড়া এখানে আজ দেখার কিছুই নেই। একপাশে সম্ভবত খনন কার্যের ফলে শিকড় উপড়ে পড়া দুটি প্রাচীন মহীরুহ। এই জায়গা শুধুমাত্র ইতিহাস প্রেমী ও প্রত্নতত্ত্বে উৎসাহীদের জন্য। চন্দ্রকেতুগড়ের ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব অপরিসীম। সেরকম মন নিয়ে গেলে একাকী এককোণে বসে ইটের দেওয়ালের ধ্বংসাবশেষের মাঝে শোনা যায় ইতিহাসের ফিসফাস।

বর্তমানে এই সৌধের চারপাশে গজিয়ে উঠেছে বাড়িঘর, দোকানপাট, লোকালয়। পরিখার বাইরের রাস্তা দিয়ে অনবরত যান চলাচল। পরিখা দিয়ে ঘেরা হলেও এই সৌধে প্রবেশ অবাধ। এমন এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থলকে হয়ত আরেকটু যত্ন নিয়ে আরো আকর্ষণীয় করে তোলা সম্ভব। বারাসাত থেকে টাকি রোড ধরে বেড়াচাঁপা তথা চন্দ্রকেতুগড়ের দূরত্ব ২৩ কিমি। মূল রাস্তা থেকে ১ মিনিটের হাঁটা পথে পরিখা ঘেরা এই প্রাচীন স্তূপ। সড়ক পথ ছাড়াও শিয়ালদা থেকে হাসনাবাদ লোকালে চড়ে হাড়োয়া রোড স্টেশনে নেমে সেখান থেকে অটোয় ১০ মিনিটে পৌঁছনো যায় বেড়াচাঁপা তথা চন্দ্রকেতুগড়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার আগরতলায় রাজভবনে একটি অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার সূচনা করেন রাজ্যপাল নাল্লু।

রাজনীতি অর্থনীতিকে ছাপিয়ে যাচ্ছে বাণিজ্যিক টানাপড়েনের মাঝে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পরোক্ষ বার্তা দিলেন এস জয়শঙ্কর

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : কলকাতায় ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (আইআইএম) কলকাতা থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট গ্রহণের পর শনিবার বক্তব্য দিতে গিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর স্পষ্ট বার্তা দিলেন যে বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি অত্যন্ত অনিশ্চিত, যেখানে ''রাজনীতি ক্রমশ অর্থনীতিকে ছাপিয়ে যাচ্ছে''। তাঁর মন্তব্যে পরোক্ষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি কড়া ইঙ্গিত লক্ষ্য করা গেছে, বিশেষ করে সাম্প্রতিক বাণিজ্যিক দ্বন্দ্ব এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বারা ভারতের পণ্যে ৫০ শতাংশ হারে আরোপিত উচ্চ শুল্কের প্রেক্ষিতে।

জয়শঙ্কর বলেন, ''এটি এমন একটি সময়, যেখানে রাজনীতি ক্রমে অর্থনীতিকে ছাপিয়ে যাচ্ছেএটি কোনও শব্দখেলা নয়। এমন অনিশ্চিত বিশ্বে আমাদের জাতীয় প্রয়োজন মেটাতে সরবরাহ উৎসকে ক্রমাগত বহুমুখী করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।''

তিনি জানান, দীর্ঘদিন ধরে যেভাবে যুক্তরাষ্ট্র বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্যতম ভিত্তি ছিল, তা এখন দ্রুত বদলাচ্ছে। ''মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন একাধিক দেশের সঙ্গে পৃথকভাবে দ্বিপাক্ষিক ভিত্তিতে নতুন নিয়মে সংলাপ চালাচ্ছে,'' মন্তব্য করেন তিনি। ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলমান বাণিজ্য আলোচনায় ইদানীং গতি কিছুটা মন্থর হলেও আশাবাদ কিন্তু অটুট রয়েছে। বর্তমানে দুই দেশ পৃথক দুটি বাণিজ্যিক ট্র্যাক ধরে আলোচনা এগিয়ে নিচ্ছেএকটি উচ্চ শুল্ক সংক্রান্ত সমস্যাগুলি সমাধান করতে এবং অন্যটি একটি সামগ্রিক বাণিজ্য চুক্তির কাঠামো তৈরি করার লক্ষ্যে। যদিও মতভেদ এখনও বিদ্যমান, সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি প্রত্যাশার তুলনায় কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সরকারি সূত্রগুলির দাবি, ভারত ৫০ শতাংশ মার্কিন শুল্কের সবচেয়ে গুরুতর প্রভাব থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে এবং এখন আরও অনুকূল চুক্তির জন্য অপেক্ষা করতে প্রস্তুত।

বর্তমানে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ১৯১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে বাজার প্রবেশাধিকার ও পেশাগত গতিশীলতা প্রসঙ্গ। যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় কৃষি ও হাই-টেক খাতে বৃহত্তর বাজার প্রবেশাধিকার দাবি করছে, অন্যদিকে ভারত চাইছে তার পেশাজীবীদের জন্য ভিসা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সহজতর সুযোগের পাশাপাশি ডিজিটাল বাণিজ্য ও তথ্যপ্রবাহ সংক্রান্ত স্পষ্ট নিয়মাবলী।

চীনের আচরণ নিয়েও সরাসরি মন্তব্য করেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। তাঁর মতে, চীন বহুদিন ধরেই নিজস্ব নিয়মে চলেছে এবং এখনও সেই পথেই রয়েছে, ফলে বৈশ্বিক ব্যবস্থার ভাঙন আরও গভীর হচ্ছে। তিনি বলেন, গ্লোবালাইজেশন, বিভাজন এবং সরবরাহ অনিশ্চয়তার চাপের ফলে বিশ্বের বহু দেশ কৌশলগতভাবে প্রতিটি দিক সামলে নেওয়ার নীতি গ্রহণ করছে।

তিনি জানান, ভারত বর্তমানে দ্রুত শিল্পভিত্তি শক্তিশালী করার পথে এগোচ্ছে। আধুনিক উৎপাদন খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সেমিকন্ডাক্টর, বৈদ্যুতিক গাড়ি, ড্রোন ও বায়ো-সায়েন্সের মতো আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর খাতে সম্প্রসারণ চলছে। পাশাপাশি পরিবহন, শক্তি ও বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে বড় পরিসরে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটছে। জয়শঙ্করের মতে, বিশ্বব্যাপী মোট উৎপাদনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বর্তমানে চীনে কেন্দ্রীভূত, ফলে সংঘাত ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সরবরাহ শৃঙ্খলের বিপদ বাড়ছে এবং তাই সরবরাহ ব্যবস্থায় স্থিতিস্থাপকতা তৈরি এখন অত্যাবশ্যক।

তিনি আরও বলেন, ভারত ২০৪৭ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশ হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এগোচ্ছে এবং এই প্রেক্ষিতে পররাষ্ট্র নীতি এখন আর নিষ্ক্রিয় নয়, বরং সক্রিয় ও কৌশলগত। জয়শঙ্কর জোর দিয়ে বলেন, একটি প্রধান শক্তি হিসেবে ভারতের জন্য দৃঢ় শিল্পভিত্তি তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি এবং উন্নত প্রযুক্তি খাতে নেতৃত্ব নিশ্চিত করার মাধ্যমেই সেই লক্ষ্য অর্জিত হবে।

তিনি ইঙ্গিত দেন, বর্তমান বিশ্বে অর্থনীতির তুলনায় রাজনীতি অধিক প্রভাব বিস্তার করছে। ভারত তার সরবরাহ উৎসকে বহুমুখী করার পথে অগ্রসর হচ্ছে এবং বাণিজ্যিক চাপ থাকা সত্ত্বেও ধৈর্য্য ও কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রেখে আলোচনায় এগিয়ে যাচ্ছে। আত্মনির্ভরতা ও শক্তিশালী শিল্পভিত্তি গড়ার মধ্য দিয়েই ভারত ভবিষ্যতে একটি প্রধান বৈশ্বিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।

'স্বদেশীকে শক্তি, ক্রীড়া ও কৃষিতে আত্মনির্ভরতা' মন কি বাতে বহুমুখী উন্নয়নের বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার তাঁর মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'-এর ১২৮তম পর্বে দেশবাসীর প্রতি পুনরায় ''ভোকাল ফর লোকাল'' আন্দোলনকে আরও জোরদার করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, উৎসবের মরসুমে দেশীয় পণ্যের প্রতি মানুষের আগ্রহ বেড়েছে, যা স্বদেশী চেতনার এক ইতিবাচক প্রতিফলন। প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, সাম্প্রতিক জি---২০ সম্মেলনে তিনি যে উপহারগুলি বিশ্বনেতাদের প্রদান করেছিলেন, তার প্রতিটিই ভারতের স্থানীয় শিল্প ও কারুশিল্পের অনন্য নিদর্শন। দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপতির উদ্দেশে চোলা যুগ অনুপ্রাণিত ব্রোঞ্জ নির্মিত নটরাজ মূর্তি, কানাডার প্রধানমন্ত্রীকে উদয়পুরের রূপোর ঘোড়া, জাপানের প্রধানমন্ত্রীকে তেলেঙ্গানার রূপোর বুদ্ধ মূর্তি, ইতালির প্রধানমন্ত্রীকে করিমনগরের রূপোর আয়না এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীকে কেরালার পিতলের উড়লি প্রদান করেন তিনি। মোদী বলেন, এসব উপহারের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় শিল্প, হস্তশিল্প এবং স্থানীয় কারিগরদের দক্ষতাকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরা। তিনি আরও জানান, তরুণ প্রজন্মসহ সচেতন নাগরিকদের উদ্যোগে দেশীয় পণ্য ক্রয় ও বিক্রয়ের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বড়দিন ও নববর্ষ উপলক্ষে দেশবাসীকে অনুরোধ জানিয়ে তিনি বলেন, ''দেশে যা তৈরি হয় তাই কিনুন, এবং যে জিনিসে দেশের নাগরিকের পরিশ্রমের ছাপ আছে তাই বিক্রি করুন।''

এদিন প্রধানমন্ত্রী ভারতের খেলাধুলার দ্রুত অগ্রগতির দিকেও আলোকপাত করেন। তিনি জানান, গত মাসটি ভারতের খেলাধুলার জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। ভারতীয় মহিলা দল আইসিসি মহিলা বিশ্বকাপ জিতে দেশের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। একই সঙ্গে টোকিওতে অনুষ্ঠিত ডেফ অলিম্পিকে ভারত ২০টি পদক অর্জন করে ইতিহাস গড়ে। এছাড়া ভারতের মহিলা দল কাবাডি বিশ্বকাপ জেতে এবং বিশ্ব বক্সিং কাপ ফাইনালে ভারতীয় বক্সাররাও ২০টি পদক লাভ করে। মোদী বিশেষভাবে প্রশংসা করেন মহিলা ব্লাইন্ড ক্রিকেট দলের, যারা গোটা টুর্নামেন্টে অপরাজিত থেকে বিশ্বকাপ জিতেছে। তিনি বলেন, দলটির মানসিক দৃঢ়তা ও সাফল্য সমগ্র দেশের অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, দেশে এখন ম্যারাথন, সাইক্লিং ও অন্যান্য সহনশীলতা—ভিত্তিক খেলাধুলার জনপ্রিয়তা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে প্রতি মাসে দেশে ১,৫০০---রও বেশি এ ধরনের ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। সম্প্রতি গোয়ায় অনুষ্ঠিত আয়রনম্যান ট্রায়াথলনকে তিনি ভারতের ফিটনেস---কেন্দ্রিক আগ্রহের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করেন। এছাড়াও ''ফিট ইন্ডিয়া সানডেস অন সাইকেল''---এর মতো গণ—ফিটনেস উদ্যোগও ব্যাপক জনপ্রিয়তা পাচ্ছে বলে জানান তিনি।

'মন কি বাত'---এর বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী ভারতের শীতকালীন পর্যটনের সম্ভাবনার দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, বহু দেশ শীতকালীন খেলাধুলা যেমন স্কিইং, স্নো---বোর্ডিং, ট্রেকিং, আইস---স্কেটিং-এর উপর ভিত্তি করে শক্তিশালী পর্যটন ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলেছে, আর ভারতও তার বৈচিত্র্যময় পাহাড়ি ভূপ্রকৃতির কারণে সে পথে এগোতে সক্ষম। বিশেষ করে উত্তরাখণ্ডে আউলি, মুন্সয়ারি, চোপতা ও দেউরা অঞ্চলে পর্যটকদের আগ্রহ ক্রমশ বাড়ছে। পিথোরাগড় জেলার আদি কৈলাশে সম্প্রতি ১৪,৫০০ ফুট উচ্চতায় অনুষ্ঠিত উচ্চ---অঞ্চল আল্ট্রা রান ম্যারাথনে দেশের ১৮টি রাজ্য থেকে ৭৫০---রও বেশি ক্রীড়াবিদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য বলে জানান তিনি। তিন বছর আগে যেখানে এই অঞ্চলে পর্যটকদের সংখ্যা ছিল ২,০০০—এরও কম, বর্তমানে তা বেড়ে ৩০,০০০ ছাড়িয়েছে। মোদী আরও জানান, আগামী সপ্তাহগুলিতে উত্তরাখণ্ডে উইন্টার গেমস অনুষ্ঠিত হবে এবং স্কিইং ও স্নো—বোর্ডিং---সহ বিভিন্ন বরফ---ভিত্তিক খেলার প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। পর্যটন বৃদ্ধির পেছনে রাজ্যের সংযোগব্যবস্থা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও নতুন হোমস্টে নীতির ভূমিকা রয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। এছাড়া পাহাড়ি রাজ্যগুলিতে গঙ্গার তীরে ডেস্টিনেশন ওয়েডিং---এর প্রবণতাও সাম্প্রতিক সময়ে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি দেশবাসীকে আহ্বান জানান, শীতকালীন ছুটিতে হিমালয় অঞ্চলকে ভ্রমণের পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করতে।

প্রধানমন্ত্রী এদিন জানান, গত কয়েক বছরে ভারতে মধু উৎপাদনের হার প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। বর্তমানে দেশে বছরে ১.৫ লক্ষ মেট্রিক টনের বেশি মধু উৎপাদিত হয়, যা ১১ বছর আগে ছিল মাত্র ৭৬,০০০ মেট্রিক টন। পাশাপাশি মধু রপ্তানিও তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি জানান, জম্মু—কাশ্মীরের রামবন সুলাইয়ের বন্য তুলসি থেকে তৈরি মধু ওজ্জ ট্যাগ পাওয়ার পর ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। দক্ষিণ কন্নড় জেলার গ্রামজন্য সংগঠন আধুনিক প্রক্রিয়াকরণ ও ট্র্যাকিং কেন্দ্র স্থাপন করে ইতিমধ্যেই ২,৫০০—রও বেশি কৃষককে উপকৃত করেছে। কর্নাটকের তুমি কুরু জেলায় শিবগঙ্গা কলঞ্জিয়া কৃষকদের মৌ বাক্স বিতরণ করে সম্মিলিতভাবে মধু আহরণ ও বিপণনে সহায়তা করছে। প্রধানমন্ত্রী নাগাল্যান্ডের খিয়ামনি—ইয়াঙ্গান উপজাতির প্রচলিত ক্লিফ—হানি সংগ্রহের ঐতিহ্যকেও প্রশংসা করেন। তিনি জানান, খাদি অ্যান্ড ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রিজ কমিশনের 'হানি মিশন'---এর আওতায় এখনও পর্যন্ত ২.২৫ লক্ষেরও বেশি মৌ বাক্স বি

লালু প্রসাদ যাদবের 'ওপেন ডোর' রাজনীতি থেকে সরে আসা, নতুন বাসভবনে কঠোর নিয়মে প্রবেশ পরিবর্তনের সংকেত রাজনীতিতে

পটনা, ৩০ নভেম্বর : দীর্ঘদিন ধরে বিহারের রাজনীতিতে গণসংযোগের প্রতীক হিসেবে পরিচিত ছিল আরজেডি প্রধান লালু প্রসাদ যাদবের বাসভবন। কখনও মুখ্যমন্ত্রীর আবাস ১, অ্যানি মার্গ, আবার কখনও পারিবারিক রাজনৈতিক কেন্দ্র ১০, সার্কুলার রোডসর্বত্র ছিল সাধারণ মানুষ, সাংবাদিক, দলীয় কর্মী, এমনকি গ্রামের লোকদেরও অবাধ আনাগোনা। তবে সেই অধ্যায়ের অবসান ঘটতে চলেছে।

জানা গেছে, লালু যাদব এখন এমন এক নতুন বাসভবনে স্থানান্তরিত হয়েছেন যেখানে প্রবেশের ক্ষেত্রে কড়া নিয়ম চালু হয়েছে। পূর্বনির্ধারিত সাক্ষাৎ ছাড়া কারও প্রবেশাধিকার নেই। হঠাৎ আসা বৈঠক এড়ানো হচ্ছে, দর্শকদের স্ক্রিনিং করা হচ্ছে, এমনকি দলীয় নেতা-কর্মীদেরও আগে থেকে অনুমতি নিতে হচ্ছে।

নতুন বাসভবনে লালু যাদবের স্বাস্থ্য ও সুস্থতা সবার আগে গুরুত্ব পাচ্ছে। নিয়মিত মেডিক্যাল টিম তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিচ্ছে। বাড়ির পরিবেশ রাখা হচ্ছে শান্ত ও নিরিবিলি, রাজনৈতিক আলোচনা সীমিত করা হয়েছে সময় এবং পরিসরে।

মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন ১, অ্যানি মার্গ কার্যত পরিণত হয়েছিল জনঅভিযোগ কেন্দ্রে। বিহারের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ দৈনিক হাজির হতেন, সাংবাদিকরা সকাল থেকে অপেক্ষা করতেন, আর মন্ত্রীদের প্রবেশাধিকার ছিল নির্বিঘ্ন। পরে ১০, সার্কুলার রোড হয়ে ওঠে রাজনীতির প্রধান কেন্দ্র, বিশেষ করে যখন রাবড়ি দেবী মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন। উৎসব মানেই ছিল রাজনৈতিক সমাবেশ। সমর্থকদের রাত কাটানোও ছিল নিত্যনৈমিত্তিক।

নতুন বাড়ির কাঠামোগত শৃঙ্খলা আরজেডি-র রাজনৈতিক পরিবর্তনেরও প্রতীক। দলীয় দৈনন্দিন কাজ, জোট আলোচনা এবং কৌশলগত বৈঠক এখন মূলত বিরোধী নেতা তেজস্বী যাদবই পরিচালনা করছেন। যদিও লালু যাদব এখনও দলের ভাবাদর্শ ও আবেগের কেন্দ্রবিন্দু, তবুও বাস্তবিক দায়িত্ব এখন যুব নেতৃত্বের হাতে।

বহু প্রবীণ কর্মীর কাছে এই পরিবর্তন আবেগময়। গণমানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগে বিশ্বাসী নেতা আজ বয়স, স্বাস্থ্য ও আইনগত সীমাবদ্ধতার কারণে অপেক্ষাকৃত নিভৃতবাসে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, বিহারের গণভিত্তিক রাজনীতির এক যুগের পরিসমাপ্তির পথে এটি।

রাজনৈতিক মহলের মতে, লালু যাদবের নতুন বাসভবন শুধু ঠিকানার পরিবর্তন নয়এটি বিহারের রাজনীতিতে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে নেতৃত্ব হস্তান্তরের প্রতীক।

মোদী : আত্মনির্ভরতার পথে ভারতীয় নৌসেনা, আইএনএস মাহে জাতীয় গৌরবের প্রতীক

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'মন কি বাত'—এর ১২৮তম পর্বে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জানান, সম্প্রতি মুম্বইয়ে ভারতীয় নৌসেনায় অন্তর্ভুক্ত আইএনএস মাহে দেশের আত্মনির্ভরতার পথে নৌসেনার দ্রুত অগ্রগতির প্রতিফলন। তিনি এই ঘটনাকে জাতীয় গর্বের বিষয় বলে উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী জানান, আইএনএস মাহে সম্পূর্ণ দেশীয় নকশায় তৈরি, যা ভারতীয় প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিতে এক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। জাহাজটির নাম পুদুচেরির মাহে অঞ্চলের ঐতিহাসিক গুরুত্বকে তুলে ধরে। তিনি আরও জানান, কেরল ও তামিলনাড়ুর বহু মানুষ লক্ষ্য করেছেন যে জাহাজের ক্রেস্টটি দেখতে অনেকটা কলারিপায়ট্টুর ঐতিহ্যবাহী উরুমি তলোয়ারের মতো।মোদী বলেন, আসন্ন ৪ ডিসেম্বর নৌসেনা দিবস উদযাপন দেশের নৌসেনার সাহস ও অসীম ত্যাগকে সম্মান জানাবার এক সুবর্ণ সুযোগ। প্রধানমন্ত্রী সাধারণ মানুষকে ভারতের নৌসেনা ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত জাদুঘর ও ঐতিহাসিক স্থানে ভ্রমণের আবেদন জানান। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন আইএনএস খুখরি স্মৃতিসৌধ ও জাদুঘর (দিউ), নেভাল এভিয়েশন মিউজিয়াম (গোয়া), ইন্ডিয়ান নেভাল মেরিটাইম মিউজিয়াম ---আইএনএস দ্রোণাচার্য (কোচি), সমুদ্রিকা নেভাল মেরিন মিউজিয়াম (পোর্ট ব্লেয়ার), ওয়ারশিপ মিউজিয়াম (কারওয়ার), বিশাখাপত্তনমের বিভিন্ন নৌসেনা জাদুঘর আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্যে আইএনএস মাহের অন্তর্ভুক্তি শুধু প্রযুক্তিগত সাফল্য নয়, বরং দেশের ঐতিহ্য, ক্ষমতা ও উদ্ভাবনী শক্তির

ডিওয়াইএফআই ও টিওয়াইএফ-এর উদ্যোগে রক্তদান শিবির

আগরতলা, ৩০ নভেম্বর : ডিওয়াইএফআই এবং টিওয়াইএফ-এর আগরতলা অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে ছাত্র-যুব ভবনে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরী, ডিওয়াইএফআই আগরতলা অঞ্চল কমিটির সম্পাদক রাজীব সাহা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রক্তদান মানবিকতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। জরুরি মুহূর্তে একজন রক্তদাতার দান করা রক্ত একটি মানুষকে নতুন জীবন দিতে পারে। দেশজুড়ে রক্তের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে, বিশেষত দুর্ঘটনা, অপারেশন ইত্যাদির ক্ষেত্রে রোগীদের জন্য রক্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে রক্তদাতাদের সাথে কথা বলেন এবং তাদের এই মহৎ কাজে উৎসাহিত করেন। তিনি বলেন, রক্তদান শুধু সামাজিক দায়বদ্ধতা নয়, এটি মানবিকতার পরিচয়। সুস্থ নাগরিকদের নিয়মিত রক্তদান করা উচিত। এ ধরনের উদ্যোগ যুবসমাজকে দায়িত্বশীল হতে সহায়তা করে।

শিবিরে বহু যুবক-যুবতী রক্তদান করেন এবং জানান, ভবিষ্যতেও এমন মানবিক কাজে তারা অংশগ্রহণ করবেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে নিয়মিতভাবে এ ধরনের স্বাস্থ্যসেবামূলক উদ্যোগ গ্রহণ করার বার্তা দেওয়া হয়েছে। আয়োজকদের তরফে আগামী দিনগুলিতেও রক্তদান শিবির চালিয়ে যাওয়ার আশ্বাস প্রদান করা হয়েছে।

Prof. (Dr.) Manik Saha
CHIEF MINISTER OF TRIPURA
AGARTALA - 799010

"বিশ্ব এইডস দিবস" উপলক্ষ্যে আবেদন

প্রতি বছর ১ ডিসেম্বর সারা পৃথিবীজুড়ে পালিত হয় 'বিশ্ব এইডস দিবস'। আমাদের দেশ এবং রাজ্যেও প্রতি বছর এই দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে পালিত হয়ে আসছে। রাজ্যের সংশ্লিষ্ট কয়েকটি সরকারি দপ্তর, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং নানা পেশার নাগরিকদের মননশীল অংশগ্রহণে এই দিবসটি পালিত হয়। এ বছর দিবসটি উদযাপনের মূল বিষয় হলো - "Overcoming Disruption, Transforming the AIDS Response".

রাজ্য সরকার এইডস সংক্রমণ প্রতিরোধে এবং এর বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে দায়বদ্ধতার সাথে কাজ করেছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে আমাদের রাজ্যকে এইচআইভি এইডস আক্রান্ত রোগীদের পরিষেবা প্রদানে সাফল্যের স্বীকৃতিতে পুরস্কৃত করা হয়েছে। আমরা সর্বোতভাবে আমাদের রাজ্যে এইচআইভি আক্রান্ত রোগীদের পরিষেবা প্রদানে অঙ্গীকারবদ্ধ। এই রোগ যে করেই হোক নির্মূল করতে হবে। এইচআইভি জীবাণু এবং পাশাপাশি এইডস রোগ সম্পর্কে রাজ্যের জনগণকে সচেতন করাই এই দিবস পালন করার মূল লক্ষ্য। এইচআইভি সংক্রমণ রোধ করা বা এইডস রোগ প্রতিরোধ করার মূল অস্ত্রই হলো সচেতনতা। আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে অসুরক্ষিত যৌন সংসর্গ, শরীরে অপরীক্ষিত রক্ত ব্যবহার, একই সূঁচের বহু বা বহুজনের ব্যবহারে নেশাগ্রহণ এবং আক্রান্ত মা থেকে শিশু মূলত এই চারটি কারণে এইচআইভি জীবাণু শরীরে প্রবেশ করতে পারে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের বিভিন্ন নীতি নির্দেশিকা মেনে জেলা, মহকুমা, ব্লকস্তর পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচি ও উদ্যোগ গৃহীত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিদ্যালয়স্তরে নানাবিধ কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সার্বিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই রোগ নিরাময়ের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া আমাদের দায়িত্ব।

শিরাপথে মাদক ব্যবহারের ফলে যেভাবে আমাদের রাজ্যে এইচআইভি ছড়াচ্ছে, তা থেকে নিজেকে এবং পরিচিত সকলকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। বাঁচাতে হবে, নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের। নেশামুক্ত রাজ্য গঠনে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। যিনি বা যারা শরীরে এই রোগ নিয়ে বেঁচে আছেন, তাঁদের প্রত্যেকের পাশে থেকে সমাজকে গঠনমূলক বার্তা দেওয়াই হবে দিবসটি পালন করার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর সহ অন্যান্য বিভিন্ন সরকারি দফতর, বেসরকারি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান যারা দায়বদ্ধতা নিয়ে এই রোগ প্রতিরোধের জন্য কাজ করেন, আমি তাঁদের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমরা আগামীতে এই জীবাণুর সঙ্গে লড়াই করে তাকে পরাস্ত করতে পারবো।

(প্রফেসর ডা: মানিক সাহা)

রবিবার আগরতলায় প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠান শ্রবন করেন মেয়র দীপক মজুমদার।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কেঁকড়া চুলের যত্ন

চুল সোজা হলে যত্ন নেওয়া যতটা সহজ হয়, কেঁকড়া চুলের ক্ষেত্রে সেটা বেশ কঠিন হয়ে যায়। বটের ঝুরির মতো একমাথা কেঁকড়া চুল দেখতে মন্দ লাগে না। তবে সমস্যা হল কেঁকড়া চুল সহজেই উসকোখুসকো হয়ে যায়। কেঁকড়া চুলে জট পড়ার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। সোজা চুলে যে ভয়টা একেবারেই নেই। প্রকৃত যত্নের অভাবে কেঁকড়া চুল আরও নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

আসলে অনেকেই সারা দিনে বিভিন্ন কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত থাকেন যে, বাড়তি নজর দিয়ে কেঁকড়া চুলের যত্ন নেওয়া হয়ে ওঠে না। তবে সহজ কয়েকটি প্যাকের খোঁজ পেলে কেঁকড়া চুলের যত্ন নিতে পারেন সহজেই।

ডিম এবং অলিভ অয়েল

শরীরের যত্ন নিতে এই দু'টি উপকরণের জুড়ি মেলা ভার। তবে কেঁকড়া চুলের যত্নেও ডিম এবং অলিভ অয়েল ব্যবহার করতে পারতে পারেন। অলিভ অয়েল, সামান্য অ্যাভোকাডো অয়েল, নারকেল তেল এবং ডিমের সাদা অংশ একসঙ্গে ফেটিয়ে প্যাক বানিয়ে নিন। কেঁকড়া চুল মসৃণ রাখতে এই প্যাকের উপর ভরসা রাখতে পারেন।

দই এবং ভিনিগার

টক দই আর আপেল সিডার ভিনিগার কেঁকড়া চুলের খেয়াল রাখতে পারে। এই দু'টি উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে বাড়িতেই প্যাক বানিয়ে নিন। চুলে লাগিয়ে ঘণ্টাখানেক রেখে ধুয়ে ফেলুন। চুল কোমল এবং মসৃণ হবে।

বেকিং সোডা

হেঁশেলের নানা টুকিটাকি কাজে বেকিং সোডার ব্যবহার হয়েই থাকে। তবে কেঁকড়া চুলের দেখাশোনাতেও বেকিং সোডা কম উপকারী নয়। শ্যাম্পুর মধ্যে খানিক বেকিং সোডা মিশিয়ে মাখলে সত্যিই উপকার পাওয়া যাবে। চুলের গোড়াও শক্ত হবে।

স্বাদ বদলাতে ওট দিয়েই নতুন কিছু বানিয়ে নিন

ওজন কমাতে চোখ বন্ধ করে ওটসের উপর ভরসা রাখেন অনেকেই। রোগা হওয়ার ডায়েট ওট ছাড়া যেন অসম্পূর্ণ। দই দিয়ে হোক কিংবা সব্জি দিয়ে খিচুড়ি, ছিপছিপে হতে ওটসের জনপ্রিয়তা কম নয়। উপকারিতাও যথেষ্ট। রোগা হতে চেয়ে যদি ভরসা রাখা যায় এই খাবারের উপরে, তা হলে বিফলে যাবে না পরিশ্রম। কারণ এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ফাইবার ও নানা ধরনের খনিজ উপাদান। সবচেয়ে বড় কথা ওটসে একেবারেই ক্যালোরি নেই। অনেকেই রাতে ওট ভিজিয়ে রাখেন দুধ কিংবা গ্রিক ইয়োগার্টে। তাতে সকালে উঠেই ওট খেয়ে নেওয়া সহজ হয়। তবে ওট খাওয়ার আরও একটি উপায় রয়েছে। সে ভাবে খেলে স্বাদ এবং স্বাস্থ্যের যত্ন একসঙ্গেই নেওয়া যাবে। একটি পাত্রে ওট, দই, কারি পাতা, গাজর কুচি, শসাকুচি, লঙ্কাকুচি, সর্ষে, জিরে এবং ধনে গুঁড়ো একসঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে নিন। এ বার ফ্রাইংপ্যানে অল্প তেল দিয়ে সর্ষে, লাল লঙ্কা, কারিপাতা ফোড়ন দিয়ে নাড়াচাড়া করে নিন। গন্ধ বেরোলে তাতে ওটসের মিশ্রণটি দিয়ে দিন। তার পর ঠান্ডা করে একটি পাত্রে ভরে ফ্রিজে রেখে দিন। সকালে উঠে স্বাস্থ্যকর জলখাবার হবে এটি। রোজ ওট খেতে খেতে এক সময়ে একঘেয়েমি চলে আসতে পারে। সেটা কাটাতে মাঝেমাঝেই ওট দিয়ে নানা রকম বাহারি খাবার বানিয়ে নিতে পারেন।

খাওয়া দাওয়ায় বিধি-নিষেধ মেনে চলা প্রয়োজন

উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা এখন আর শুধু বার্ধক্যে সীমাবদ্ধ নেই। অল্প বয়সিদের মধ্যে দেখা দিচ্ছে এই রোগ। বাইরের খাবারদাবারের প্রতি ঝোঁক এর একটা বড় কারণ। প্রতিনিয়ত তেলমশলা, ভাজাভুজি, প্রক্রিয়াজাত খাবার খাওয়ার অভ্যাসে রক্তচাপের মাত্রা বাড়তে থাকে। উচ্চ রক্তচাপের মাত্রা বিপদসীমা পেরোনোর আগেই রাশ টানা জরুরি। এই রোগের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু জীবনযাপন করা অত্যন্ত জরুরি। খাওয়া দাওয়ায় বিধি-নিষেধ মেনে চলা প্রয়োজন। নিজেকে নিয়মে না বাঁধলে পরবর্তী কালে মুশকিলে পড়তে হতে পারে। সেই সঙ্গে ওষুধ আর চিকিৎসকের দেওয়া পরামর্শ তো আছেই। তবে নিয়মের পথ ধরে হেঁটে নিজেকে সুস্থ রাখা ছাড়াও রক্তচাপের মাত্রা কমানোর আরও একটি উপায় রয়েছে। তা হল ঘরোয়া টোটকা। হেঁশেলেই এমন অনেক জিনিস থাকে, যেগুলি বেশ কিছু রোগের সঙ্গে সহজেই মোকাবিলা করতে পারে। উচ্চ রক্তচাপ তেমনই একটি রোগ। রক্তচাপের মাত্রা কমাতে ভরসা হতে পারে তিন পানীয়।

আমলকি এবং আদার শরবত- আমলকি এবং আদা দুই-ই উচ্চ রক্তচাপের জন্য অত্যন্ত উপকারী। আমলকিতে রয়েছে অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট এবং ভিটামিন সি, যা রক্ত চলাচল সচল রাখে এবং রক্তচাপের মাত্রাও কমাতে সাহায্য করে। একই ভাবে আদাও রক্ত সঞ্চালন ঠিক রাখে। সেই সঙ্গে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতেও কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। আমলকি এবং কয়েক টুকরো আদা একসঙ্গে মিক্সিতে ঘুরিয়ে শরবত বানিয়ে নিন। খালিপেটে নিয়ম করে খেলে উপকার পাবেন। ধনেবীজের শরবত ধনে শরীরে জমে থাকা বাড়তি সোডিয়াম এবং জল বাইরে বার করে দেয়। উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের জন্য সোডিয়াম বিপজ্জনক। তবে ধনে বীজে থাকা কিছু স্বাস্থ্যকর উপাদান সোডিয়ামের মাত্রা বাড়তে দেয় না। তাই উচ্চ রক্তচাপ হলে তরকারিতে দিয়ে হোক কিংবা শরবত বানিয়ে, ধনে খাওয়া জরুরি। আগের দিন রাতে এক কাপ জলে ধনে ভিজিয়ে রাখুন। সকালে ঘুম থেকে উঠেই ছেঁকে নিয়ে এই জল খান। রক্তচাপের মাত্রা কয়েক দিনেই নিয়ন্ত্রণে আসবে।

বিট আর টোম্যাটোর শরবত- সব্জি হিসাবে দু'টিরই গুণ অনেক। ত্বকের যত্ন নেওয়া থেকে শরীরের দেখাশোনা সবেতেই বিট আর টোম্যাটো সত্যিই উপকারী। রক্তচাপের মাত্রা কমাতেও এই দুইয়ের জুড়ি মেলা ভার। টোম্যাটোতে রয়েছে লাইকোপেন, বিটা ক্যারোটিন এবং ভিটামিন ই, যা অত্যন্ত কার্যকর অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট। তাই টোম্যাটো খেলে সিস্টোলিক এবং ডায়াস্টোসলিক দু"ধরনের উচ্চ রক্তচাপ থেকেই দূরে থাকা যায়। একই ভাবে বিটের স্বাস্থ্যগুণ কম নয়। বিটে রয়েছে নাইট্রেটস, যা রক্ত জমাট বাঁধতে দেয় না। রক্ত চলাচলও সচল রাখে।। বিট এবং টোম্যাটো একসঙ্গে রস করে খেতে পারলে সুফল মিলতে বাধ্য।

বিস্কুটের গুঁড়ো ছাড়াও পকোড়া মুচমুচে হয়

শীত না পড়লেও দিন ছোট হয়ে এসেছে। তাড়াতাড়ি ঝুপ করে সন্ধ্যা নামছে। দুপুরে ভরপেট খেলেও সন্ধে হতেই খিদে পেয়ে যাচ্ছে। শীত শীত আমেজে তখন মুখরোচক খাবার খেতে ইচ্ছা করে। দোকান থেকে কিনে আনার চেয়ে বাড়িতে তৈরি করে নিতেই পছন্দ করেন অনেকে। কিন্তু অন্য সমস্ত উপকরণ থাকলেও, হেঁশেলে যদি বিস্কুটের গুঁড়ো না থাকে, তাহলে মুশকিলে পড়তে হয়। পকোড়া হোক কিংবা ফিশ ফ্রাই, মুচমুচে না হলে খেতে ভাল লাগে না। তবে মুখরোচক খাবার মুচমুচে বানাতে বিস্কুটের গুঁড়ো ছাড়া চলে না। তবে বিস্কুটের গুঁড়ো যদি একান্তই না থাকে, তাহলে কিন্তু চিন্তিত হয়ে পড়ার কিছু নেই। বিস্কুটের গুঁড়োর বদলে আর কী ব্যবহার করতে পারেন? কর্নফ্লেক্স ওজন ঝরাতে জলখাবারে দুধ কর্নফ্লেক্স খান অনেকেই। কর্নফ্লেক্স হালকা গুঁড়ো করে নিয়ে বিস্কুটের গুঁড়োর পরিবর্তে ব্যবহার করতেই পারেন। মাছের কোনও ফ্রাই হোক কিংবা মাংসের পকোড়া কর্নফ্লেক্স দিয়ে ভাজলে দারুণ মুচমুচে হয়। ওট বাড়িতে বিস্কুটের গুঁড়ো বাড়ন্ত হলে, আপনি ওটও ব্যবহার করতে পারেন। স্বাদের খুব একটা ফারাক হবে না। কড়াইয়ে হালকা গরম করে নিয়ে শুকনো ওট ভেজে নিন। ভাজা ওটের উপর স্বাদ মতো নুন, পেপরিকা ছড়িয়েই বানিয়ে ফেলুন চপ কিংবা কাটলেট। স্বাদেও ভাল হয় আর মুচমুচেও হয়। সুজি বাড়িতে সুজি থাকলেও আপনি মুচমুচে পকোড়া বানাতে পারেন। বিস্কুটের গুঁড়োর বদলে সুজি ব্যবহার করে দেখতেই পারেন। মাছের ফ্রাই, ভেজিটেবিল চপ কিংবা চিকেন পকোড়া সুজি দিয়েই বানালে খেতে সত্যিই ভাল লাগবে।

সঠিক সুগন্ধি নির্বাচনের উপায়

নিজের সঙ্গে কোন সুগন্ধি ভালো যাবে বা কতক্ষণ স্থায়ী হবে এই বিষয়গুলো মাথায় রাখা দরকার। অনেকে আবার অন্যের ব্যবহৃত সুগন্ধ পছন্দ করে নিজের জন্য সংগ্রহ করেন। তবে দেখা যায় সেটা নিজের ক্ষেত্রে ভালো যাচ্ছে না। এর পেছনে রয়েছে নানান কারণ।

ভারতের 'আজাহ পরফিউমস'য়ের প্রতিষ্ঠাতা ও সুগন্ধি বিশেষজ্ঞ আকাঙ্ক্ষা বিশত এই বিষয়ে বেশ কয়েকটি পরামর্শ দিয়েছেন। টাইমস অফ ইন্ডিয়া'তে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল বিস্তারিত।

নির্দেশিকার দিকে মনোযোগ দেওয়া প্রতিটা সুগন্ধিতে আলাদা আলাদা নির্দেশিকা থাকে যা সামগ্রিক ঘ্রাণ নির্ধারণ করে। সাধারণত তিনটি ভিন্ন ধাপ থাকে- বেইজ, টপ, মধ্যম বা হার্ট। আর এগুলো একসঙ্গে নির্দিষ্ট সুগন্ধ হিসেবে কাজ করে। সুগন্ধগুলো সাধারণত বিভিন্ন নোট হিসেবে ভাগ করা হয়। যেমন- ফুলের ভিন্ন সুগন্ধ গোলাপ, গার্ডেনিয়া, জেরানিয়ামের মতো গন্ধ। সিট্রাস বা টক-জাতীয় ফল যেমন আপেলের সুগন্ধ।

ভিন্নধর্মী ও কড়া সুগন্ধির মধ্যে রয়েছে মসলাদার ঘ্রাণ যেমন- স্টার অ্যানিস বা দারুচিনির ঘ্রাণ। এভাবে বিভিন্নভাবে ভাগ করা গন্ধগুলো নিজের রুচি অনুযায়ী নির্দেশিকা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

ঘনত্ব নির্বাচন করা

ঘনত্বে ভিত্তিতে সুগন্ধি চার রকমের হয়ে থাকে। ঘনত্ব যত বেশি, দামও তত বেশি হয়। সাধারণত বেশি ঘনত্বের সুগন্ধি শক্তিশালী ঘ্রাণ ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। এটা সম্পূর্ণ একটা দিন স্থায়ী হতে পারে। এর পরের স্তর হল 'উ দো পার্ফাম' যা ব্যবহারের পর সাধারণত ছয় ঘন্টা পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

সচেতন হয়ে খাদ্যাভ্যাস বদলাচ্ছেন তরুণরা

হৃদরোগ, ডায়াবিটিস, কোলেস্টেরলের মতো শারীরিক সমস্যা ইদানীং সবচেয়ে বেশি ভোগাচ্ছে। পরিসংখ্যান বলছে, গত কয়েক বছরে গোটা পৃথিবীতে ৬১ শতাংশ মৃত্যুর জন্য দায়ী এই রোগগুলি। শেষ নয় এখানেই। দেশে প্রতি বছর শুধুমাত্র হার্ট অ্যাটাক হয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে সবচেয়ে বেশি। সামগ্রিক এই চিত্রটি সত্যিই আশঙ্কার। তবে পরিস্থিতি বদলের প্রস্তুতি নিচ্ছে কম বয়সিরা। এ ধরনের ক্রনিক অসুখের উৎস হল খাদ্যাভ্যাস। তাই ঝুঁকি এড়াতে খাওদাওয়ায় নিয়ম ভাঙতে নয়, বরং মানতে শুরু করেছেন অনেকে। বাইরের খাবার থেকে ক্রমশ মুখ ফেরাতে শুরু করেছেন। কোলেস্টরল কিংবা উচ্চ রক্তচাপ, রোগের নাম যা-ই হোক, বাইরের খাবারের প্রতি অগাধ ভালবাসা থেকেই শরীরে বাসা বাঁধে এই রোগগুলি। আর তাই সুস্থ এবং সুরক্ষিত থাকার জন্য প্রক্রিয়াজাত খাবার, পিতা, বার্গার, রোল, চাউমিনের প্রতি আকর্ষণ কমে আসছে। সচেতনতার পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে ক্রমশ। এই সচেতনতা অল্প বয়সিদের মধ্যে তো বটেই, এমনকি, প্রৌঢ়ত্বের দিকে যাঁরা এক পা বাড়িয়ে রেখেছেন, তাঁদের মধ্যেও সুস্থ থাকতে চাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক সমীক্ষা তেমনটাই বলছে। "ইন্ডিয়া ডায়েটিক অ্যাসোসিয়েশন" এর আয়োজিত সমীক্ষায় বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। সমীক্ষা জানাচ্ছে, ক্রনিক কিছু শারীরিক সমস্যার নেপথ্যে রয়েছে খাদ্যাভ্যাস এবং দৈনন্দিন জীবনধারা। বাইরের খাবার খাওয়া অন্যতম বড় কারণ। চটজলদি সুস্বাদু খাবার খেতে ভাল লাগে, স্বাদের যত্ন নেয় কিন্তু শরীরে এই খারাপ প্রভাব পড়তে থাকে। ধীরে ধীরে বিভিন্ন রোগবালাইয়ের আঁতুড়ঘর হয়ে ওঠে শরীর।

পুষ্টিবিদেদের মতে, বাইরের নানা ধরনের খাবার খাওয়ার ফলে শরীরে প্রয়োজনীয় উপাদানের ঘাটতি তৈরি হয়। শাকসব্জি, ফল, ভাত, রুটিতে রয়েছে ভরপুর পরিমাণে ফাইবার, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন, মিনারেলসের মতো উপাদান। যেগুলি পেটের স্বাস্থ্য ভাল রাখে। হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে। সমীক্ষায় উঠে এসেছে, প্রায় ৬৩ শতাংশ মানুষ প্রতি সপ্তাহে এই ধরনের খাবার খান। আর ১৯ শতাংশের রোজেন খাবার হল এইগুলি। আর সেই কারণেই পৃথিবীতে ডায়াবেটিক, হৃদরোগে আক্রান্তের সংখ্যা এত বেশি।

সংখ্যাটি আশঙ্কার হলেও আশার আলোও কিন্তু দেখা যাচ্ছে। বাইরে খাবার যে দীর্ঘ দিন সুস্থ থাকতে দেবে না, তা উপলব্ধি করেছেন অনেকেই। আর তাই সুযোগ পেলেই দোকান, রেস্তরাঁর খাবারে কামড় বসাচ্ছেন না অনেক। বরং ব্যস্ততম জীবনেও ভরসা রাখছেন বাড়ির তৈরি খাবারে।

কিন্তু খাদ্যাভ্যাসে বদল আনার সিদ্ধান্ত কি কার্যকর হচ্ছে? চিকিতকেরা জানাচ্ছেন, তাতণিক ভাবে তা বুঝতে না পারলেও ভবিষ্যতে এর সুফল বোঝা যাবে। বাইরের খাবার কম খেলে এই ধরনের রোগ থেকে দূরে থাকা যাবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে খাদ্যাভ্যাসে বদল আনলেই সুস্থ থাকা অনেক বেশ সহজ হয়ে যায়।

পুষ্টিবিদ ক্যালোরি কোন কোন খাবার নিশ্চিন্তে খেতে পারেন?

শরীরের কাজকর্ম ঠিকঠাক চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার চাই শক্তি। সেই শক্তির মূল উৎস হল পুষ্টিকর খাবার। শরীর চালানোর জন্য এই শক্তি বাবদ যতটা ক্যালোরি দরকার, খাবারে যদি তার চেয়ে বেশি ক্যালোরি থাকে, তা হলেই শরীরের আনাচকানাচে মেদ জমতে শুরু করে। পুষ্টিবিদদের কাছে গেলেই তাঁরা ওজন কমানোর জন্য "লো ক্যালোরি" কিংবা কম ক্যালোরি রয়েছে এমন খাবার খাওয়ার পরামর্শ দেন।

শরীরে ক্যালোরির মাত্রা কম ঢুকলে, জমা মেদ থেকে শরীর শক্তি তৈরি করতে শুরু করে। ফলে মেদের পরিমাণ কমতে থাকে।

সুন্দর ছিপছিপে চেহারা পেতে অনেকেই ক্যালোরি-শূন্য খাবার খোঁজেন। কিন্তু ক্যালোরি- শূন্য খাবার বলে কিছু হয় না। তবে যদি এমন খাবার খাওয়া যায়, যাতে ক্যালোরির পরিমাণ শরীরের চাহিদার চেয়ে অনেকটা কম, তা হলে মেদ কমবে। রইল তেমনই কিছু খাবারের হদিস।

গাজর: ১০০ গ্রাম গাজর রোজকার ভিটামিন এ-র চাহিদা পুরোপুরি মিটিয়ে দেয়। কাঁচা গাজর স্যালাডের সঙ্গে খেলে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়ে। ১০০ গ্রাম গাজর থেকে মাত্র ৪১ ক্যালোরি শক্তি পাওয়া যায়। ফলে এটি মেদ তো বাড়ায় না, বরং কমায়। মাঝেমধ্যেই গাজরের স্যুপ বানিয়েও খেতে পারেন।

পুষ্টিবিদদের কাছে গেলেই তাঁরা ওজন কমানোর জন্য "লো ক্যালোরি" কিংবা কম ক্যালোরি রয়েছে এমন খাবার খাওয়ার পরামর্শ দেন।

বিট: ডায়েটের সময় মাঝেমধ্যেই খিদে পায়। খিদে পেলে বিটের স্যালাড সহজেই খেতে পারেন। পেট ভরবে। অথচ যে ক্যালোরি শরীরে যাবে, তার মাত্রা অত্যন্ত কম। ১০০ গ্রাম বিট খেলে শরীরে মাত্র ৪৩ ক্যালোরি শক্তি যায়। ওজন কমানোর ডায়েটে বিটও একটা আদর্শ উপাদান।

শসা: খাবার হজম করতে সাহায্য করে শসা। তাই পাতে শসার কদর ভালই। এতে ক্যালোরির মাত্রা খুব কম। ১০০ গ্রামে মাত্র ১৩ ক্যালোরি থাকে। স্যালাডে শসা খাওয়া ছাড়াও শসার সব্জি বানিয়েও খেতে পারেন।

পালং শাক: এই শাকে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন থাকে ভাল মাত্রায়। এ ছাড়া কে, এ-র মতো ভিটামিনও থাকে প্রচুর পরিমাণে। অথত এই শাকের ক্যালোরির মাত্রা খুব কম। ১০০ গ্রামে মাত্র ২৫ ক্যালোরি। যাঁরা ওজন কমাতে চান, তাঁদের জন্য এই কারণেই পালং শাক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মাশরুম: ক্যালোরির মাত্রা মাশরুমেও খুব কম। ১০০ গ্রাম মাশরুম থেকে মাত্র ২২ ক্যালোরি শক্তি পাওয়া যায়। ফলে মাশরুম বেশি মাত্রায় খেলেও মেদ জমে না। উল্টে মেদ কমে।

কলমি চিংড়ির বড়া

ভাতের সঙ্গে প্রথম পাতে বড়া না থাকলে অনেকেরই খাওয়া হয় না। ডালের সঙ্গে ভাজাভুজি খেতেও অনেকে ভালবাসেন। আর সেই বড়ায় যদি চিংড়ি পড়ে, তা হলে তো কোনও কথাই নেই। কলমি শাক আর চিংড়ির মেলবন্ধনে বানিয়ে ফেলতে পারেন কলমি চিংড়ির বড়া। রইল প্রণালী।

উপকরণ:

কলমি শাক: ১ আঁটি (কুচি করে কাটা)

কুচো চিংড়ি: ২৫০ গ্রাম

রসুন কুচি: ২ টেবিল চামচ

কাঁচালঙ্কা কুচি: ৪-৫ টেবিল চামচ

ধনেপাতা কুচি: আধ কাপ

জোয়ান: ১ চা চামচ

পাতিলেবুর রস: ২ টেবিল চামচ

কর্নফ্লাওয়ার: ৩ টেবিল চামচ

চালের গুঁড়ো: ৩ টেবিল চামচ

পেঁয়াজ কুচি: ৩ টেবিল চামচ

নুন ও গোলমরিচ: স্বাদমতো

তেল: পরিমাণ মতো

প্রণালী: কুচো চিংড়ি পরিষ্কার করে নিয়ে নুন, হলুদ, গোলমরিচ দিয়ে মাখিয়ে রাখুন। একটি পাত্রে কলমি শাক কুচি, চিংড়ি কুচি ও বাকি সব উপকরণ মিশিয়ে নিন। এ বার অল্প মাত্রায় জল মিশিয়ে ছোট ছোট পকোড়ার আকারে গড়ে ডুবো তেলে ভেজে নিন। ভাতের সঙ্গেই হোক কিংবা স্টার্টার হিসাবে পরিবেশন করুন কাসুন্দির সঙ্গে।

ভিটামিন ডি রোজ কতটা প্রয়োজন

এ দেশ গ্রীষ্মপ্রধান, সূর্যের আলোর কোনও অভাব নেই। যা কিনা ভিটামিন ডি-র অন্যতম উৎস। তবু এই ভিটামিন ডি-র অভাবে ভোগেন প্রায় সত্তর শতাংশ ভারতীয়। সকালে উঠেই গা ম্যাজম্যাজ, ক্লান্তি থেকে শুরু করে হাতে পায়ের পেশিতে ব্যথা, গাঁটে গাঁটে যন্ত্রণা, হঠাতহঠাতমেজাজ বিগড়ে যাওয়া। কৈশোরের কোঠা পেরোতে না পেরোতেই ভিড় করে আসছে এমন রকমারি সমস্যা।

এই সব সমস্যার কারণ কিন্তু একটাই ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি। এই ভিটামিন শরীরে নানা কাজে লাগে। ফলে এটির অভাব হলে কেবল মাত্র হাড় ক্ষয়ে যাওয়া বা ব্যথা-বেদনা নয়, তৈরি হতে পারে আরও বড় সমস্যা। পেশি নাড়াচাড়া করতেও প্রয়োজন হয় এই ভিটামিনের। এমনকি, এর সাহায্য ছাড়া মস্তিষ্ক থেকে সারা শরীরে বার্তা পর্যন্ত পাঠাতে পারে না স্নায়ু। রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রেও এই ভিটামিনটি ছাড়া ব্যাক্টেরিয়া-ভাইরাসদের প্রতিহত করা দুঃসাধ্য।

জানেন কি, একমাত্র এই ভিটামিনটিই মানুষের শরীরে নিজে নিজে তৈরি হতে সক্ষম! ছোট থেকে জেনেছি, ক্যালশিয়ামের গুণেই মজবুত হয় দাঁত ও হাড়। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন ভিটামিন "ডি" ঠিক মতো তৈরি না হলে ক্যালশিয়াম কাজ করতে পারে না। ফলে থাবা বসায় ছোটদের রিকেট থেকে শুরু করে বড়দের অস্টিয়োম্যালশিয়া, অস্টিয়োপোরেসিস প্রভৃতি নানাবিধ রোগ। অনেক সময় কোলন ক্যানসার, স্তন বা প্রস্টেট ক্যানসারের মতো মারণ রোগ প্রতিরোধেও কাজ করে এই প্রয়োজনীয় ভিটামিনটি। একমাত্র ভিটামিনটি ডি মানুষের শরীরে নিজে নিজে তৈরি হতে সক্ষম! ছবি: সংগৃহীত।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ অনুসারে, প্রাপ্তবয়স্কদের শরীরে ২০ মাইক্রোগ্রাম ভিটামিন ডি-এর প্রয়োজন। তবে ব্যক্তিভেদে এই চাহিদা

মন কি বাতের ১২৮ তম পর্ব

আমার প্রিয় দেশবাসী, নমস্কার। মন কি বাতে আবার একবার স্বাগত জানাই আপনাদের। নভেম্বর মাস অনেক প্রেরণা নিয়ে এসেছে, কিছুদিন আগেই ২৬শে নভেম্বর সংবিধান দিবসে সেন্ট্রাল হলে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। বন্দেমাতরমের ১৫০ বছর পূর্তিতে গোটা দেশে অনুষ্ঠিত হতে চলা কার্য্যক্রমের চমকপ্রদ সূচনা হয়। ২৫শে নভেম্বর অযোধ্যায় রামমন্দিরে ধর্মধ্বজার উত্তোলন হয়। এই দিনেই কুরুক্ষেত্রের জ্যোতিসরে পাঞ্চজন্য স্মারক জাতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়।

বন্ধুরা, কিছুদিন আগেই আমি হায়দ্রাবাদে দুনিয়ার সবথেকে বড় লীপ ইঞ্জিন এমআরও ফেসিলিটির উদ্বোধন করেছি। বিমানের রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামতি এবং পুন:প্রস্তুতির ক্ষেত্রে এটা এক বড় পদক্ষেপ ভারতের। গত সপ্তাহে মুম্বাইতে এক অনুষ্ঠান চলাকালীন আইএনএস ''মাহে'' ভারতীয় নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গত সপ্তাহেই ভারতের মহাকাশীয় ব্যবস্থাপনায় নতুন দিগন্তের সূচনা করল স্কাইরুটের ইনফিনিটি ক্যাম্পাস। এটা ভারতের নতুন ভাবনাচিন্তা, উদ্ভাবনী ক্ষমতা এবং যুবশক্তির প্রতিফলন।

বন্ধুরা, কৃষিক্ষেত্রেও বড় সাফল্য পেয়েছে দেশ। ভারত ৩৫৭ মিলিয়ন (৩৫কোটি ৭০লক্ষ) টন খাদ্যশস্য উৎপাদনের সঙ্গে-সঙ্গে এক ঐতিহাসিক রেকর্ড তৈরি করেছে। তিনশো সাতান্ন মিলিয়ন টন! দশ বছর আগের পরিস্থিতির তুলনায় ভারতের খাদ্যশস্য উৎপাদন ১০০ মিলিয়ন (১০ কোটি) টন বৃদ্ধি পেয়েছে। খেলাধুলোর জগতেও ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উড্ডীন হয়েছে। কিছুদিন আগেই কমনওয়েলথ গেমসের আয়োজক হিসাবে ভারতের নাম ঘোষিত হয়েছে। এই সাফল্য দেশের, দেশবাসীর। আর মন কি বাত দেশের মানুষের এমন সাফল্য, মানুষের সমষ্টিগত প্রয়াসকে লোকসমক্ষে আনার এক অনুপম প্রচেষ্টা।

বন্ধুরা, মনে যদি উদ্যম থাকে, সমষ্টিগত শক্তি নিয়ে একটা দলের মত কাজ করার বিশ্বাস থাকে, পড়ে গিয়ে ফের উঠে দাঁড়ানোর সাহস থাকে, তবে কঠিন থেকে কঠিনতর কাজেও সাফল্যলাভ সুনিশ্চিত হয়। আপনারা সেই পর্বের কল্পনা করুন যখন স্যাটেলাইট ছিল না, জিপিএস সিস্টেম ছিল না, নেভিগেশনের কোনো সুবিধে ছিল না। তখনও আমাদের নাবিকরা বড়-বড় জাহাজ নিয়ে সমুদ্রে রওনা দিতেন, আর নির্দিষ্ট জায়গাতে পৌঁছে যেতেন। এখন সমুদ্র ছাড়িয়ে নানা দেশ অন্তরীক্ষের অসীমতাকে বোঝার চেষ্টা করছে। চ্যালেঞ্জ সেখানেও একইরকম, না আছে জিপিএস সিস্টেম, না আছে যোগাযোগের তেমন সুবিধে, তাহলে আমরা এগোব কীভাবে? বন্ধুরা, কিছু দিন আগে সোশ্যাল মিডিয়ার এক ভিডিও আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই ভিডিও ছিল ইসরোর এক অভূতপূর্ব ড্রোন প্রতিযোগিতা নিয়ে। এই ভিডিওতে আমাদের তরুণ-তরুণীরা, বিশেষ করে আমাদের জেন-জী মঙ্গল গ্রহের মত পরিস্থিতিতে ড্রোন ওড়ানোর চেষ্টা করছিল। ড্রোন উড়ছিল, কিছু সময়ের জন্য ভারসাম্য রক্ষা করছিল, আবার মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল। জানেন, কেন হচ্ছিল এমন? কারণ, এখানে যে সব ড্রোন উড়ছিল, তাতে জিপিএস ব্যবস্থা একেবারেই ছিল না। মঙ্গলগ্রহে জিপিএস পাওয়া সম্ভব নয়, এইজন্য বাইরের কোনো সাহায্য পাওয়া সম্ভব নয় ড্রোনের পক্ষে। নিজের ক্যামেরা এবং নিজস্ব সফটওয়্যারের সাহায্য নিয়ে উড়তে হবে ড্রোনকে।

ঐ ক্ষুদ্র ত্মন্দ্রদ্রত্র-টির মাটির দ্মথঙ্কক্ষ্ম ঠত্রন্দ্র জানার ছিল, উচ্চতা মাপার ছিল, বাধা গুলি বুঝতে হত তারপর নিজেকেই সুরক্ষিত ভাবে অবতরনের রাস্তা খুঁজতে হত। এইজন্যই ত্মন্দ্রদ্রত্র গুলো একের পর এক ভেঙে পড়ছিল।

বন্ধুরা, এই প্রতিযোগিতায়, পুণের যুবাদের একটি দল কিছু মাত্রায় সাফল্য পেয়েছিল। তাদের ত্মন্দ্রদ্রত্র ও বেশ কয়েকবার পড়ে গিয়েছিল, ত্বন্থন্স্ত্বয়েছিল, কিন্তু তারা হার মানে নি। কয়েকবার চেষ্টার পর এই দল টির ত্মন্দ্রদ্রত্র মঙ্গলগ্রহের মত পরিস্থিতিতে কিছু ক্ষণ উড়তে সফল হয়।

বন্ধুরা, এই স্তুত্মত্রদ্র টি দেখার সময়, আমার মনে আরো একটি দৃশ্য ভেসে উঠেছিল। সেই দিন টি, যেদিন চন্দ্রযান-২ যোগাযোগের বাইরে চলে গিয়েছিল। সেদিন গোটা দেশ, বিশেষ করে বৈজ্ঞানিকের দল কিছু সময়ের জন্য নিরাশার অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিলেন। কিন্তু বন্ধুরা, অসফলতা তাঁদের থামাতে পারে নি। ঐ দিনই তাঁরা চন্দ্র যান-৩ এর সফলতার কাহিনী লিখতে শুরু করে দেন। এই জন্যই, যখন চন্দ্র যান-৩ সফল ভাবে অবতরন করে তখন তা শুধু একটি দ্বন্স্থদ্রদ্র এর সফলতা ছিল না, তা ছিল অসফলতা থেকে বেরিয়ে এসে বিশ্বাসের ভিতের ওপর তৈরী হওয়া সফলতা। এই স্তুত্মত্রদ্র টি তে যে যুবক কে দেখা যাচ্ছে, তাঁর চোখে আমি সেই চমক লক্ষ্য করেছিলাম। প্রতিবার যখন আমি আমাদের যুবাদের নিষ্ঠা এবং বৈজ্ঞানিকদের সমর্পণ লক্ষ্য করি তখন মন উৎসাহে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। যুবাদের এই নিষ্ঠাই বিকশিত ভারতের খুব বড় শক্তি।

আমার প্রিয় দেশবাসী, আপনারা সবাই মধুর মিষ্টত্বের সঙ্গে নিশ্চয়ই পরিচিত। কিন্তু, প্রায়ই আমরা জানতে পারি না এর পেছনে কত লোকের পরিশ্রম আছে, আছে কত পরম্পরা এবং প্রকৃতির সঙ্গে কি অসাধারণ বোঝাপড়া।

বন্ধুরা, জম্মু কাশ্মীরের পাহাড়ী এলাকায় বন তুলসী অর্থাৎ সুলাই এর ফুল থেকে সেখানকার মৌমাছিরা অত্যন্ত অসাধারণ মধু তৈরী করে। এই মধু সাদা রঙের হয়, যাকে রামবন সুলাই মধু বলা হয়। কয়েকবছর আগেই রামবন সুলাই মধু ওজ্জ ঠ্থত্বপেয়েছে। এরপর এই মধুর কথা গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

বন্ধুরা, দক্ষিণ কন্নাড়া জেলার পুত্তুর, সেখানকার বনস্পতি, গাছপালা মধু উৎপাদনের জন্য উৎকৃষ্ট বলে মনে করা হয়। এখানে ''গ্রামজন্য'' নামের কৃষক সংস্থা এই প্রাকৃতিক উপহার কে নতুন দিশা দেখাচ্ছে। ''গ্রামজন্য'' এখানে একটি আধুনিক দ্মন্দ্রত্বত্রস্থদ্রত্মদ্রঠ নির্মাণ করেছে, নথত্র, ত্নদ্রঠ্ঠদ্রত্বস্ঠদ্রক্ষ্ম থত্ত্ব এবং স্থুন্ধ্থন ঠ্থত্বদ্রত্বএর মত সুবিধা গুলির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন এই মধু ত্নস্থদ্রত্মত্রত্ম পণ্য হিসাবে গ্রাম থেকে শহরে শহরে পৌঁছচ্ছে। এই প্রচেষ্টার লাভ আড়াই হাজারের ও বেশি কৃষকেরা পাচ্ছেন।

বন্ধুরা, কর্ণাটকেরই টুমকুর জেলায় ''শিবগঙ্গা কালংজিয়া'' নামক সংস্থা টির প্রচেষ্টাও খুব প্রশংসনীয়। এনাদের মাধ্যমে এখানে প্রত্যেক সদস্য কে প্রাথমিক ভাবে দুটি মৌমাছি বাক্স দেওয়া হয়। এইভাবে এই সংস্থা টি অনেক কৃষক কে নিজেদের এই প্রচেষ্টায় সংযুক্ত করে নিয়েছেন। এখন এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত কৃষকেরা সম্মিলিত ভাবে মধু উৎপাদনের কাজ করেন, চমৎকার প্যাকেজিং করেন এবং স্থানীয় বাজারে পৌঁছে দেন। এর থেকে ওঁরা লক্ষ লক্ষ টাকাও আয় করছেন। এইরকমই আরো একটি উদাহরণ নাগালান্ডের ত্নস্থ-দ্রদ্রত্রা ত্তদ্রঠ্ঠদ্রত্ব গুস্থস্থনথদ্রত্ম এর চোকলাংগন গ্রামে খিয়ামনি-ইয়াঙ্গন জনজাতি শতাব্দী পর শতাব্দী ধরে মধু উৎপাদনের কাজ করে যাচ্ছে। এখানে মৌমাছি গাছে নয়, বরং উঁচু পাথরের ওপর নিজেদের বাসা বানায়। এইজন্য মধু সংগ্রহের কাজও খুব বিপজ্জনক। এইজন্য স্থানীয়রা প্রথমে খুব আন্তরিক ভাবে মৌমাছিদের সঙ্গে কথা বলে, তাদের অনুমতি নেয়। তাদের বলে যে, আজ তারা মধু নিতে এসেছে, তারপর মধু নেয়।

বন্ধুরা, আজ ভারত মধু উৎপাদনে নতুন রেকর্ড তৈরী করছে। এগারো বছর আগে দেশে মধুর উৎপাদন ৭৬ হাজার মেট্রিক টন ছিল। এখন সেটা বেড়ে দেড় লাখ মেট্রিক টনের ও বেশি হয়ে গেছে। বিগত কিছু বছরে মধুর রপ্তানিও তিনগুনের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। ছদ্রদ্রত্রা স্থক্স্থদ্রদ্র যোজনা অনুযায়ী খাদি গ্রামোদ্যোগ ও সওয়া দু লাখের ও বেশি মৌমাছি বাক্স লোকেদের মধ্যে বিতরণ করেছে। এর ফলে হাজার হাজার মানুষ জীবিকার নতুন সুযোগ পেয়েছে। অর্থাৎ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মধুর মিষ্টতাও ছড়িয়ে পড়েছে, আর এই মিষ্টত্ব কৃষকদের আয় ও বাড়াচ্ছে।

আমার প্রিয় দেশবাসী, হরিয়ানার কুরুক্ষেত্রে মহাভারতের যুদ্ধ হয়েছিল, আমরা সবাই জানি। কিন্তু যুদ্ধের এই অনুভূতি কে এখন আপনারা ওখানকার ''মহাভারত অনুভব কেন্দ্রে'' গিয়ে অনুভব করতে পারেন। এই অনুভব কেন্দ্রে, মহাভারতের গাথা কে ত্তঙ্গ, জুস্থঙ্গ ছদ্রন্দ্রত্ম ছদ্বন্দ্র এবং স্থুন্ধ্থন ঠ্ঠত্রত্বদ্বুন্ডত্র এর মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে। ২৫শে নভেম্বরে যখন আমি কুরুক্ষেত্রে গিয়েছিলাম, তখন এই ''অনুভব কেন্দ্রের'' অনুভব আমাকে আনন্দে ভরপুর করে তুলেছিল।

বন্ধুরা, কুরুক্ষেত্রের ব্রহ্ম সরোবরে আয়োজিত আন্তর্জাতিক গীতা মহোৎসবে সামিল হওয়া ও আমার কাছে বিশেষ একটি ক্ষণ ছিল। আমি খুব প্রভাবিত হয়েছিলাম এটা দেখে যে কিভাবে সমগ্র বিশ্বের লোক দিব্য গ্রন্থ গীতা দ্বারা অনুপ্রাণিত হচ্ছেন। এই মহোৎসবে ইউরোপ এবং সেন্ট্রাল এশিয়া সহ বিশ্বের বহু দেশের লোকেরা অংশগ্রহণ করেন।

এই মাসের শুরুর দিকে সৌদি আরবে প্রথম বার কোন সার্বজনিক মঞ্চে গীতা পাঠের আয়োজন করা হয়। ইউরোপের লাটাভিয়াতেও এক স্মরণীয় গীতা মহোৎসবের আয়োজন করা হয়। এই মহোৎসবে লাটাভিয়া, এস্টোনিয়া, লিথুআনিয়া ও আলীরিয়ার শিল্পীরা খুব উৎসাহের সঙ্গে অংশ নেন।

বন্ধুরা, ভারতের মহান সংস্কৃতিতে শান্তি এবং করুণার ভাব সর্বোপরি। আপনারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা কল্পনা করুন, যখন চারিদিকে ভয়াবহ বিনাশলীলার বিভীষিকা ছিল, এইরকম কঠিন সময়ে গুজরাতের নওয়ানগরের জাম সাহেব, মহারাজা দিগ্বিজয় সিংহজী যে অতুলনীয় কাজ করেছেন, তা আজও আমাদের প্রেরণা যোগায়। সেই সময় জাম সাহেব কোন সামরিক জোট বা যুদ্ধের রণনীতি নিয়ে ভাবছিলেন না। বরং তাঁর ভাবনা এটা ছিল যে কী করে বিশ্ব যুদ্ধের মধ্যে পোল্যান্ডের ইহুদি বাচ্চারা রক্ষা পায়। উনি গুজরাতে সেই সময়ে হাজার হাজার শিশুকে আশ্রয় দিয়ে তাদের নতুন জীবন দেন, যা আজও উদাহরণ হয়ে আছে।

কিছু দিন আগে দক্ষিণ ইসরায়েলের মোশাব নেবাতিমে জাম সাহেবের প্রতিমার উন্মোচন করা হয়। এটি একটি বিশেষ সম্মান ছিল। গত বছর পোল্যান্ডের ওয়ারশতে আমি জাম সাহেবের স্মারকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। আমার কাছে সেই মুহূর্তটি অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আমার প্রিয় দেশবাসী, কিছুদিন আগেই আমি ন্যাচারাল ফার্মিং বিষয়ে একটি বিরাট সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে কোয়েম্বাটুর গিয়েছিলাম। দক্ষিণ ভারতে ন্যাচারাল ফার্মিং নিয়ে চলতে থাকা প্রচেষ্টা দেখে আমি খুব প্রভাবিত হয়েছি। কত যুবক-যুবতী, উচ্চমেধা সম্পন্ন পেশাদার লোকজন ন্যাচারাল ফার্মিং ফিল্ডকে নিজের কাজের ক্ষেত্র করে নিচ্ছেন। আমি ওখানে কৃষকদের সঙ্গে কথা বলেছি, ওঁদের অভিজ্ঞতা শুনেছি। ন্যাচারাল ফার্মিং ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্যের অংশ থেকেছে আর ধরিত্রীমায়ের রক্ষার জন্য একে অনবরত চালিয়ে নিয়ে যাওয়া আমাদের সকলের কর্তব্য।

বন্ধুরা, বিশ্বের সবথেকে পুরনো ভাষা এবং বিশ্বের সবচেয়ে পুরনো শহরগুলির মধ্যে একটি শহর, এই দুইয়ের মিলন সব সময় চমৎকার হয়। আমি কথা বলছি কাশী তামিল সংগমম নিয়ে। দোসরা ডিসেম্বর থেকে কাশীর নমো ঘাটে চতুর্থ কাশী তামিল সংগমম উৎসব শুরু হতে চলেছে। এইবারের কাশী তামিল সঙ্গমম-এর থিম খুবই আকর্ষণীয় 'তামিল শেখো, তামিল করকলম।' তামিল ভাষাকে ভালোবাসেন এমন মানুষদের জন্য কাশী-তামিল সঙ্গমম একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হয়ে উঠেছে। কাশীর মানুষদের সঙ্গে যখনই কথা হয় ওঁরা সব সময় বলেন কাশী-তামিল সঙ্গমমের অংশ হওয়া ওঁদের জন্য খুবই আনন্দের। এখানে ওঁরা কিছু নতুন শিখতে পারেন এবং নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পান। এই বছরও কাশীর অধিবাসীরা উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে তামিলনাড়ু থেকে আসা নিজেদের ভাইবোনেদের স্বাগত জানানোর জন্য খুবই আগ্রহী হয়ে রয়েছেন। আমার আপনাদের সকলের কাছে অনুরোধ যে আপনারা অবশ্যই কাশী-তামিল সঙ্গমমের অংশ হোন। এর সঙ্গেই এমন আরও অনেক ক্ষেত্রের বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা করুন যার মাধ্যমে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতের ভাবনা শক্তিশালী হয়। এখানে আমি আবার বলতে চাই

তামিল কলাচ্চরাম ওয়ুর্বানদ
তামিল মৌলি ওয়ুর্বানদ
তামিল ইন্দিয়াবিন পেরুমিদম।
তামিল সংস্কৃতি অতি সুন্দর
তামিল ভাষা অত্যন্ত চমৎকার
তামিল ভারতের গর্ব

আমার প্রিয় দেশবাসী, ভারতের নিরাপত্তা ব্যবস্থা যখন শক্তিশালী হয় তখন প্রত্যেক ভারতবাসীই গর্বিত হন। গত সপ্তাহে মুম্বাইতে আইএনএস মাহেকে ভারতীয় নৌ সেনায় শামিল করা হয়েছে। এর স্বদেশী ডিজাইন নিয়ে অনেকেই চর্চা করেছেন। অপরদিকে পুদুচেরি এবং মালাবার উপকূলের মানুষজন এর নামকরণ নিয়ে খুশি হয়েছেন। আসলে মাহে নামের একটি জায়গার নাম অনুসারে রাখা হয়েছে যেখানকার এক সমৃদ্ধ, ঐতিহাসিক পরম্পরা রয়েছে। কেরালায় এবং তামিলনাড়ুর অনেক মানুষেরা এই বিষয়টি খেয়াল করেছেন যে এই যুদ্ধযানটির ক্রেস্ট উরুমী এবং কলারিপট্টুর ঐতিহ্যশালী নমনীয় অস্ত্রটির মতো দেখতে। এটা আমাদের সকলের জন্য গর্বের বিষয় যে আমাদের নৌ সেনারা অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছেন। ৪ঠা ডিসেম্বর আমরা নৌ-সেনা দিবস পালন করতে চলেছি। এই দিনটি আমাদের সৈনিকদের অদম্য সাহস এবং পরাক্রমের প্রতি সম্মান জানানোর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন।

বন্ধুরা, যাঁরা নৌবাহিনী সম্পর্কিত পর্যটনে আগ্রহী তাঁদের জন্য আমাদের দেশে এমন বহু স্থান রয়েছে যেখানে গিয়ে তাঁরা অনেক কিছু শিখতে পারবেন। দেশের পশ্চিম উপকূলে, গুজরাতের সোমনাথের পাশেই ''দীউ'' জেলা। দীউ-এ জঙ্গুছ-খুখরীর উৎসর্গে সমর্পিত রয়েছে জ্জুন্দ্ধ থ্থত্রদ্বদ্রহ্থন খদ্রত্ম থ্থন্ডস্ত্রন্ডব্ধ। আবার গোয়া''য় আছে গুস্থন্তুথন জ্জুত্বথ্ঠদ্রদ্র থ্থন্ডস্ত্রন্ডব্ধ, এশিয়ায় এই ধরনের সংগ্রহশালা প্রায় বিরল। চদ্রন্ঠ- জ্জদ্রত্বুত্তর জঙ্গুছ-দ্রোণাচার্য্যে জজদ্রত্মুথদ্র গুস্থন্তুথন থ্থহ্ঠদ্বত্র থ্থন্ডস্ত্রন্ডব্ধ আছে। সেখানে আমাদের দেশের সামুদ্রিক ইতিহাস এবং ভারতীয় নৌবাহিনীর বিবর্তনকে চাক্ষুষ করা যায়। শ্রীবিজয়াপুরম, মানে যাকে আগে পোর্ট ব্লেয়ার বলা হতো, সেখানে ''সমুদ্রিকা- গুস্থন্তুথন থ্থহুদ্রত্র দ্বন্ডস্ত্রন্ডব্ধ'' আছে, যা ওই অঞ্চলের সমৃদ্ধ ইতিহাস কে তুলে ধরার জন্য সুপরিচিত। কারোয়ার-এর রবীন্দ্রনাথ টেগর সৈকতে অবস্থিত ন্দ্রথন্স্থুব দ্বন্ডস্ত্রন্ডব্ধ-এ ক্ষেপণাস্ত্র ও অস্ত্রশস্ত্রর ন্ত্রদ্মস্থত্বথ রাখা হয়েছে। বিশাখাপত্তনামেও ভারতীয় নৌবাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কিত একটা সাব-মেরিন, হেলিকপ্টার এবং এয়ারক্রাফ মিউজিয়াম আছে। আমি আপনাদের সকলকে, বিশেষ করে যাঁরা সামরিক ইতিহাসে উৎসাহী, তাঁদের অনুরোধ করবো যে এই মিউজিয়ামগুলো একবার অবশ্যই দেখতে যাওয়ার।

আমার প্রিয় দেশবাসী, শীত পড়েছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে শীতকালীন পর্যটনের সময়ও শুরু হয়ে গেছে। পৃথিবীর বহু দেশ এই শীতকালীন পর্যটন, মানে ন্দ্রদ্রঠত্রন ঠদ্রত্তুন্দ্ধ-কে নিজেদের অর্থনীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি বানিয়ে তুলেছে। অনেক দেশেরই বৈশ্বিকভাবে সফল শীতকালীন উৎসব ও শীতকালীন ক্রীড়া মডেল আছে। এই দেশগুলো ছদ্ধদ্রত্ব ছদ্রদ্রন্দ্র-ত্নদ্রথন্স্থদ্রত্ব ছদ্রদ্রন্দ্র ঠত্রদ্বদ্ধদ্রত্ব জতত্রত্র ত্বন্দ্বত্বদ্রত্বএবং চথদ্বনা ছদ্রদ্রন্দ্র ঞ্ঝথন্দ্ধস্-এর মতো অভিজ্ঞতা-লাভের বিষয়গুলোকে নিজেদের পরিচিতি হিসেবে গড়ে তুলেছে। তারা নিজেদের শীতকালীন উৎসবগুলোকেও বিশ্বের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

বন্ধুরা, আমাদের দেশেও শীতকালীন পর্যটনের সমস্ত সম্ভাবনা রয়েছে। আমাদের এখানে পাহাড়''ও আছে, সু-সংস্কৃতি''ও আছে এবং অ্যাডভেঞ্চারের সম্ভাবনাও আছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত, এই সময় উত্তরাখণ্ডের শীতকালীন পর্যটন মানুষকে ভীষণ আকর্ষিত করছে। শীতকালে আউলি, মুন্সিয়ারী, চোপতা, দেয়ারার মত জায়গাগুলো অন্তত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কয়েক সপ্তাহ আগে পিথোরাগড় জেলায় সাড়ে চৌদ্দ হাজার ফুটেরও বেশি উচ্চতায় আদি কৈলাসে রাজ্যের প্রথম হাই অলটিটিউড আল্ট্রা রান ম্যারাথনের আয়োজন করা হয়েছিল। এখানে সারা দেশের ১৮টা রাজ্য থেকে ৭৫০ এরও বেশি অ্যাথলিটরা অংশ নিয়েছিল। ৬০ কিলোমিটার লম্বা এই ''আদি কৈলাশ পরিক্রমা রান'' শুরু হয়েছিল ভোর পাঁচটার কনকনে ঠান্ডায়। এত ঠান্ডা সত্ত্বেও মানুষের উৎসাহ দেখার মত ছিল। মাত্র তিন বছর আগে আদি কৈলাসের যাত্রায় যেখানে দুহাজারেরও কম পর্যটক আসতো এখন সেখানে সংখ্যাটা বেড়ে ত্রিশ হাজারেরো বেশি হয়ে গেছে।

বন্ধুরা, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই উত্তরাখণ্ডে উইন্টার গেমসের আয়োজনও হতে চলেছে। সারা দেশজুড়ে খেলোয়াড়, অ্যাডভেঞ্চার-প্রেমী এবং খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত মানুষজন এই আয়োজন নিয়ে অত্যন্ত উৎসাহিত। ছদ্ধদ্রত্বহাক বা ছদ্রদ্রন্দ্র স্কদ্রথন্স্থদ্রত্ব বরফের ওপর আয়োজন করা যায় এমন বহু খেলার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। উত্তরাখন্ড শীতকালীন পর্যটনের প্রসার ঘটাতে কানেক্টিভিটি এবং পরিকাঠামোর মতো বিষয়গুলোতেও গুরুত্ব দিয়েছে। হোমস্টে নিয়ে নতুন পলিসি তৈরি করা হয়েছে।

বন্ধুরা, শীতে ঢত্রত্মহদ্র জদ্রত্মথ অভিযানেও একটা রমরমা পড়ে যায়। শীতের সুন্দর রোদ্দুর হোক, পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে আসা কুয়াশার চাদর হোক, ত্মত্রস্থঠদ্রথক্ষ্ম ঠদ্রদ্র ন্দ্রত্রত্মস্থদ্রত্বএর জন্য পাহাড় এখন অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। অনেক বিবাহ অনুষ্ঠান তো এখন গঙ্গার তীরে করা হচ্ছে। বন্ধুরা শীতকালের এই দিনগুলোয় হিমালয়ের উপত্যকা এমন একটা অভিজ্ঞতার অংশ হয়ে ওঠে যা জীবন-ভর সঙ্গে থেকে যায়। যদি আপনি এই শীতে কোথাও যাবার কথা ভেবে থাকেন তাহলে হিমালয় উপত্যাকার কথা অবশ্যই মাথায় রাখবেন।

বন্ধুরা, কয়েক সপ্তাহ আগে আমি ভুটান গিয়েছিলাম। এই ধরনের সফরে বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা এবং আলোচনার সুযোগ হয়। আমার এই সফরে আমি ভুটানের রাজা, বর্তমান রাজার বাবা যিনি আগে রাজা ছিলেন, ওখানকার প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য লোকেদের সঙ্গে মিলিত হয়েছি। এই সময় সকলের কাছ থেকে একটা বিষয় অবশ্যই শুনেছি। সকলেই ওখানে ক্স্ত্মস্তুন্তঠস্ত্রন্থত্বস অর্থাৎ ভগবান বুদ্ধের পবিত্র অবশেষ পাঠানোর জন্য ভারতবাসীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছিলেন। আমি যখনই এটা শুনছিলাম আমার গর্ব হচ্ছিল।

বন্ধুরা, ভগবান বুদ্ধের পবিত্র অবশেষ সম্পর্কে অন্যান্য অনেক দেশেই আমি এই প্রকার উৎসাহ দেখেছি। গত মাসে ন্যাশনাল মিউজিয়াম থেকে এই পবিত্র অবশেষ রাশিয়ার কলমীকিয়াতে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে বৌদ্ধ ধর্মের বিশেষ গুরুত্ব আছে। এই পবিত্র অবশেষ দর্শনের জন্য রাশিয়ার দূর-দূরান্ত থেকে বহু মানুষ এখানে এসেছেন বলে আমাকে জানানো হয়েছে। মঙ্গোলিয়া, ভিয়েতনাম এবং থাইল্যান্ডেও এই পবিত্র অবশেষ নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সব জায়গাতেই লোকেদের মধ্যে এই নিয়ে খুব উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে। থাইল্যান্ডের রাজাও এই অবশেষ দর্শন করতে পৌঁছেছিলেন। ভগবান বুদ্ধের পবিত্র অবশেষের প্রতি সমগ্র বিশ্বের এই রকম বিশেষ সম্মান দেখে মন ভরে যায়। এটা শুনে খুব ভালো লাগে যে এই ধরনের কোনো উদ্যোগ সারা পৃথিবীর মানুষকে এক সূত্রে বাঁধার মাধ্যম হয়ে ওঠে।

আমার প্রিয় দেশবাসী, আমি আপনাদের সব সময় ঝদ্রত্বথন্দ্রদ্রন জ্রদ্রত্বথন মন্ত্র সঙ্গে নিয়ে চলার কথা বলি। এই কয়েকদিন আগে ও-২০ শিখর সম্মেলনের সময় যখন বিশ্বের অনেক নেতাদের উপহার দেওয়ার কথা হচ্ছিল তখন আমি আবার বললাম ঝদ্রত্বথন্দ্রদ্রন জ্রদ্রত্বথন আমি দেশবাসীর তরফে

● ছয়ের পাতায়

রাহুল, সোনিয়ার

● প্রথম পাতার পর

টাকা স্থানান্তরিত করেছিল। ইয়াং ইন্ডিয়ানের মূল অংশীদার হলেন সোনিয়া গান্ধী ও রাহুল গান্ধী।

এজেএল অধিগ্রহণ নিয়ে অভিযোগ এফআইআর অনুযায়ী, অভিযুক্তরা জালিয়াতির মাধ্যমে ন্যাশনাল হেরাল্ড সংবাদপত্রের সাথে যুক্ত সংস্থা এজেএল-এর নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার জন্য একটি ফৌজদারি ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিলেন।

এজেএল-এর সম্পদের মূল্য প্রায় ২,০০০ কোটি টাকা হওয়া সত্ত্বেও, ইয়াং ইন্ডিয়ান কংগ্রেস পার্টিকে ৫০ লক্ষ টাকা দিয়ে সংস্থাটির নিয়ন্ত্রণ লাভ করে।

তদন্তকারীরা বলছেন, ডটেক্স থেকে ইয়াং ইন্ডিয়ানে স্থানান্তরিত হওয়া ১ কোটি টাকা এই অধিগ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

এফআইআর-এ অভিযোগ করা হয়েছে যে এই লেনদেনগুলি বেআইনি পদ্ধতির মাধ্যমে এজেএল-এর বিশাল সম্পত্তি, যা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রয়েছে, সেগুলিকে কার্যকরভাবে ইয়াং ইন্ডিয়ানের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য সাজানো হয়েছিল।

অভিযুক্তদের ৩ দিনের

● প্রথম পাতার পর

যুবকেরা। স্থানীয়দের অভিযোগের ভিত্তিতে দ্রুত অভিযানে নামে এনসিসি থানার পুলিশ এবং বিভিন্ন স্থান থেকে ৯ জনকে আটক করতে সক্ষম হয়। তিনি আরও জানান, অভিযুক্তরা মদ্যপ অবস্থায় শহরের রাজপথে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং সরকারি সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত করে। ঘটনায় নির্দিষ্ট মামলা রুজু হয়েছে এবং তদন্ত চলছে।

পুলিশ জানিয়েছে, এদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শহরে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে ভবিষ্যতেও এমন অভিযানে পুলিশ কঠোর অবস্থান নেবে বলে জানিয়েছেন এসডিপিও সুব্রত বর্মণ।

এই বিষয়ে সরকারি আইনজীবী দিলীপ দেবনাথ জানান গতকাল রাতে গ্রেফতার করে আজ তাদেরকে কয়েকটি অভিযোগ মূলে রিমান্ড চেয়ে আদালতে প্রেরণ করা হয়। আদালত তাদেরকে ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত জেল হাজতে পাঠিয়েছে আদালত।

দেশের উন্নয়নের

● প্রথম পাতার পর

ভোটার তিপ্রা মথা এবং সিপিআইএম দল ত্যাগ করে ভারতীয় জনতা পার্টিতে (বিজেপি) যোগদান করেন।

দলবদলকারী নবাগত সদস্যদের হাতে বিজেপির পতাকা তুলে দিয়ে তাদের দলে গ্রহণ করেন দলের সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা। স্থানীয় সূত্রের মতে, মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতি ও কেন্দ্রীয় নীতির প্রতি আস্থা বৃদ্ধির ফলেই এই যোগদান।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, মান্দাই অঞ্চলে এই দলীয় যোগদান আসন্ন নির্বাচনের আগে বিজেপির জন্য তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে।

আজ থেকে রাজ ভবনের নাম

● প্রথম পাতার পর

বর্তমানে গণতন্ত্র চলছে। গণতন্ত্র শাসিত রাজ্যে তাই রাজভবনের নাম পরিবর্তন করে লোক ভবন করা হয়েছে। পয়লা ডিসেম্বর থেকে এই নির্দেশ কার্যকরী হবে। পাশাপাশি লোকভবনে সাধারণ জনগনের প্রবেশাধিকার সম্পর্কেও নির্দিষ্ট সময় এবং নিয়ম-নীতি ধার্য্য করে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন রাজ্যপাল।

গাঁজা সহ আটক চালক

● প্রথম পাতার পর

সে সময় কন্টেইনারটির গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলে তল্লাশি করা হয়। তল্লাশিতেই প্রকাশ্যে আসে গাঁজা পাচারের এই ছক। ঘটনাস্থলেই মাদকদ্রব্য জব্দ করে পুলিশ একটি মামলা রুজু করেছে। উদ্ধার হওয়া গাঁজার উৎস ও পাচারচক্রের যোগসূত্র খতিয়ে দেখতে শুরু হয়েছে তদন্ত।

মন্দিরে দুঃসাহসিক চুরি!

● প্রথম পাতার পর

ভেঙে নিয়ে গেছে প্রণামী বাক্স এবং তার ভেতরে থাকা সর্বস্ব।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো আজ সকালে মন্দির খুলতে আসেন মন্দিরের সদস্যরা। দরজা খুলেই লক্ষ্য করেন প্রণামী বাক্সটি নেই। পরে মন্দিরের ভিতরে ও পেছনের দিকে খোঁজ করে দেখা যায়, বেড়া কেটে প্রণামী বাক্স ভেঙে নগদ অর্থসহ অন্যান্য মূল্যবান জিনিস লুট করে পালিয়েছে চোর।

ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। পুরো এলাকা পরিদর্শন করে তারা একটি চুরির মামলা রুজু করেছে। চোরের খোঁজে ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

রবিবার আগরতলায় এক অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা।

রবিবার বাম ছাত্র সংগঠনের উদ্যোগে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

রামনগর মণ্ডলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো প্রধানমন্ত্রী মোদির 'মন কি বাত'-এর ১২৮তম পর্ব, অনুষ্ঠান শুনলেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস , মেয়র সহ অন্যান্যরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ নভেম্বর: রামনগর মণ্ডলের উদ্যোগে আজ পিসিসি ইট ভাট্টা সংলগ্ন এলাকায় আয়োজিত হলো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনপ্রিয় রেডিও অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'-এর ১২৮তম পর্ব শোনার বিশেষ আয়োজন। উল্লেখ্য, 'মন কি বাত'-এর প্রথম পর্ব সম্প্রচারিত হয়েছিল ২০১৪ সালের ৩ অক্টোবর বিজয়া দশমীর দিন। সেই ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবেই আজ সম্প্রচারিত হলো এর ১২৮তম পর্ব।

অনুষ্ঠানটি শোনার জন্য এদিন উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা সরকারের মন্ত্রী সুধাংশু দাস, বিধায়ক ও আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, বিজেপির রাজ্য সহ-সভাপতি সুবল ভৌমিক, কামনগর মণ্ডল সভাপতি অমিতাভ ভট্টাচার্য্য সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব ও সাধারণ মানুষ।

মন কি বাত অনুষ্ঠান শোনার পর বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, "মন কি বাত একটি অরাজনৈতিক অনুষ্ঠান। এখানে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। সমাজের সকল অংশের মানুষকে এই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানাই।"

স্থানীয়দের উপস্থিতি ও সক্রিয় অংশগ্রহণে এদিনের আয়োজন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। রামনগর মণ্ডলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছেএ ধরনের সামাজিক ও জনসংযোগমূলক উদ্যোগ আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে।

গৌরনগর পঞ্চায়েতে চালু হলো আর.কে. পেট্রোলিয়াম এজেন্সি: উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী টিংকু রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৩০ নভেম্বর: আজ থেকে কৈলাশহর মহকুমার গৌরনগর পঞ্চায়েতে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হলো আর.কে. পেট্রোলিয়াম এজেন্সি। ন্যাশনাল হাইওয়ে সংলগ্ন এই নবনির্মিত পেট্রোলিয়াম কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা সরকারের সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন এজেন্সির পক্ষে নগেন্দ্র কর, গৌরনগর পঞ্চায়েত প্রধান গোবিন্দ দেবনাথ, সমাজসেবক পিন্টু ঘোষ, স্থানীয় ক্লাবের সভাপতি সূর্য্যকান্ত সিনহা সহ এলাকার বিশিষ্ট জনেরা। মন্ত্রীর হাত ধরে ফিতা কাটা এবং প্রতীকীভাবে বাইকে তেল ভরার মধ্য দিয়ে এজেন্সির কার্য্যক্রমের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়।

স্থানীয়দের মতে, এই পেট্রোলিয়াম এজেন্সি চালু হওয়ায় গৌরনগর ও আশপাশের এলাকাবাসীরা দীর্ঘদিনের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন পূরণ হওয়ায় উপকৃত হবেন।

ঊনকোটি এডিসি ভিলেজে কফি চাষ ও প্রক্রিয়াকরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ২৯ নভেম্বর: কৈলাশহর গৌরনগর এবং ডি ব্লকের অধীনে ঊনকোটি এডিসি ভিলেজ এলাকায় নাবার্ডের সহযোগিতায় কফি চাষ ও প্রক্রিয়াকরণ সম্পর্কিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য, ঊনকোটি এডিসি ভিলেজে প্রচুর পরিমাণ পাহাড়ি জমি রয়েছে, যেখানে কলাবাগান, সুপারি বাগান, চা-বাগান, রাবার বাগানসহ বিভিন্ন ধরনের চাষ সম্ভব। এই সমস্ত জমির নিচেই অল্প পরিশ্রমে কফি চাষ লাভজনকভাবে করা যায়। মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, একসময় কফি চাষ দক্ষিণ ভারতে সীমিত থাকলেও বর্তমানে আমাদের রাজ্যেও এটি বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র থেকে উৎপাদিত কফি বাজারজাত হবে এবং রাজ্যের কফি ভারতের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে যাবে।

মন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন, কফি চাষের জন্য নাবার্ড ও এসআইডি ব্যাঙ্ক-এর মাধ্যমে সরকারি সহায়তা পাওয়া যায়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মন কি বাতের ১২৮ তম পর্ব

● পাচের পাতার পর

বিশ্বের নেতাদের যে উপহার দিয়েছি সেখানে এই ভাবনাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। ও-২০ সম্মেলনে আমি দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপতিকে ব্রোঞ্জের নটরাজ মূর্তি উপহার দিয়েছি। এটি তামিলনাড়ুর তাঞ্জাবুরের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সঙ্গে যুক্ত চৌলদের সময়ের শিল্পকলার এক চমৎকার উদাহরণ। কানাডার প্রধানমন্ত্রীকে রুপোর তৈরি ঘোড়ার প্রতিকৃতি দেওয়া হয়। এটি রাজস্থানের উদয়পুরের উল্লেখযোগ্য শিল্পকলার নিদর্শন। জাপানের প্রধানমন্ত্রীকে রুপোর বুদ্ধের প্রতিকৃতি উপহার দেওয়া হয়। এতে তেলেঙ্গনা এবং করিমনগরের প্রসিদ্ধ সিলভার ক্রাফটের সূক্ষ্ম কাজ সম্পর্কে জানা যায়। ইতালির প্রধানমন্ত্রীকে ফুলের আকৃতির রুপোর আয়না উপহার দেওয়া হয়। এটিও করিমনগরের ঐতিহ্যবাহী ধাতু শিল্পকলার নিদর্শন। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীকে আমি পেতলের ওরলি উপহার দিয়েছি। এটি কেরালার মুন্নারের একটি উৎকৃষ্ট শিল্প। আমার উদ্দেশ্য ছিল যে বিশ্ব যেন ভারতীয় শিল্প, কলা এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে অবগত হয়, আমাদের শিল্পীদের প্রতিভা যেন বিশ্বের মঞ্চ পায়।

বন্ধুরা, আমি খুশি যে ভোকাল ফর লোকালের এই ভাবনা দেশের কোটি কোটি মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ করে নিয়েছেন। এই বছর যখন আপনারা উৎসবের কেনাকাটার জন্য বাজারে গিয়েছিলেন তখন একটি বিষয় আপনারা সকলে নিশ্চয়ই অনুভব করেছেন। সকলের পছন্দ এবং বাড়িতে নিয়ে আসা সামগ্রীর মধ্যে একটি বিষয় স্পষ্ট যে দেশ স্বাদেশিকতার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। মানুষ স্বেচ্ছায় ভারতে উৎপাদিত সামগ্রী বেছে নিচ্ছেন। ছোট ছোট দোকানদাররাও এই পরিবর্তন অনুভব করেছেন। তরুণরাও এবার ভোকাল ফর লোকাল অভিযানকে ত্বরান্বিত করেছেন। আগামী কিছুদিনের মধ্যে বড়দিন এবং নববর্ষের কেনাকাটার নতুন উদ্যম শুরু হবে। আমি আপনাদের আবার মনে করিয়ে দেব যে ভোকাল ফর লোকালের মন্ত্র মনে রাখবেন। সেই জিনিস কিনবেন যা আমাদের দেশে তৈরি। সেই জিনিসই বিক্রি করবেন যার সঙ্গে দেশবাসীর পরিশ্রম যুক্ত।

আমার প্রিয় দেশবাসী, ভারতীয় খেলাধুলার ক্ষেত্রে এই মাস ছিল সুপারহিট। ভারতীয় মহিলা দলের আইসিসি মহিলা বিশ্বকাপ জয় দিয়ে শুরু হয়েছিল এই মাস। কিন্তু এরপরেও মাঠে আরো বেশি অ্যাকশন দেখা গেছে। কিছুদিন আগে টোকিওতে ডেফ অলিম্পিকস আয়োজিত হয়েছিল, যেখানে ভারত এখনও পর্যন্ত সর্বশ্রেষ্ঠ প্রদর্শনের মাধ্যমে ২০টি পদক জিতেছে। আমাদের মহিলা খেলোয়াড়রাও কবাডি ওয়ার্ল্ড কাপ জিতে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। পুরো টুর্নামেন্টে তারা উন্নত মানের প্রদর্শন করে প্রত্যেক ভারতবাসীর মন জিতে নিয়েছে। ওয়ার্ল্ড বক্সিং কাপ ফাইনালেও আমাদের খেলোয়াড়দের উল্লেখযোগ্য প্রদর্শন ছিল যেখানে তাঁরা কুড়িটি পদক জিতেছেন।

বন্ধুরা, যে বিষয়টি নিয়ে আরো বেশি আলোচনা চলছে সেটি হল আমাদের মহিলা দলের ব্লাইন্ড ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ জয়। সবথেকে উল্লেখযোগ্য যে আমাদের এই টিম একটিও ম্যাচ না হেরে এই টুর্নামেন্ট জিতেছে। এই টিমের সব খেলোয়াড়কে নিয়ে দেশবাসী গর্বিত। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে এই টিমের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। এই টিমের সংকল্প, তাদের ভাবাবেগ আমাদের অনেক কিছু শেখায়। আমাদের খেলাধুলার ইতিহাসে এই জয় সবথেকে বড় জয়ের মধ্যে একটি, যা সব ভারতীয়কে প্রেরণা জোগাবে।

বন্ধুরা, আজকাল আমাদের দেশে ত্রদ্রত্মভ্খদ্রত্বত্র ন্দ্মদ্রর্ন্ঠ্-এর একটি নতুন ধারা খুব তাড়াতাড়ি উঠে আসছে। ক্কদ্রত্মভ্খদ্রত্বত্র ন্দ্মদ্রর্ন্ঠ্ বলতে আমি সেই সব স্পোর্টস অ্যাক্টিভিটির সম্পর্কে বলছি যেখানে আপনার ক্ষমতা যাচাই করা হয়। কয়েক বছর আগে পর্যন্ত ম্যারাথন এবং বাইকথনের মত বিশেষ ইভেন্ট কিছু বিশেষ মানুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আমাকে বলা হয়েছে যে সমগ্র দেশে প্রতিমাসে ১৫০০র বেশী ত্রদ্রত্মভ্খদ্রত্বত্র ন্দ্মদ্রর্ন্ঠ্-এর আয়োজন করা হয়। এই ইভেন্টে অংশগ্রহণ করার জন্য অ্যাথলেটরা দূর-দূরান্তে পাড়ি দেন।

বন্ধুরা, ত্রদ্রত্মভ্খদ্রত্বত্র ন্দ্মদ্রর্ন্ঠ্-এর এক উদাহরণ আইরনম্যান ট্রায়াথ্যালন। কল্পনা করুন, যদি বলা হয় আপনাকে একদিনেরও কম সময়ের মধ্যে তিনটি কাজ সম্পন্ন করতে হবে। যথা সমুদ্রে চার কিলোমিটার সাঁতরানো, একশো আশি কিলোমিটার সাইকেল চালানো ও প্রায় ৪২ কিলোমিটার ম্যারাথন দৌড়ানো। তখন আপনি ভাববেন তা কি করে সম্ভব। কিন্তু যারা অসমসাহসী তারা এই কাজও সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারেন। তাই এর নাম আইরনম্যান ট্রায়াথ্যালন।

সম্প্রতি গোয়ায় এমনই এক খেলার আয়োজন করা হয়েছিল। ইদানিং এই ধরনের অনুষ্ঠানে অনেকেই উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। এইরকম আরো অনেক প্রতিযোগিতা রয়েছে যা আমাদের তরুণ বন্ধুদের মধ্যে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ইদানিং অনেকেই ফিট ইন্ডিয়া সানডেস অন সাইকেলের মত কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য একত্রিত হচ্ছেন। এই সমস্ত বিষয়ই ফিটনেস এর মানসিকতাকে উৎসাহিত করছে।

বন্ধুরা, প্রতিমাসে আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আমার জন্য সবসময়ই এক নতুন অভিজ্ঞতা। আপনাদের গল্প, আপনাদের প্রচেষ্টা, আমাকে নতুন প্রাণশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করে। চিঠিতে আপনাদের পাঠানো পরামর্শ, আপনাদের অভিজ্ঞতার বর্ণনা, ভারতের বৈচিত্র্যকে আমাদের এই কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে অনুপ্রাণিত করে। আগামী মাসে আমাদের যখন দেখা হবে তখন ২০২৫ সাল প্রায় শেষের পথে। দেশের বেশিরভাগ অংশে শীতের তীব্রতা বাড়তে থাকবে। শীতের এই মরশুমে নিজের এবং পরিবারের বিশেষ যত্ন নিন। আগামী মাসে আমরা অবশ্যই কিছু নতুন বিষয় এবং নতুন ব্যক্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করব। অনেক অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

ক্রীড়াঙ্গন

প্রগতি প্লে সেন্টারের প্রশংসায় মেয়র প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ জেআরসি জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রগতি প্লে সেন্টার গার্জিয়ান ফোরাম এবং জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের মধ্যে এক বন্ধুত্বপূর্ণ-প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। দায়িত্বপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও বিনোদনের উদ্দেশ্যে একদিনের জন্য মাঠে ক্রীড়া অনুষ্ঠানে আনন্দ উপভোগ করতে পেরে দু-দলের খেলোয়াড় এবং আয়োজকরা অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করছেন। খেলা শুরুর আগে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার দু-দলের খেলোয়ারদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন এবং নেশা মুক্তির বার্তা ও শান্তির দূত হিসেবে পায়রা আকাশে উড়িয়ে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচে এক অন্য মাত্রা বয়ে এনেছেন। আগামী দিনেও এ ধরনের প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ আয়োজনের মধ্য দিয়ে দুই পক্ষের সম্পর্ক জারি থাকবে বলে খেলোয়াড় এবং অতিথিদের প্রত্যেকেই অভিমত ব্যক্ত করেন। প্রগতি প্লে সেন্টার থেকে অনেক ক্রিকেটার রাজ্য ক্রিকেটের আঙিনায় উঠে আসছে বলে মেয়র শ্রীমজুমদার প্লে সেন্টারের কোচ এবং গার্জিয়ানদের ভূয়ষী প্রশংসা করেন। স্থানীয় ভোলাগিরি গ্রাউন্ডে সকাল সাড়ে দশটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে জে.আর.সি-র দলনেতা অভিষেক দে প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন। প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে প্রগতি প্লে সেন্টার গার্জিয়ান ফোরাম সীমিত ১৬ ওভারে ৬ উইকেটে ১০০ রান সংগ্রহ করলে জবাবে জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব ১১.৩ ওভার খেলে কোনও উইকেট না হারিয়েই জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। ওপেনিং জুটিতে মেঘধন দেব ও তাপস দেব এর অনবদ্য ব্যাটিং দলকে জয় এনে দেয়। মেঘধন একটি বাউন্ডারি ও ছয়টি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৬০ রান এবং তাপস একটি বাউন্ডারি ও দুইটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৩০ রান সংগ্রহ করে অপরাজিত ভূমিকায় দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। প্রগতি প্লে ফোরামের পক্ষে সৌমেন কর দুইটি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারি মেরে অপরাজিত ভূমিকায় সর্বাধিক ৩৮ রান সংগ্রহ করেছিল। সঞ্জয় দেবের ব্যাট থেকে আসে ১৮ রান তিনটি ওভার বাউন্ডারির দৌলতে। বোলিংয়ে মনোজিৎ দাস ১৪ রানে এবং বাপন দাস ৩১ রানের বিনিময়ে দুটি করে উইকেট পেয়েছেন। দিব্যেন্দু দে ও প্রসেনজিৎ সাহা পেয়েছেন একটি করে উইকেট। অনবদ্য ব্যাটিং পারফরম্যান্সের সুবাদে মেঘধনকে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচ এবং প্রণব শীলকে সেরা ফিল্ডার এবং সৌমেন করকে সেরা ব্যাটার্স-এর পুরস্কারে সংবর্ধিত করা হয়। প্রগতি প্লে সেন্টার গার্জিয়ান ফোরামের হয়ে অন্যান্যদের মধ্যে সুমন দেব, প্রদ্যুৎ দাস, উত্তম দেবনাথ, সঞ্জীব দেব, মনীষ লস্কর, রাজু সোম, শুভ্রজিৎ সরকার, দীপাঞ্জন দেবনাথ, ডা: দীপ দত্ত, বিজয় বিশ্বাস যেমন দুর্দান্ত খেলেছেন, তেমনি জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের হয়ে অভিষেক দে, মিলটন ধর, শিসান চক্রবর্তী, অঞ্জন দেব, রাজেশ রায় দারুণ খেলা উপহার দিয়েছেন। খেলা শেষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিবর্গ তথা প্রগতি প্লে সেন্টার গার্জিয়ান ফোরামের পক্ষে প্রখ্যাত ক্রিকেট কোচ নয়ন দেববর্মা, প্রাক্তন ক্রিকেটার সুমন দেব, জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ, সম্পাদক অভিষেক দে এবং গার্জিয়ান ফোরামের প্রত্যেক সদস্য প্রমুখ বিজয়ীদের হাতে সুদৃশ্য চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স ট্রফি তুলে দেন। অভিষেক দে ও নয়ন দেববর্মাকে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। জেআরসি-র প্রত্যেক খেলোয়াড়কে গিফট হ্যাম্পারে পুরস্কৃত করা হয়। জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের পক্ষে সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ এবং সম্পাদক অভিষেক দে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

কানাডাকে ১৪, ওমানকে ১৭ গোল! হকির দুই প্রতিযোগিতায় দাপট ভারতের

সুলতান আজলান শাহ হকির ফাইনালে উঠে গেল ভারত। শনিবার মালয়েশিয়ায় কানাডাকে ১৪-৩ গোলে হারাল তারা। একাই চার গোল করেছেন যুগরাজ সিংহ। পয়েন্ট তালিকায় সবার উপরে শেষ করে ফাইনালে উঠেছে ভারত। ট্রফির লড়াইয়ে তাদের সামনে বেলজিয়াম, যাদের কাছে গ্রুপ পর্বে হেরেছিল ভারত।

শনিবারই ছোটদের বিশ্বকাপে ওমানকে ১৭-০ গোলে হারাল ভারতীয় দল। ঘরের মাঠে এটি তাদের দ্বিতীয় জয়। হ্যাটট্রিক করেছেন অর্শদীপ, মনমীত এবং দিলরাজ। দু'টি করে গোল অজিত, গুরজ্যোত এবং ইঙ্গালেমবার। একটি করে গোল করেছেন অনমোল এবং শারদানন্দ। ২ ডিসেম্বর গ্রুপ পর্বে ভারতের শেষ ম্যাচ সুইৎজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে।

কানাডার বিরুদ্ধে চতুর্থ মিনিটেই গোল করে ভারতকে এগিয়ে দেন নীলকান্ত শর্মা। ১০ মিনিটে রাজিন্দর সিংহ গোল করেন। হঠাৎ পাল্টা প্রতিরোধ শুরু করে তারা। একাধিক পেনাল্টি কর্নার আদায় করে। ১১ মিনিটে ব্রেন্ডান গুরালিউক একটি গোল শোধ করেন।

তবে ভারত ব্যবধান বাড়াতে সময় নেয়নি। যুগরাজ এবং অমিত রোহিদাস পর পর গোল করেন। প্রথম কোয়ার্টারে ৪-১ এগিয়েছিল ভারত। এই প্রতিযোগিতায় সিনিয়র খেলোয়াড়দের বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। ফলে তরুণদের উপরেই দায়িত্ব ছিল দেশকে গর্বিত করার। সেই কাজ ভাল ভাবেই পালন করেছেন তাঁরা। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে রাজিন্দর, দিলপ্রীত এবং যুগরাজ গোল করেন।

৭-১ এগিয়ে থাকা ভারত তৃতীয় কোয়ার্টারে অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। কানাডার ম্যাথু সারমেন্টো একটি গোল শোধ করলেও যুগরাজ হ্যাটট্রিক করেন। সেলভাম কার্তি গোল করে ভারতকে ৯-২ এগিয়ে দেন। চতুর্থ কোয়ার্টারে মোট ছ'টি গোল হয়। তার মধ্যে রোহিদাস দ্বিতীয় এবং যুগরাজ চতুর্থ গোল করেন। সঞ্জয়ের গোলের পর শেষ দিকে জোড়া গোল করেন অভিষেক।

৬৯তম জাতীয় স্কুল দাবা সম্পন্ন, অর্শিয়া মেহেকদ্বীপের স্বর্ণপদক; রৌপ্য আরাধ্যার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দলগত বিভাগে ট্রফি অধরা হলেও ব্যক্তিগত বিভাগে অর্শিয়া, মেহেকদ্বীপের স্বর্ণপদক। পাশাপাশি রৌপ্য পদক আরাধ্যার। জাতীয় স্কুল দাবায় দারুন পারফরম্যান্স ত্রিপুরার দাবাড়ুদের। তবে দলগত বিভাগে সাফল্য প্রাপ্তিকে নিশ্চিত করতে হলে রাজ্যে আরও ব্যাপক হারে এবং উন্নত মানের দাবার প্রশিক্ষণ ও প্রসারের আবশ্যকতা রয়েছে, তার কিন্তু আজ প্রমাণ মিলেছে। ৬৯ তম জাতীয় স্কুল ক্রীড়ার অনূর্ধ ১৭ বালক বালিকা বিভাগের দাবা প্রতিযোগিতার আসর সম্পন্ন হয়েছে আজ। বালিকা বিভাগে মহারাষ্ট্র চ্যাম্পিয়ন, রানার্স কেরালা, তৃতীয় স্থান পেয়েছে তামিলনাড়ু। একইভাবে বালক বিভাগে সিবিএসই চ্যাম্পিয়ন ট্রফি পেয়েছে। হরিয়ানা পেয়েছে রানার্স আপের খেতাব। মহারাষ্ট্র পেয়েছে ব্রোঞ্জ পদক। এদিকে ব্যক্তিগত বিভাগে বালিকাদের গ্রুপে অর্শিয়া দাস অপরাজিত ভূমিকায় সেরা হয়ে স্বর্ণপদক পেয়েছে ৬ রাউন্ডে ৬ পয়েন্ট অর্জন করে। আরধ্যা দাস পেয়েছে রৌপ্য পদক। বালক বিভাগে মেহেকদীপ গোপও ৬ রাউন্ডে ছয় পয়েন্ট পেয়ে স্বর্ণপদক পেয়েছে। প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরণ সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে ট্রফি ও পদক তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত যুব বিষয়ক ক্রীড়া দফতরের সচিব ড: প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, ত্রিপুরা ক্রীড়া পরিষদের সচিব সুকান্ত ঘোষ, অলিম্পিয়ান জিমন্যাস্ট পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার, ত্রিপুরা দাবা সংস্থার সভাপতি অভিজিৎ মৌলিক প্রমুখ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। সভাপতিত্ব করেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা এল ডারলং। ২৬ নভেম্বর থেকে শুরু হয়ে পাঁচ দিনব্যাপী আয়োজিত সর্বভারতীয় স্তরের ৬৯ তম জাতীয় স্কুল ক্রীড়ার অনূর্ধ-১৭ বালক বালিকাদের দাবা প্রতিযোগিতা সাফল্যমন্ডিতভাবে সম্পন্ন হওয়ায় উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।

সৈয়দ মোস্তাক আলী ক্রিকেটে ঝাড়খণ্ডের কাছেও হারলো ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পরাজয় যেন প্রবাহমান ত্রিপুরা দলের পক্ষে। কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না। টানা তিনটি ম্যাচ হয়ে গেল, হারের গভীরতা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। প্রথম ম্যাচে সৌরাষ্ট্রের কাছে চার উইকেটে, দ্বিতীয় ম্যাচে রাজস্থানের কাছে ৫ উইকেটে পরাজয়ের পর আজ, রবিবার তৃতীয় ম্যাচে ঝাড়খণ্ডের কাছে আট উইকেটে পরাস্তদস্ত হয়েছে ত্রিপুরা। খেলা বিসিসিআই আয়োজিত সৈয়দ মুস্তাক আলী টি-টোয়েন্টি ট্রফি ক্রিকেটে। আমেদাবাদর মোতেরায় নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম বি গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ঝাড়খণ্ডের দলনেতা ঈশান প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। এদিকে প্রথমে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে ত্রিপুরা দল নির্ধারিত কুড়ি ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে ১৮২ রান সংগ্রহ করে। ওপেনার বিক্রম কুমার দাসের ৪২ রান, বিজয় শংকরের ৫৯ রান এবং দলনেতা মনি শংকর মুরা সিংয়ের ৪২ রান উল্লেখযোগ্য। বিক্রম ২৯ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৪২ রান সংগ্রহ করে। বিজয় শংকর ৫৯ রান পায় ৪১ বল খেলে আটটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি মেরে। মনি শংকর মারকুটে ব্যাট চালিয়ে ২১ বল খেলে পাঁচটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৪২ রান সংগ্রহ করে। ঝাড়খণ্ডের অনুকুল রায় ২৯ রানে এবং বিকাশ সিং ৪০ রানে দুটি করে উইকেট পেয়েছেন। সৌরভ, উৎকর্ষ সিং ও বালকৃষ্ণ পেয়েছেন একটি করে উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৬ রানে প্রথম উইকেট এবং ৩২ রানে দ্বিতীয় উইকেট হারিয়ে ঝাড়খন্ড কিছুটা সমস্যার মধ্যে পড়লেও বিশেষ করে ওপেনার তথা ঈশানের অধিনায়কোচিত ব্যাটিং পারফরম্যান্স দলের জয় নিশ্চিত করে দেয়। ঈশানের অপরাজিত শতক ও বিরাট সিংহের অপরাজিত অর্ধশতক দলকে জয় এনে দেয়। ঈশাণ ৫০ বল খেলে দশটি বাউন্ডারি ও ৮টি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১১৩ রান এবং বিরাট ৪০ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৫৩ রান সংগ্রহ করে অপরাজিত ভূমিকায় দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। ত্রিপুরা দলের ভিকি সাহা ও সৌরভ দাস একটি করে উইকেট পেয়েছেন। অধিনায়কোচিত ব্যাটিং এবং উইকেটকিপিং এর দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের সৌজন্যে ঈশান পেয়েছেন প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব। এলিট ডি গ্রুপে, দিনের অন্যান্য খেলায় রাজস্থান রোমাঞ্চকর ভাবে এক রানের ব্যবধানে কর্ণাটককে এবং তামিলনাড়ু ৫ উইকেট এর ব্যবধানে উত্তরাখণ্ডকে পরাজিত করেছে।

যা খুশি বলুন তবে আমরা 'উদ্ধত' নই: বেন স্টোকস

পার্থে অ্যাশেজের প্রথম টেস্টে দুই দিনেই হেরেছে ইংল্যান্ড। এই টেস্টে ইংল্যান্ডের হারের ধরন ও পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার কারণে বেন স্টোকসের দলকে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে। কেউ তাদের বলেছেন 'ব্রেন লেস', কেউ বলেছেন 'উদ্ধত'। ইংল্যান্ড অধিনায়ক স্টোকস অন্য সব সমালোচনা মানতে পারলেও 'উদ্ধত' কথাটা মানতে পারছেন না।

অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হবে আগামী ৪ ডিসেম্বর। ব্রিসবেনে হতে যাওয়া এই টেস্টে খেলা হবে গোলাপি বলে। ইংলিশ ক্রিকেটারদের সামনে সুযোগ ছিল গোলাপি বলে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলারও। তবে সেই সুযোগ নেননি স্টোকসরা। তারা প্রথম টেস্টের একাদশের কাউকেই ক্যানবেরায় প্রাইম মিনিস্টার্স একাদশের বিপক্ষে ইংল্যান্ড লায়ন্সের ম্যাচে পাঠায়নি। সাবেক অস্ট্রেলিয়ান পেসার মিচেল জনসন এটা দেখেই এরপর ইংল্যান্ড দলকে বলেছেন 'উদ্ধত'। স্টোকসকে বিবিসি স্পোর্টকে বলেছেন, 'আপনি আমাদের "বাজে" বলতে পারেন, যা খুশি বলতে পারেন। আমরা যেভাবে টেস্ট ম্যাচ খেলতে চেয়েছিলাম, তেমনটা পারিনি। "উদ্ধত" শব্দটা হয়তো একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। ঠিক আছে, ভালো-মন্দ দুটোই নিতে হবে। "বাজে" বললে আমি মানতে পারি, কিন্তু "উদ্ধত"? এটা নিয়ে আমি নিশ্চিত নই।'

ব্রিসবেনে দ্বিতীয় টেস্টের আগে পাঁচ দিনের অনুশীলন শুরু করেছে ইংল্যান্ড। শুরুর দিনেই অবশ্য বৃষ্টির কবলে পড়েছে তারা। সকালে অ্যালান বোর্ডার মাঠে ইংল্যান্ডের অনুশীলন বৃষ্টিতে বাধাগ্রস্ত হয়।

পার্থে না খেলা স্কোয়াডের তিনজনজ্যাকব বেথেল, জশ টাং ও ম্যাথু পটস গেছেন লায়ন্স দলে ক্যানবেরায় তাদের দুই দিনের ম্যাচ খেলতে। বিবিসি খবর দিয়েছে, স্কোয়াডে থাকা বাকি ১৩ জনের মধ্যে শুধু মার্ক উড ছিলেন না ঐচ্ছিক অনুশীলনে। চোটের কারণে তাঁর ব্রিসবেন টেস্টে খেলা হচ্ছে না।

গোলাপি বলের প্রস্তুতি ম্যাচে একাদশের কারও না থাকা নিয়ে তাঁর ব্যাখ্যা, 'আমি বুঝি। আমাদের সামনে ব্রিসবেনে গোলাপি বলের ম্যাচ আছে, এর আগে আমরা একটা প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার সুযোগ পাচ্ছি। কিন্তু শুধু এটুকুই নয়। সব দিক ভেবে পক্ষে-বিপক্ষে আলোচনা করে আমরা সিদ্ধান্ত নিই, আমাদের জন্য কোনটা সেরা প্রস্তুতি হবে।

প্রথম টেস্টের পর কয়েকটা বাড়তি দিন ছুটি মিলেছে। তাই ভাবতে হয়েছে, কীভাবে এই দিনগুলোকে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কাজে লাগাব ব্রিসবেনের জন্য।'

সিরিজে পিছিয়ে পড়া নিয়ে তাঁর কথা, 'আমরা জানি এই হারের পর অনেক সমর্থক হতাশ। কিন্তু এটা পাঁচ ম্যাচের সিরিজ, এখনো চারটা ম্যাচ বাকি। প্রথমটা হেরেছি ঠিকই। কিন্তু আমরা সিরিজ শুরু করার আগে অ্যাশেজ জয়ের লক্ষ্য নিয়ে শুরু করেছিলাম, সেটা অর্জনের জন্য আমরা সবকিছু করব।'

রাঁচীতে কোহলির শতরান, রোহিতের অর্ধশতরান, সাজঘরে গম্ভীর মুখে হাততালি কোচ গৌতির, শেষে আলিঙ্গন

সমালোচনার জবাব দিয়েছেন রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। আরও এক বার দেখিয়েছেন, ক্রিকেট এখনও অনেকটাই বাকি আছে তাঁদের মধ্যে। রাঁচীতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম এক দিনের ম্যাচে শতরান করেছেন কোহলি। অর্ধশতরান করেছেন রোহিত। তাঁদের ইনিংস সাজঘরে বসে দেখেছেন কোচ গৌতম গম্ভীর। হাততালি দিয়েছেন। দুই তারকার ইনিংসের প্রশংসা করেছেন। কিন্তু মুখে হাসি দেখা যায়নি গৌতির। রাঁচীতে দ্বিতীয় উইকেটে ১৩৬ রানের জুটি বেঁধেছে রোহিত ও কোহলি। ১৮তম ওভারে ছক্কা মেরে অর্ধশতরান করেছেন কোহলি। পরের ওভারেই হয়েছে রোহিতের অর্ধশতরান। দু'বারই ক্যামেরা দেখিয়েছে গম্ভীরকে। সাজঘরে রোদচশমা পরে বসেছিলেন তিনি। বসে বসেই হাততালি দিয়েছেন। গম্ভীর মুখেই বসেছিলেন তিনি। পরে যখন কোহলি শতরান করেছেন, তখনও সাজঘরে গম্ভীরকে দেখা গিয়েছে বসে বসে হাততালি দিতে। তখনও তাঁর চোখে রোদচশমা ছিল। গম্ভীরের এই রোদচশমা পরে বসার সমালোচনা হয়েছে সমাজমাধ্যমে। অনেকের মতে, ইচ্ছা করেই রোদচশমা পরেছিলেন তিনি। যাতে চোখ দেখে কিছু বোঝা না যায়, সেই জন্যই তিনি এই কাজ করেছেন বলে মত তাঁদের। ১৩৫ রান করে আউট হয়ে কোহলি সাজঘরে ফেরার পর অবশ্য তাঁকে জড়িয়ে ধরেছেন গম্ভীর।

আইপিএল থেকে অবসর রাসেলের ১১ বছর কেকেআরে খেলা দ্রেরাস থেকে যাচ্ছেন কলকাতাতেই!

আইপিএল থেকে অবসর নিলেন আন্দ্রে রাসেল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের অলরাউন্ডারকে এ বার ধরে রাখেনি কলকাতা নাইট রাইডার্স। শোনা যাচ্ছিল নিলামে তাঁকে কিনতে পারে চেন্নাই সুপার কিংস। সেই সম্ভাবনা আর রইল না। রবিবার আইপিএল থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে দিলেন রাসেল। ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটারকে আগামী আইপিএলে দেখা যাবে নতুন ভূমিকায়।

২০১২ সালে প্রথম আইপিএল খেলেন রাসেল। প্রথম দু'বছর খেলেন দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে। ২০১৪ সালে তাঁকে কেনে কলকাতা। তখন থেকেই কেকেআরের অবিচ্ছেদ্য অংশ রাসেল। কেকেআর কর্তৃপক্ষ তাঁকে বাদ দিয়ে দল গঠনের কথা ভাবেননি। রাসেলও কখনও কলকাতা ছাড়ার কথা ভাবেননি। তবে গত দু'মরসুম ধরে আইপিএলে রাসেলের ফর্ম নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল। শেষ পর্যন্ত এ বার নিলামের আগে তাঁকে ছেড়ে দিয়েছেন কেকেআর কর্তৃপক্ষ। তার পর আইপিএল থেকেই অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন দ্রেরাস।

১১ বছর ধরে কেকেআরের হয়ে খেলেছেন রাসেল। সেই দলের বিরুদ্ধে মাঠে নামতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন। তাই আইপিএল থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৩৭ বছরের ক্রিকেটার। ক্রিকেটার হিসাবে অবসর নিলেও কেকেআরের সঙ্গেই থাকবেন রাসেল। তাঁকে 'পাওয়ার কোচ' হিসাবে রেখে দিচ্ছেন বেঙ্কি মাইসোরেরা। দলের অন্য তম সহকারী কোচ হিসাবে থাকছেন তিনি।ভিডিয়ো বার্তায় রাসেল বলেছেন, "আমি আইপিএল থেকে অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তবে বিশ্বের অন্য সব লিগে এবং কেকেআরের অন্য দলগুলি হয়ে খেলা চালিয়ে যাব। আইপিএলে কেকেআরের হয়ে আমার দুর্দান্ত কিছু স্মৃতি রয়েছে। দলের সঙ্গে দুর্দান্ত সময় কাটিয়েছি। কিন্তু কখনও কখনও আপনাকে থামতেই হয়। যখন এই সিদ্ধান্তটা নিয়েছি, মনে হয়েছে এটাই সেরা সিদ্ধান্ত। তবে আমি আইপিএল থেকে ম্লান হয়ে যেতে চাই না। নিজের উত্তরাধিকার রেখে যেতে চাই। ভক্তেরা হয়তো অনেকে বলবেন, 'এখনই কেন অবসর? আরও কয়েকটা বছর খেলতে পারতেন।' সে জন্যই এই সময়টা সেরা। কারণ চাই না এমন কেউ বলুন, আমার অনেক বছর আগেই অবসর নেওয়া উচিত ছিল।"

রাসেল আরও বলেছেন, "আমরা এখন ইনস্টাগ্রাম জগতের অংশ। নিজের পুরনো ভিডিয়োগুলো দেখলে নিজেকে নানা রকম জার্সিতে দেখা যায়। দলের কোচিং স্টাফ, সতীর্থেরা আমাকে পুরনো কিছু ভিডিয়ো পাঠিয়েছে। ওরা বলেছে, আমাকে এই বেগনি জার্সিতেই দেখতে সবচেয়ে ভাল লাগে।" তিনি আরও বলেছেন, "সিদ্ধান্তটা নেওয়া সহজ ছিল না। কয়েক রাত ঘুমোতে পারিনি। বেঙ্কির সঙ্গে অনেক বার কথা বলেছি। শাহরুখ খানের সঙ্গেও কথা হয়েছে। আইপিএলে নতুন একটা অধ্যায় শুরু করতে চলেছি। সেটা নিয়েও অনেক কথা হয়েছে। বেঙ্কি, শাহরুখেরা আমাকে যথেষ্ট সম্মান করেন। আমাকে ভরসা করেন। ভালবাসেন। মাঠে এত দিন যা যা করেছি, সে সবেরও প্রশংসা করেন ওঁরা। এমন একটা দলের সঙ্গে থাকতে পারছি, যে দলের পরিবেশ আমার ভীষণ পরিচিত। এটাই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ।"অবসর বার্তায় কলকাতার ক্রিকেটপ্রেমীদের রাসেল বলেছেন, "কলকাতা, আমি আবার ফিরে আসছি। এ বার কেকেআরের এক জন সাপোর্ট স্টাফ হিসাবে থাকব। বেঙ্কিই আমাকে প্রথম 'পাওয়ার কোচ' হওয়ার প্রস্তাব দেন। শুনে আমি তাঁকে বলেছিলাম, "আপনি কি এটা আগে শুনেছেন?' জবাবে বেঙ্কি বলেন, 'হ্যাঁ, দ্রেরাস। মানে আন্দ্রে রাসেল। শক্তিশালী ক্রিকেটের জন্য যাকে সকলে চেনে।' ব্যাট করার সময় আমি জোরে শট মারার চেষ্টা করতাম। বল বা ফিল্ডিং করার সময়ও আমি নিজের সম্পূর্ণটা উজাড় করে দিতাম। সেই অভিজ্ঞতা থেকে আমি দলের যে কোনও বিভাগকে সাহায্য করতে পারব।"

তীব্র অবসাদে ছিলেন জেমাইমা, বিশ্বকাপের মাঝপথে ফিরতে বলেন মা, কী এমন ঘটেছিল?

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর ১৩৪ বলে অপরাজিত ১২৭ রানের অনবদ্য ইনিংস ক্রিকেট ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বলা চলে, প্রায় একার হাতেই সাতবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়াকে সেমিফাইনালে হারিয়েছিলেন তিনি। ভারতের বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম কাণ্ডারি জেমাইমা রডরিগেজ মহিলাদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ চলার সময় অবসাদের শিকার হয়েছিলেন। এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল যে, তাঁর মা তাঁকে বিশ্বকাপ না খেলেই বাড়ি ফিরে আসার পরামর্শ দেন। এক সাক্ষাৎকারে এ কথা জানিয়েছেন জেমি স্বয়ং।

এক আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ওয়েবসাইটকে তিনি বলেন, "প্রথম ম্যাচ থেকেই মানসিক অবসাদের মধ্যে ছিলাম। এর নেপথ্যে কোনও কারণ ছিল না। কিন্তু কিছুতেই ওই পরিস্থিতি থেকে বের হতে পারছিলাম না। একটা মানসিক অশান্তির মধ্যে ছিলাম। এর প্রভাব আমার পারফরম্যান্সেও পড়েছিল। ফিল্ডিং করতেও সমস্যা হচ্ছিল। ব্যাটটাও ঠিকমতো করতে পারছিলাম না। মোট কথা, খেলাটাকেও উপভোগ করতে পারছিলাম না।"

জেমি আরও বলেন, "এই পরিস্থিতিটা বলে বোঝানো কঠিন। সেই সময় কিছুই করতে ইচ্ছা করত না। অবসন্ন মনে হত। অসাড় লাগত। আমার মা শুনে বলেছিলেন, 'বিশ্বকাপ না খেলে বাড়ি ফিরে আসতে পারো। কারণ আমার কাছে সবার আগে তোমার আনন্দ।' তাঁর কথা শুনে বলেছিলাম, যে সাহসটা দিলে সেটাই আমার সব কিছু। আমার মা-ই আমার সবচেয়ে বড় শক্তি।"

তিনি জানিয়েছেন ওই 'অস্থির' সময় অরুন্ধতী রেড্ডি, স্মৃতি মন্ধানারা তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। জেমাইমার সংযোজন, "অরু প্রত্যেকদিন খোঁজ নিত। আমার পরিস্থিতিটা ও সবচেয়ে ভালো বুঝতে পেরেছিল। স্মৃতিও আমাকে নানাভাবে বোঝাতে, শান্ত করতে চেষ্টা করত।" এহেন জেমাইমা সেমিফাইনালে যে তিন নম্বরে ব্যাট করতে নামবেন, তা জানতেনই না।

সেই বহুচর্চিত সেমিফাইনালের পর জেমি বলছিলেন, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। কারণ, আমি একা কিছুই করিনি। তিনি পাশে না থাকলে কিছুই করতে পারতাম না। আমি জানি, তিনি আমার পাশে ছিলেন। ধন্যবাদ জানাতে চাই আমার বাবা-মা, আমার কোচ এবং কঠিন সময়ে যাঁরা আমার পাশে ছিলেন, তাঁদের সবাইকে। গত চারটে মাস কী গিয়েছে তা বলে বোঝাতে পারব না। ফিরে আসাটা ভীষণই কঠিন ছিল। স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে।" আর এখন নিজের কঠিন অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরলেন জেমাইমা।

বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে আগরতলায় মোমবাতি প্রজ্বলন কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ নভেম্বর: বিশ্ব এইডস দিবসকে সামনে রেখে রবিবার আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের সামনে ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটির উদ্যোগে একটি মোমবাতি প্রজ্বলন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে বিভিন্ন স্তরের স্বাস্থ্যকর্মী ও সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জিবি হাসপাতালের ডেপুটি সুপার ডঃ কনক চৌধুরী, ত্রিপুরা এইডস কন্টোল সোসাইটির মেম্বার সেক্রেটারি ডঃ সৌভিক দেববর্মা, প্রজেক্ট ডিরেক্টর ডঃ বিনীতা চাকমা সহ সংগঠনের অন্যান্য কর্মকর্তারা।

এদিন মোমবাতি প্রজ্বলনের মাধ্যমে এইডস প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির বার্তা দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তারা এইডস প্রতিরোধ, চিকিৎসা এবং সংক্রমণ রোধে সামাজিক অংশগ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

মোবাইল হেলথ কেয়ার ইউনিট প্রকল্পের সূচনা করলেন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ নভেম্বর: আজ রাজভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু পতাকা নেড়ে সেবা ইন্টারন্যাশনাল এবং আর.ই.সি. ফাউন্ডেশনের মোবাইল হেলথ কেয়ার ইউনিট প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। দূরবর্তী এবং জনজাতি এলাকাগুলিতে ঘরে ঘরে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

মোবাইল হেলথ কেয়ার ইউনিটের উদ্বোধন করে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু বলেন, স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ পাওয়া প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার। এ ধরনের উদ্যোগ কেবল সেবা প্রদানের মডেল নয়, বরং সামাজিক ন্যায়বিচার ও সহমর্মিতারও প্রতীক। রাজ্যপাল বলেন, সেবা ইন্টারন্যাশনাল দীর্ঘদিন ধরেই দুর্বল জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে উত্তর পূর্বাঞ্চলে পরিষেবা দিচ্ছে। ধলাই এবং দক্ষিণ ত্রিপুরার ৭২টি গ্রামের প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ এই পরিষেবার সুযোগ পাবেন।

অনুষ্ঠানে সেবা ইন্টারন্যাশনালের গ্লোবাল কো-অর্ডিনেটর শ্যাম পরানডে, আর.ই.সি.-র পরিচালক নারায়ণ তিরুপতি বক্তব্য রাখেন। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন সেবা ইন্টারন্যাশনালের কার্যকরী অধিকর্তা জিনেশ লাল আর.ভি.। রাজ্যপালের সচিব ইউ.কে. চাকমা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। রাজভবন থেকে এ সংবাদ জানানো হয়েছে।

ডায়মন্ড জুবিলি বিএসএফ ডে উপলক্ষে সালবাগানে রক্তদান শিবিরের আয়োজন

আগরতলা, ৩০ নভেম্বর: বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের ডায়মন্ড জুবিলি বিএসএফ ডে উদযাপন উপলক্ষে আজ শালবাগানস্থিত বিএসএফ ফ্রন্টিয়ার সদর দপ্তরে আয়োজিত হলো রক্তদান শিবির। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আইজি অলোক কুমার চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন কম্পোজিট হাসপাতাল বিএসএফ আগরতলার ডিআইজি ডঃ এসপি যাদব এবং ফ্রন্টিয়ার সদর দপ্তরের ডিআইজি (মেডিক্যাল) ডঃ সুচন্দ্রা দে।

অনুষ্ঠানে আইজি বিএসএফ নিজেই রক্তদান করে সকলকে উৎসাহিত করেন। এরপর অফিসার, এসও এবং জওয়ানরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। এদিন মোট ১০০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়।

এর আগে ডায়মন্ড জুবিলি উদযাপনের অংশ হিসেবে ২৭ ও ২৮ নভেম্বর বাগমা, এসএইচকিউ বিএসএফ উদয়পুর এবং পানিসাগর এসএইচকিউ-র অধীন নালাকাটা ক্যাম্পে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল।

মিডিয়ার উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আইজি বিএসএফ বলেন, ১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিএসএফ দেশের সীমান্ত রক্ষার পাশাপাশি মানবিক কর্মকাণ্ডেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিশেষত বড় ধরনের দুর্ঘটনা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় রক্তের সংকট দেখা দেয়এই বিষয়টিকে মাথায় রেখে ত্রিপুরার মানুষের জন্য রক্তদান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, দেশরক্ষার প্রথম সারির বাহিনী হিসেবে বিএসএফ শুধু সীমান্ত পাহারাই নয়, যেকোনো সংকটময় মুহূর্তে মানবতার সেবায় সর্বদা এগিয়ে আসে।

বড়দোয়ালী মন্ডলে মুখ্যমন্ত্রীর সাংগঠনিক বৈঠক নতুন অফিস নির্মাণের ঘোষণা

আগরতলা, ৩০ নভেম্বর : বড়দোয়ালী মন্ডলের নতুন কমিটি গঠনের পর রবিবার প্রথমবারের মতো মন্ডল কার্যালয় পরিদর্শন করলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা। এদিন ৮ নং টাউন বড়দোয়ালী মন্ডল কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় সাংগঠনিক বৈঠক। কর্মকর্তাদের সাথে একাধিক সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, নতুন মণ্ডল অফিস তৈরির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হচ্ছে এবং শীঘ্রই তা নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হবে। তিনি বলেন,

"এখানে সব সময়ই আসার ইচ্ছে হয়, কিন্তু ব্যস্ততার জন্য হয়ে ওঠে না। আজ রবিবার, যানজট কম থাকবে মনে হওয়ায় হঠাৎ আসার সিদ্ধান্ত নিই।"

নিজ বিধানসভা কেন্দ্রের মন্ডল কমিটির সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী অতীতের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক অভিজ্ঞতার কথাও স্মরণ করেন। সাম্প্রতিক কমিটি গঠন পরবর্তী এই বৈঠককে সংগঠন শক্তিশালী করার দিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। স্থানীয় কার্যকর্তা ও নেতৃত্বরা মুখ্যমন্ত্রীর আকস্মিক উপস্থিতিকে উৎসাহব্যঞ্জক হিসেবে দেখছেন।

তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে এক্স-রে টেকনিশিয়ানের দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণে ক্ষোভ, পরিষেবা ব্যাহত

তেলিয়ামুড়া, ৩০ নভেম্বর : মহকুমা হাসপাতালের এক্স-রে বিভাগে কর্মরত টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট মুক্তার হোসেনের দায়িত্বজ্ঞানহীন ও কর্মসংস্কৃতিহীন আচরণে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়েছে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে। রোগী পরিষেবায় তাঁর গাফিলতি এবং বারংবার কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগ সামনে আসায় হাসপাতাল চত্বরে উত্তেজনা ছড়ায়।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, মুক্তার হোসেন প্রায়ই দেরিতে আসেন বা অনুপস্থিত থাকেন। এমনকি রোগীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার এবং এক্স-রে বিভাগের কাজে অবহেলার ঘটনাও নিত্যদিনের। ফলস্বরূপ বাধ্য হয়ে জিডিএ কর্মী প্রবীণ কুমার জমাতিয়া এক্স-রে বিভাগের দায়িত্ব সামলে রোগীদের পরিষেবা দিয়ে চলেছেন। দীর্ঘদিন ধরে মুক্তার হোসেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলেও এখনও পর্যন্ত কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে জানা যায়।

হাসপাতালে পৌঁছানোর নির্ধারিত সময় সকাল ৯টা হলেও রবিবার মুক্তার হোসেন পৌঁছান প্রায় ১০টা ৩০ মিনিটে। সেই সময় এক মুমূর্ষু রোগীর এক্স-রে করছেন জিডিএ কর্মী প্রবীণ জমাতিয়া। এ বিষয়ে মুক্তার হোসেনের কাছে প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি গুরুত্বপূর্ণ মিটিংএ আগরতলায় থাকা, বাইক নষ্ট হওয়া সহ একাধিক অজুহাত তুলে ধরেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে হাসপাতালের এম.ও.আই.সি অজিত দেববর্মা জানান, "ছুটি নেওয়ার বিষয়ে আমার কাছে কোনও তথ্য নেই। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।" সংবাদমাধ্যমের সামনে তিনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেন।

উল্লেখ্য, তেলিয়ামুড়ার বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায় হাসপাতালের পরিকাঠামো এবং চিকিৎসা পরিষেবা উন্নত করতে দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন। সৌন্দর্য্যায়ন থেকে পরিষেবা উন্নয়নে প্রশাসনিক পর্যায়ে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু কিছু দায়িত্বজ্ঞানহীন কর্মচারীর আচরণে সেই প্রচেষ্টা ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। জনগণের করের টাকায় বেতনপ্রাপ্ত কর্মচারীদের কাছ থেকে দায়িত্বশীল আচরণ প্রত্যাশিতএমনটাই মত হাসপাতাল সূত্র ও সাধারণ মানুষের। প্রশ্ন উঠছে, একজন জনপ্রতিনিধি যখন নিয়মিত কাজ করে উন্নত পরিষেবা নিশ্চিত করতে সচেষ্ট, তখন কেন কিছু কর্মচারীর গাফিলতির কারণে আমজনতাকে ভুগতে হবে?

মানবতার আলোয় আলোকিত বামুটিয়া

এক বিধবার মায়ের মেয়ের বিয়েতে ৮ নম্বর বুথের হৃদয়স্পর্শী উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম ত্রিপুরা, ৩০ নভেম্বর: পূর্ব বামুটিয়া পঞ্চায়েতের হরেন্দ্রনগর বাজার বস্তি এলাকায় গতকাল ২৯ নভেম্বর সন্ধ্যায় দেখা গেল এক বিরল মানবিক উদাহরণ। করিডোরের অন্ধকার ভেদ করে যেন আলো নেমে এলোমানুষ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর সেই আলোর নাম সহমর্মিতা।

প্রয়াত চা-শ্রমিক অপু তাঁতীর মেয়ের বিয়ে আজ ৩০ নভেম্বর। পরিবারটির আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল হওয়ায় বিবাহের খরচ জোগাড় করা ছিল কঠিন। সেই খবর পৌঁছতেই সক্রিয় হয়ে ওঠেন পূর্ব বামুটিয়া পঞ্চায়েতের ৮ নম্বর বুথের প্রতিনিধিরা। সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেন, পরিবারের পাশে দাঁড়ানোই হবে মানবিক দায়িত্ব।

অবশেষে, চাল-ডালসহ বিবাহের সব প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিধবা স্ত্রী শেফালি তাঁতীর হাতে তুলে দেন তারা। শুধু বস্তুগত সাহায্য নয়, মেয়ের মুখে হাসি ফোটাতে যে মানবিকতার হাত বাড়ানো হলোস্থানীয়দের হৃদয় জয় করেছে সেই উদ্যোগ।

উপস্থিত ছিলেন বামুটিয়া মণ্ডল সভাপতি শিবেন্দ্র দাস, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য জয়ন্তী দেব শর্মা, সমাজসেবী বাদল চন্দ্র দাস, পঞ্চায়েত প্রধান নিখিলেশ দত্ত, উপপ্রধান রাজেন্দ্র দত্ত, বুথ সভানেত্রী ঝিলি দাস, বুথ সম্পাদক সুজন দাস, প্রাক্তন বুথ সভানেত্রী মাধবী দাসসহ এলাকার অন্যান্য বিশিষ্ট জন।

এদিন শুধু একটি পরিবারের পাশে দাঁড়ানোই নয়, পাশের বাড়ির প্রয়াত কার্তিক কুর্মীর মৃত্যুর পর তার মায়ের হাতে আর্থিক সহায়তাও তুলে দেন বুথ প্রতিনিধিরা। শোকের সময়েও এমন মানবিকতা নজর কাড়ে সকলের।

স্থানীয়দের মতে, "এক-একটি উদ্যোগ সমাজে আবারও বিশ্বাস ফিরিয়ে আনে। মানুষ মানুষের পাশে দাঁড়ালে সমাজ আরও সুন্দর হয়।" ৮ নম্বর বুথের এই মানবিক কার্যক্রম প্রমাণ করলো শুধুই উৎসব নয়, দুঃসময়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোই আসল সমাজসেবা। এলাকাজুড়ে তাই আজ প্রশংসার জোয়ার।

কমলপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে পক্ষকালব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গৃহীত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৩০ নভেম্বর: কমলপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমের পঞ্চাশ বছর পূর্তি হতে চলেছে। এই পঞ্চাশ বছর পূর্তি হবে ২০২৬"র ১৬ অক্টোবর। কমলপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমের পঞ্চাশ বছর পূর্তিকে সামনে রেখে এই বছর থেকেই আশ্রম পরিচালন কমিটি তথা ভক্তপ্রাণ আশ্রিতরা নানা অনুষ্ঠান ও কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। আজ আশ্রম পরিচালন কমিটি সাংবাদিক সম্মেলন করে জানালেন সেই তথ্য।

বলা বাহুল্য ১৯৭৬ সালে কমলপুরের রামকৃষ্ণ সেবা মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।সেই সুবাদে আগামী ২০২৬ -এ আশ্রমের সুবর্ণ জয়ন্তী পূর্ণ হতে চলেছে। আগামী ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫ আশ্রমে উদ্বোধন হতে চলেছে সাধুনিবাস, শীতবস্ত্র বিতরণ ও পাঁচজন মহারাজকে নিয়ে ভক্তসম্মেলন। আগামী ১২জানুয়ারি ২০২৬ যুবদিবসে অঙ্কন, স্বচ্ছ ভারত অভিযান, রক্তদান ও ছোটদের মধ্যে স্বামীজী সাজি অনুষ্ঠান। এই ভাবে সারাবৎসর নানা অনুষ্ঠান সূচি হাতে নিয়েছে আশ্রম পরিচালন কতৃপক্ষ।

যার মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য শিবির, হেপাটাইটিস টিকাদান শিবির, রামকৃষ্ণ মেলা। আর আগামী ১৭ অক্টোবর আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য যারা আছেন তাদেরকে এক সম্বর্ধনা, ভক্ত সম্মেলন ও বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হবে। আজ আলোচনায় ছিলেন আশ্রম পরিচালন কমিটির সম্পাদক রাজীব ভট্টাচার্য, সভাপতি শশাঙ্ক ঘোষ, কোষাধক্য চন্দন কুমার পাল ও আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য বিজয় সিংহচৌধুরি ও অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক উত্তম চক্রবর্তী।

শিশু সুরক্ষা ও অধিকার কমিশনের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ নভেম্বর: ত্রিপুরা শিশু সুরক্ষা ও অধিকার কমিশনের দ্বাদশ প্রতিষ্ঠা দিবস আজ সুকান্ত একাডেমির প্রেক্ষাগৃহে উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার। তিনি বলেন, শিশু সুরক্ষা এবং নারী সুরক্ষায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে। নিজেদের ঘর থেকেই শিশুদের জন্য সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি এ বিষয়ে সমাজকেও সচেতন করতে হবে। তিনি ত্রিপুরা শিশু সুরক্ষা ও অধিকার কমিশনের বিভিন্ন কাজের জন্য তাদের অভিনন্দন জানান।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা। তিনি বলেন, নিজের সন্তানের পাশাপাশি অন্যের সন্তানের প্রতিও দায়িত্ববান হতে হবে। বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য সচেতন হতে তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা শিশু সুরক্ষা ও অধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের উপঅধিকর্তা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে রাজ্যের দুই কৃতী সন্তান জ্যোৎস্না আক্তার এবং আরশিয়া দাসকে সম্মাননা প্রদান কর হয়। বিশেষভাবে সক্ষম ছাত্রছাত্রী যারা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদেরও সম্মাননা প্রদান করা হয়। তাছাড়া স্বপ্না ফাউন্ডেশনের কর্ণধার শুভম বিশ্বাসকে সামাজিক কাজে বিশেষ অবদানের জন্য পুরস্কৃত করা হয়।

গভীর রাতে গাঁজা বাগান ধ্বংস অভিযানে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩০ নভেম্বর: রবিবার ভোর তিনটায় শুরু হয় বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি অজিত দেববর্মা"র নেতৃত্বে গাঁজা বাগান ধ্বংস অভিযানে নামে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ এবং টি এস আর।ঘটনা রবিবার ভোর তিনটায় জম্পুইজলা আর ডি ব্লকের অন্তর্গত অমরেন্দ্র নগর ভিলেজ কমিটির সোনা চরণপাড়া এলাকায়।

জিপিএস লোকেশন ট্র্যাক করে বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি অজিত দেববর্মা হানা দেয় অমরেন্দ্র নগর সোনা চরণপাড়া এলাকায়। এই এলাকার সমস্ত মানুষ যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন তখন পুলিশ তাদের পাড়ায় হানা দিয়ে পরিপক্ব গাঁজা বাগান ধ্বংস করে ফেলে। এক কথায় পুলিশ যখন গাঁজা বাগান ধ্বংস করছে তখন পুরো গ্রাম ছিল পিন ড্রপ সাইলেন্স।দা দিয়ে কেটে ফেলা হয় পুরো বাগান। বেশ কয়েকটি গাঁজা বাগানের প্লট ধ্বংস করে পুলিশ। সবগুলি ছিল বনদপ্তরের জায়গা। একেবারে পরিণত হয়ে গিয়েছিল সমস্ত গাঁজা গাছ গুলি। আর অল্প কয়েকদিন সময় পেলে চাষিরা ঘরে তুলতে পারতো তাদের ফসল। কিন্তু এর আগেই পুলিশ এবং টিএসআর ধ্বংস করে ফেলে তাদের সমস্ত গাঁজা বাগান। ভোর তিনটা থেকে সকাল ছয়টা পর্যন্ত তিন ঘন্টা চলে তাদের অভিযান।

অভিযান শেষ করে যখন পুলিশ এবং টিএসআর তাদের গাড়ি নিয়ে থানার উদ্দেশ্যে রওনা দেয় তখন তাদেরকে দেখে অবাক হয়ে যায় গ্রামের মানুষ। প্রত্যেকের প্রশ্ন এত সকাল-সকাল বিশাল পরিমাণ পুলিশ এবং টিএসআর বাহিনী কোথা থেকে এল গ্রামে? মুহূর্তের মধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি অজিত দেববর্মা বলেন অমরেন্দ্র নগর ভিলেজের সোনা চরণপাড়া এলাকায় রবিবার ভোর তিনটা থেকে সকাল ছয়টা পর্যন্ত অভিযানে ১২ হাজার পরিপক্ব গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়েছে। যার বাজার মূল্য আনুমানিক প্রায় ১০ লক্ষ টাকার মত হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। আগামী দিনেও বিশ্রামগঞ্জ থানার এই অভিযান জারি থাকবে বলে জানিয়েছেন ওসি অজিত দেববর্মা।

কমলনগর ঘাটি ঘর দুলুঙ্গায় বৃহৎ গাঁজা বিরোধী অভিযান ৫৫ একর জুড়ে ৩৪টি বাগান ধ্বংস

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৩০ নভেম্বর:সোনামুড়া থানার অন্তর্গত কমলনগর ঘাটি ঘর দুলুঙ্গা এলাকায় বৃহৎ আকারের গাঁজা চাষ বিরোধী বিশেষ অভিযান চালিয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করল পুলিশ ও নিরাপত্তাবাহিনী। শুক্রবারের এই অভিযানে মোট ৩৪টি গাঁজা বাগান ধ্বংস করা হয়েছে, যেখানে প্রায় ৪ লক্ষেরও বেশি গাঁজা গাছ ছিল বলে অনুমান নিরাপত্তা বাহিনীর।

বন দপ্তরের জমির উপর বিস্তৃত প্রায় ৫৫ একর এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে ছিল এই চাষাবাদ। দীর্ঘদিন ধরে চলা অবৈধ গাঁজা উৎপাদনের বিরুদ্ধে এ এক বড়সড় ধাক্কা বলেই জানাচ্ছে প্রশাসন। অভিযানে অংশ নেয় , সোনামুড়া থানার পুলিশ, ৮১ নম্বর ব্যাটালিয়ন বিএসএফ, ৪৯ বিএন বিএসএফ, সোনামুড়া ফরেস্ট ডিভিশন, ৫ম, ১৪তম, ১১তম ও ৭ম ব্যাটালিয়ন টিএস আর-এর বিভিন্ন ইউনিট, বিএসএফের সিস্টার ইউনিটসমূহ।

বনকুমারি নাট মন্দিরে মেগা রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ নভেম্বর:আমরা উনিশ মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের পঞ্চম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে রবিবার বনকুমারি নাট মন্দিরে অনুষ্ঠিত হলো এক মেগা রক্তদান শিবির। শিবিরের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা সরকারের মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত, বিজেপির রাজ্য সহ-সভাপতি সুবল ভৌমিকসহ সামাজিক সংগঠনের অন্যান্য পদাধিকারী ও অতিথিবৃন্দ।

ভারতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতি ত্রিপুরা প্রান্তের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ নভেম্বর: রবিবার আগরতলা আইএমএ হাউজে অনুষ্ঠিত হলো ভারতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতি, ত্রিপুরা প্রান্ত-এর বার্ষিক সাধারণ সভা।

সভায় উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার মুখ্য সচেতন কল্যাণী রায়, প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্য ও অতিথিবৃন্দ।

এদিনের সভায় সংগঠনের বিভিন্ন বার্ষিক কার্যক্রম, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং ইতিহাস চর্চা ও সংরক্ষণে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা হয়।

বক্তারা জানান, ত্রিপুরার ঐতিহাসিক উপাদান ও গবেষণাকে আরও বিস্তৃত পরিসরে তুলে ধরাই সংগঠনের অন্যতম লক্ষ্য।

সভা শেষে অতিথিরা সমিতির কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে অনেকে আশা প্রকাশ করেন যে, আগামী দিনে ত্রিপুরার ইতিহাসচর্চা আরও সুসংহত ও সংগঠিত রূপ পাবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas